২
শ্রেণি

বয়স্ক কোর্স

دينيات

দীনিয়াত

• কুরআন • হাদীস • আকাইদ, মাসাইল • ইসলামী তারবিয়াত • ভাষা

دينيات
DEENIYAT

বয়স্ক কোর্স (পুরুষ ও মহিলাদের জন্য) :: দ্বিতীয় শ্রেণি

بسم الله الرحمن الرحيم

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরয।

[ইবনে মাজাহ: ২২৪, হযরত আনাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

دينيات

দীনিয়াত

বয়স্ক কোর্স

(পুরুষ ও মহিলাদের জন্য)

দ্বিতীয় শ্রেণি

দীনিয়াত প্রকাশনী

হেড অফিস

আল নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স

মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা

ফোন : ০১৫৫৬ ১০০ ২০০, ০১৮১৯ ৪৭৭৮৮৬

deeniyat

دينيات
দীনিয়াত

deeniyat

শিক্ষার্থীর নাম : --

বাসা/বাড়ির পূর্ণ ঠিকানা : ----------------------------------

----

যোগাযোগ নং : --

دينيات

দীনিয়াত

প্রকাশনায়
দীনিয়াত প্রকাশনী
হেড অফিস
আল নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স
মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা
ফোন : ০১৫৫৬ ১০০ ২০০
০১৮১৯ ৪৭৭৮৮৬

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুলাই-২০১৯

ISBN : 978-984-93621-7-3
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা।

নির্ধারিত মূল্য
১৩০ (একশত ত্রিশ) টাকা মাত্র।

deeniyat

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম মানব জাতিকে পথপ্রদর্শন করে। তা সামাজিক জীবন হোক বা ব্যক্তি জীবন। ইবাদত বন্দেগীতে মগ্নতার সময় হোক কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের সময়। সুখ-স্বাচ্ছন্দতায় হোক কিংবা দুঃখ-দুর্দশায়। এক কথায়, মানব জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই রয়েছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দেশনা। আর মানব জাতি তখনই সফল হতে পারবে, যখন তারা তাদের জীবন ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করবে। এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বীন-ইসলামের জ্ঞান শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ
(অর্থ:- ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরয)।

[ইবনে মাজাহ: ২২৪]

পাশাপাশি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানী ব্যক্তিদের ওপর সাধারণ লোকদেরকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়ার দায়িত্বও অর্পন করেছেন। প্রিয় নবীজী ইরশাাদ করেছেন-

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ

অর্থ: তোমরা নিজে ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর এবং সাধারণ লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও। [শোয়াবুল ঈমান: ১৭৪২]

তাছাড়া, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনি ইলমের ছাত্র-শিক্ষককে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণি হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ
অর্থ: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শেখে ও

deeniyat

অন্যকে শিক্ষা দেয়। [বুখারী: ৫০২৭]

একথা সর্বজন বিদিত যে, প্রত্যেকের শিক্ষা-দীক্ষা শৈশব থেকেই হওয়া শ্রেয় এবং জরুরি। কারণ, এ শৈশবে যা-কিছু শেখানো হয়, তা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। তা খুবই কার্যকরী ও ফলপ্রসু হয়ে থাকে। তদুপরি যারা এ বয়সে দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করেনি বা করতে পারেনি। তাঁরা এ মহান সম্পদ থেকে বঞ্চিত। এ শ্রেণির লোকদের দ্বীনি তালিমের সুযোগ করে দেয়া এবং এর ব্যবস্থা করার গুরুত্ব কম নয়। বরং এদেরকে দ্বীনি ইলম শেখানো আরও বেশি জরুরি। এর কারণ হল; শরীয়তের পক্ষ থেকে এদের দায়িত্ব দ্বিগুণ। প্রথম দায়িত্ব হল, তাঁরা নিজেদের জীবনকে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি অনুযায়ী অনুসরণ করবে। তার মহান আদর্শে নিজেদের জীবনকে সুশোভিত করার চেষ্টা করবে। আর তাঁদের দ্বিতীয় দায়িত্ব হল, এদের অধীনস্থ সন্তান ও পরিবার-পরিজনদেরকে দ্বীনি পরিবেশে লালন-পালন করা এবং তাঁদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَـا أَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُوْا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

অর্থ : হে ঈমানদার গণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গ কে সেই আগুণ থেকে বাঁচাও, যে আগুণের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। [সুরা: তাহরীম, আয়াত: ৬]

আর তারা তাদের এ দায়িত্বসমূহ চারুরূপে তখনই আদায় করতে পারবে, যখন তাঁরা নিজেরা দ্বীনি ইলমের অধিকারী হবে। কারণ, দ্বীনি ইলম ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে ভাল-মন্দের বাছ-বিচারটুকু করা সম্ভব নয়। খাঁটি-ভেজালের পার্থক্য করাও সম্ভব নয়। হেদায়েত ও গোমরাহির মাঝে পার্থক্য করাও সম্ভবপর নয় তাদের জন্য।

এ কারণেই তো বলা হয়, দ্বীনি ইলম হাসিল করা প্রত্যেকের মৌলিক দায়িত্ব। ইলম ছাড়া ইসলামের সরল-সোজা ও সত্য-ন্যায়ের পথে অবিচল থাকা খুবই কঠিন। বিশেষতঃ ফেৎনা-ফাসাদের এই যমানায়।

এই শ্রেণির প্রতিটি সদস্যকে ইলমে দ্বীন শেখানোর জন্য মকতব প্রতিষ্ঠা করা সময়ের দাবী এবং অন্যতম দায়িত্ব। কারণ 'মকতব' পদ্ধতি দ্বীন শেখার সবচেয়ে সহজ উপায়। এটি অতি অল্প সময়ে বেশি লাভবান হবার একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি। পুরুষ ও নারীদের পৃথক-পৃথক মকতব হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরষদেরকে পুরুষ শিক্ষক পড়াবেন আর নারীদেরকে নারী শিক্ষিকাগণ পড়াবেন। এসব মক্তবের ক্লাস-রুটিন ও পড়ার সময় শিক্ষার্থীদের ব্যস্ততার প্রতি খেয়াল রেখে নির্ধারণ করা হবে। যাতে বেশি থেকে বেশি লোকের সমাগম হয় এবং সবাই ব্যাপকহারে উপকৃত হতে পারে।

'দীনিয়াত' সংস্থাটির সৌভাগ্য, এ ক্ষেত্রেও তারা ক্ষুদ্র পরিসরে চেষ্টা শুরু করেছে। ইতিপূর্বে 'দীনিয়াত' নামে যেভাবে শিশুদের জন্য পাঠ্যবই রচনা করেছে। তদ্রূপ বয়স্ক পুরুষ-নারীদের জন্যও পৃথক-পৃথক পাঠ্যবই রচনা করেছে। এই বইটি নারীদের সিলেবাসের দ্বিতীয় শ্রেণির বই। এতে কুরআনে কারীম নাযেরা পড়ার পাশাপাশি শরীয়তের বিধি-বিধান, মাসআলা-মাসাইল ও দ্বীনের অপরাপর প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সংযোজিত করা হয়েছে। পুরুষদের সিলেবাসে পুরুষদের বিধি-বিধান ও পুরুষদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি যুক্ত করা হয়েছে। আর নারীদের সিলেবাসে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি ও মাসআলা-মাসাইল সংকলিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করি যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে যেন উম্মতের জন্য উপকারী বানিয়ে দেন! এবং আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করে নেন! আমীন।

সিলেবাস পরিচিতি :

এটি দু'বছরের একটি সংক্ষিপ্ত নেসাব। এ পাঠ্যক্রমে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়গুলো একত্রিত করা হয়েছে। পুরো পাঠ্যক্রমে পাঁচটি মৌলিক শিরোনামের অধীনে কিছু জরুরি বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপ

১ কুরআনে কারীম ২ হাদীস শরীফ ৩ আকাইদ ও মাসাইল ৪ ইসলামী তরবিয়ত ৫ ভাষা

কুরআনে কারীম	ঃ	নূরানী কায়েদা, নাযেরায়ে কুরআন, হিফযে সূরা ।
হাদীস শরীফ	ঃ	দু'আ- সুন্নত, হিফযে হাদীস।
আকাইদ ও মাসাইল	ঃ	আকাইদ, মাসাইল।
ইসলামী তরবিয়ত	ঃ	সীরাত, দ্বীন-ধর্ম।
ভাষা :	ঃ	আরবি।

পুরো বছর যেসব বিষয়াদি পড়ানো হবেঃ-

নাযেরায়ে কুরআন, হিফযে সূরা, আকাইদ ও মাসাইল।

এসবের পাশাপাশি প্রথম পাঁচ মাসের পাঠ্য বিষয়াদি হলঃ-

দু'আ- সুন্নত, সীরাত, আরবি ভাষা।

আর দ্বিতীয় পাঁচ মাসের পাঠ্য বিষয়াদি হলঃ-

হিফযে হাদীস, দ্বীন-ধর্ম ভাষা।

deeniyat

এই কোর্সের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- প্রথম বছরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলোকে সন্নেবেশিত করা হয়েছে যেন শুরুতেই ঐসব বিষয়গুলো জেনে নেয়, দ্বীনের উপর আমল করার জন্য যেগুলো জানা অপরিহার্য। যেমন- শুরুতেই পূর্ণাঙ্গ নামাযের অনুশীলন দেয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সূরাও মুখস্থ করানোর তারতীব রাখা হয়েছে, যেগুলো দিয়ে নামায বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

- কুরআনকে তাজবীদসহ বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য নূরানী কায়দাকে নেসাবের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

- হাদীসের শিরোনামের অধীনে পূর্ণ রেওয়ায়াতসহ গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন দু'আসমূহ এবং সুন্নত আমলসমূহ সংযোজন করা হয়েছে। দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চ শাখা; যেমন- ঈমান, ইবাদত, মু'আমালাত, (লেনদেন) মু'আশারাত (সামাজিকজীবন) ও আখলাকিয়্যাত (চারিত্রিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট প্রায় চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করানো হবে।

- আকাইদের মধ্যে ইসলামী কালেমা, তাওহীদ, ফেরেশতা, আসমানী গ্রন্থসমূহ আখেরাত দিবস, ভাল-মন্দ তাক্বদীর, মৃত্যুর পর পুনঃরায় জীবিত হওয়া। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। সাহাবায়ে কিরাম; মুজিয়া, কারামত, কুফর ও শিরিক, কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবের দিবসসমূহ, কেয়ামতের আলামত, বড় বড় আলামতসমূহ, আলমে বারযাখ, হাশর, শাফাআত, জান্নাত ও জাহান্নাম-এর মত মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা সন্নেবেশিত হয়েছে।

deeniyat

- মাসাইলের অধীনে উযূ, গোসল, নামাযের ফরযসমূহ, ওয়াজিবসমূহ, আযান, ইকামত, পূর্ণ নামায, ইস্তিঞ্জা, নামায-রোযা, হজ্ব, যাকাত, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসাইলগুলো আলোচিত হয়েছে।

- ইসলামী তরবিয়ত, শিরোনামের অধীনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী ও মাদানী জীবন এবং আখলাকী জিন্দেগী সন্নেবেশিত হয়েছে এবং দ্বীনের পঞ্চ শাখা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিরোনামের আলোকে পাঠ্যবস্তু দেয়া হয়েছে।

- আরবী ও ভাষা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য ভাষা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত নেসাব সংযুক্ত করা হয়েছে।

সিলেবাস পড়ানোর পদ্ধতি

এই সিলেবাসটিকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়েছে। এই নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করলে এই কোর্স হতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। তাই এ পাঠ্যক্রমটি পাঠদানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

- পাঠ্যক্রমটি পাঠদানের জন্য দৈনিক এক ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে।

- পাঠ্যক্রমটিকে গ্রুপ ভিত্তিক বা সমঃস্বরে পড়ানোর চেষ্টা করা। যার পদ্ধতি হল , শিক্ষিকা ছাত্রীদেরকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়াবেন। যেমনঃ শিক্ষিকা পড়াবেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ছাত্রীরা পড়বে, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ। শিক্ষিকা পড়াবেন, رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ছাত্রীরা পড়বে رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। যতটুকু সবক পড়ানোর এভাবেই পড়াবেন। এভাবে কয়েকবার শিক্ষিকা পড়িয়ে দিলে সবক সহজেই মুখস্থ হয়ে যাবে। ইনশা-আল্লাহ।

● কুরআনে কারীম বিশুদ্ধ উচ্চারণে পড়া এবং 'লাহনে জলী' অর্থাৎ অর্থ বিনষ্টকারী বড় ভুল থেকে বাঁচার জন্য প্রতিটি বর্ণকে বিশুদ্ধভাবে মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করা খুবই জরুরি। তাই মাখরাজ শেখানোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। খুব বেশি চেষ্টা করবেন, সর্বনিম্ন পাঁচ মাসের ভিতরেই যেন সব হরফের মাখরাজ (অক্ষরের উচ্চারণস্থল) রপ্ত হয়ে যায়। দৈনিক সবক চলবে। সেই সঙ্গে হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শেখাবেন।

● দীনিয়াত কোর্সের প্রতিটি সবকের জন্য দিন ও মাস নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, আর যেহেতু মাসে সাধারণত চার পাঁচদিন ছুটি থাকে, সেজন্য মোট পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন বেঁচে থাকে, তার মধ্যে হতে কুড়িদিন সামনে সবক পড়ানোর জন্য এবং চার-পাঁচদিন রিপিট ও পিছনের পড়া শোনার জন্য নির্ধারণ করুন। মাসের শেষে চার-পাঁচদিন পুরো মাসের পড়া রিপিট করাবেন এবং বিগত মাসসমূহের সবকগুলোও তাতে রিপিট করিয়ে দিবেন।

● কিতাবের কলেবর ও বিষয়বস্তু বেড়ে যাবার আশঙ্কায় বিগত বছরের বিষয়াদি সিলেবাসভূক্ত করা হয়নি। তাই বছরের শুরুতে গত বছরের পঠিত বিষয়গুলো পুনরায় পড়াবেন। যাতে পঠিত বিষয়গুলো অন্তরে গেঁথে যায় এবং শিলালিপির ন্যায় পাকা-পোক্ত হয়ে থাকে।

● প্রতিটি সবকের জন্য মাস নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত মাস ঠিক রেখে সবক পুরা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। যে সবকে মাস পুরো হবে, সেখানে তারিখ বসাবেন। স্বাক্ষর ঘরে সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর দেবেন। এবং ছাত্রীদেরকে তাদের অভিভাবকদের থেকে স্বাক্ষর করিয়ে আনতে বলবেন।

● মাসের নির্ধারিত পাঠ্যসূচির কোনো বিষয়বস্তু মাস শেষ হবার পূর্বে শেষ হয়ে গেলে মাসের বাকি সময় নতুন বিষয় পড়াতে ব্যয় করবে। যাতে প্রতি মাসের পাঠ্যসূচি ও বিষয়ে সমতা থাকে।

● দ্বিতীয় পাঁচ মাসের পাঠ্যসূচি পড়ানোর সময় মাঝে-মধ্যে প্রথম পাঁচ মাসে পঠিত বিষয়গুলোর রিপিট করাবেন।

● কিতাবের প্রতিটি আলোচনার শুরুতে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তা শাব্দিক বা পারিভাষিক কোনো সংজ্ঞা নয়।
বরং মর্মভাব। এভাবে সংজ্ঞা দেয়ার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সামনে আলোচনায় সহজ পরিচয়টি চলে আসা।

● কিতাবের শেষে নামাযের তদারকির সুবিধার্থে ছক দেয়া হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক বাড়িতে গিয়ে চিহ্ন দেবে। ছাত্রীদের মাসিক উপস্থিতি-অনুপস্থিতি ও মাসিক ফিসের জন্য একটি ছক দেয়া আছে, মাস শেষ হলে কার্যদিবস, উপস্থিতি, অনুপস্থিতি ও মাসিক ফিসের বিবরণ লিখবেন। মাস শেষে নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং ছাত্রীদের অভিভাবকদের থেকে স্বাক্ষর করিয়ে আনতে বলবেন।

বিঃদ্রঃ ঃ অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে বয়স্ক লোকেরা শুধু 'নাযেরায়ে কুরআন' এ বেশি সময় দিতে চান। অতএব তাদের প্রতি এতটুকু ছাড় দেয়া যেতে পারে যে, কুরআনের অধীনে যে দু'টি শিরোনাম রয়েছে (যেমন-নূরানী কায়দা এবং হিফযে সুরাহ) সেগুলোর পাশাপাশি 'নাযেরায়ে কুরআন'-ও পড়িয়ে দিবেন; তবে খেয়াল রাখতে হবে; যেন 'লাহনে জলি' না হয়।

প্রথম বছরের পাঠ্যতালিকা

কুরআন	নূরানী কায়দা	নূরানী কায়দা সমাপ্ত
	হিফ্যে সূরাহ্	তাআউয্যুয, তাসমিয়া, সূরায়ে ফাতেহা, সূরায়ে ফিল, সূরায়ে কুরাইশ, সূরায়ে মাঊন, সূরায়ে কাউসার, সূরায়ে কাফিরূন। সূরায়ে নাস্‌র, সূরায়ে লাহাব, সূরায়ে ইখলাস, সূরায়ে ফালাক, সূরায়ে নাস।
হাদীস	দু'আ, সুন্নাত	খাওয়ার শুরুর দু'আ, শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে, খাবারের পরের দু'আ। দাওয়াত খাওয়ার দু'আ,। পানি পানের আগে ও পরের দু'আ। পানি পানের সুন্নতসমূহ। দুধ পানের পরের দু'আ। শোয়ার পূর্বের দু'আ, ঘুম থেকে উঠার পরের দু'আ, ঘুমের আগে-পরের সুন্নতসমূহ। বাথরুমে যাওয়ার আগে-পরের দু'আ এবং সুন্নতসমূহ। উযুর শুরুতে-মাঝখানে ও শেষে পড়ার দু'আ। মসজিদে প্রবেশের দু'আ। বের হওয়ার দু'আ এবং সুন্নতসমূহ। কাপড় পরিধানের দু'আ। আযানের দু'আ, শায়তান থেকে বাঁচার দু'আ। বিভিন্ন সময়ে পড়ার মাসনুন দু'আসমূহ।
	হিফযে হাদীস	ঈমানিয়াত, ইবাদাত, লেন-দেন, সামাজিকতা ও আচার-আচরণ সংশ্লিষ্ট ২০-টি হাদীস।
আকাইদ, মাসাইল	আকাইদ	প্রসিদ্ধ পাঁচ কালিমা। ঈমানে মুজমাল। ঈমানে মুফাস্‌সাল। তাওহীদ। ফেরেশতা। আসমানী কিতাবসমূহ। নবী ও রসূল। আখেরাত ও পরকাল। তাকদীর ও ভাগ্য। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া শীর্ষক সবকসমূহ।
	মাসাইল	উযূর ফরয। উযূর সুন্নত তরিকা। উযূ ভাঙ্গার কারণসমূহ। গোসলের ফরযসমূহ। গোসলের সুন্নত তরিকা। গোসলের ফরযসমূহ। নামাযের পদ্ধতি, নামাযের দু'আ-কালাম। নামায আদায়ের সুন্নত তরিকা। পাঁচওয়াক্ত নামাযের বিবরণ। নামাযের শর্তাবলি। নামাযের আরকান। নামাযের ওয়াজিবসমূহ। সেজদায়ে সাহুর বিবরণ। নামায ভঙ্গের কারণসমূহ। নামাযের ওয়াক্ত। বিতিরের নামায। অসুস্থ ব্যক্তির নামায। ঘরে মৃত্যু হওয়ার বিবরণ। গোসল দেয়ার বর্ণনা। কাফনের মাসআলা-মাসাইল। কাযা নামাযের বিবরণ। তারাবী-র নামায। রোযার মাসাইল। যেসব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়। যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না। কাফ্‌ফারা কখন ওয়াজিব হয়? পোশাক-পরিচ্ছদের বিধি-বিধান। ঋতুস্রাবের মাসআলা-মাসাইল। নেফাসের হুকুম-আহকাম। পর্দার বিধি-বিধান।
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাক্কী জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত সবকসমূহ।
	দ্বীন-ধর্ম	ঈমানিয়াত, ইবাদাত, লেন-দেন, সামাজিকতা ও আচার-আচরণ সংশ্লিষ্ট ২৫-টি সবক।
ভাষা	আরবি	একক-দশক সংখ্যাসমূহ, মাস ও সাপ্তাহের দিনসমূহ। শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গসমূহের নাম। এছাড়া পানাহারের বস্তুসমূহ বিভিন্ন ফলের নাম এবং বিভিন্ন আরবি শব্দ।

দ্বিতীয় বছরের পাঠ্যতালিকা

কুরআন	নূরানী কায়দা	ত্রিশ নম্বর, উনত্রিশ নম্বর পারা এবং সূরা বাকারাহ থেকে সূরা নিসা পর্যন্ত।
	হিফ্‌যে সূরাহ্‌	সূরা যিলযাল, সূরা আদিয়াত, সূরা কারিয়াহ, সূরা তাকাসুর, সূরা আসর, সূরা হুমাযা এবং আয়াতুল কুরসী।
হাদীস	দু'আ, সুন্নাত	কুরআন তেলাওয়াতের আদব ও উত্তম পদ্ধতি, বাজারে যাওয়ার দু'আ, যখন কাউকে নতুন কাপড় পরিধান করতে দেখবে তখন এই দু'আ পড়বে, বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ ও সুন্নত, বাড়িতে প্রবেশ করার দু'আ ও সুন্নত, আয়নার দেখার দু'আ, যান বাহনে আরোহন করার দু'আ, সফরের দু'আ, সফরের সুন্নত পদ্ধতি, কাউকে বিদায় করার দু'আ, প্রার্থনা করার উত্তম পদ্ধতি, বিশেষ বিশেষ স্থানে পড়ার বিভিন্ন দু'আ, ইস্তেখারার দু'আ।
	হিফযে হাদীস	ঈমান, ইবাদত, লেন-দেন, সামাজিকতা এবং চরিত্র সম্পর্কী ২০-টি হাদীস।
আকাইদ, মাসাইল	আকাইদ	হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ নবী, সাহাবা, নবীদের অলৌকিক ঘটনা বা মু'জেযাহ, বুযুর্গদের অলৌকিক ঘটনা বা কারামাত, কুফর ও বহুত্ববাদ, অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ, কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ, মৃত্যুর পর হতে কিয়ামতের সময়কার অবস্থান বা বারযাখ, কিয়ামতের দিনে একত্রিত হওয়া, সুপারিশ, জান্নাত এবং জাহান্নাম।
	মাসাইল	নাপাক এর মাসআলা সমূহ, তায়াম্মুমের মাসআলা, মুসাফিরের নামায, যাকাতের মাসআলা, সদকায়ে ফিতরের মাসআলা, কুরবানীর মাসআলা, কুরবানীর পশু সম্পর্কিত মাসআলা, আকীকার মাসআলা, খতনার হুকুম, হজ্বের মাসআলা, বিবাহ সম্পর্কিত মাসআলা, মহরের মাসআলা, পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকের মাসআলা, তালাকের মাসআলা, তালাকের পর ইদ্দত সম্পর্কিত মাসআলা, মাতা-পিতার হক, আত্মীয়দের হক, প্রতিবেশীদের হক, মুসলমানদের হক, মানুষের হক সম্পর্কিত মাসআলা।
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	সীরাত- আমাদের নবী ﷺ এর মাদানী জীবনির উপর সংক্ষিপ্ত সবক এবং নবী (সাঃ) এর চরিত্র।
	দ্বীন-ধর্ম	ঈমান, ইবাদত, লেন-দেন, সামাজিকতা এবং চরিত্র সম্পর্কীয় ২৫-টি তারবিয়তী সবক।
ভাষা	আরবি	সময় সমূহ, বিবিধ বিষয়, প্রকৃতিক বস্তু, আরবি কথোপকথন সাক্ষাৎ ইত্যাদি।

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১-কুরআন	
নাযেরা কুরআন সংজ্ঞা, উৎসাহ মূলক কথা	
নাযেরা কুরআন শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা	
নাযেরা কুরআনের সিলেবাস	
হিফযে সূরা, সংজ্ঞা, উৎসাহ মূলক কথা	
হিফযে সূরা শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা	
সূরা যিলযাল	
সূরা আদিয়াত	
সূর ক্বারিয়াহ	
সূরা তাকাসুর	
আয়াতুল কুরসী	
২- হাদীস	
দু'আ ও সুন্নত সংজ্ঞা, উৎসাহ মূলক কথা	
দু'আ এবং সুন্নত শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা	
তেলাওয়াতের নিয়ম	
যখন বাজারে প্রবেশ করবে তখন এই দু'আ পড়বে	

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ	
বাড়ি থেকে বের হওয়ার সুন্নতসমূহ	
বাড়িতে প্রবেশ করার দু'আ	
বাড়িতে প্রবেশ করার সুন্নতসমূহ	
যখন কাউকে নতুন কাপড় পরতে দেখবে তখন	
আয়না দেখার দু'আ	
গাড়িতে আরোহণ হওয়ার দু'আ	
সফরের সুন্নতসমূহ	
কাউকে বিদায় দেওয়ার দু'আ	
যেকোন জিনিসের অনিষ্ট থেকে বাঁচার দু'আ	
যমযমের পানি পান করার দু'আ	
দু'আ করার আদবসমূহ	
বিশেষ বিশেষ স্থানের দু'আ	
ইস্তেখারার দু'আ	

deeniyat

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হিফযে হাদীস সংজ্ঞা, উৎসাহ মূলক কথা	
হিফযে হাদীস শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা	
হাদীস নং (২১) ঈমান সম্পর্কিত	
হাদীস নং (২২) ইবাদত সম্পর্কিত	
হাদীস নং (২৩) লেন-দেন সম্পর্কিত	
হাদীস নং (২৪) সামাজিকতা সম্পর্কিত	
হাদীস নং (২৫) আচার-আচরণ সম্পর্কিত	
হাদীস নং (২৬) ঈমান সম্পর্কিত	
হাদীস নং (২৭) ইবাদত সম্পর্কিত	
হাদীস নং (২৮) লেন-দেন সম্পর্কিত	
হাদীস নং (২৯) সামাজিকতা সম্পর্কিত	
হাদীস নং (৩০) আচার-আচরণ সম্পর্কিত	
হাদীস নং (৩১) ঈমান সম্পর্কিত	
হাদীস নং (৩২) ইবাদত সম্পর্কিত	
হাদীস নং (৩৩) লেন-দেন সম্পর্কিত	
হাদীস নং (৩৪) সামাজিকতা সম্পর্কিত	

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হাদীস নং (৩৫) আচার-আচরণ সম্পর্কিত	
হাদীস নং (৩৬) ঈমান সম্পর্কিত	
হাদীস নং (৩৭) ইবাদত সম্পর্কিত	
হাদীস নং (৩৮) লেন-দেন সম্পর্কিত	
হাদীস নং (৩৯) সামাজিকতা সম্পর্কিত	
হাদীস নং (৪০) আচার-আচরণ সম্পর্কিত	
৩- আকাইদ ও মাসাইল	
আকাইদ সংজ্ঞা, উৎসাহ মূলক কথা	
আকাইদ শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা	
হযরত মোহাম্মাদ সা. শেষ নবী	
সাহাবা	
মু'জেযাহ	
কারামাত	
কুফর ও শিরক	
কাফেরদের ধর্মীও উৎসবে অংশগ্রহণ	
কিয়ামতের নিদর্শণ	

deeniyat

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
কিয়ামতের বড় নিদর্শণ	
বরযখ	
হাশর	
সুপারিশ	
জান্নাত	
জাহান্নাম	
মাসাইল সংজ্ঞা, উৎসাহ মূলক কথা	
মাসাইল শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা	
নাজাসাতের মাসাইল	
নাজাসাতে গলীযা	
নাজাসাতে খফিফ	
বিভিন্ন মাসাইল	
নাপাক জিনিসকে পাক করার পদ্ধতি	
তায়াম্মুমের মাসআলা	
তায়াম্মুমের পদ্ধতি	
তায়াম্মুমের ফরযসমূহ	

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
কোন জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয?	
তায়াম্মুম করা কখন জায়েয?	
তায়াম্মুম ভঙ্গকারী কারণসমূহ	
মুসাফিরের মাসআলা	
বিভিন্ন মাসআলা	
যাকাতের মাসআলা	
যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ	
কোন কোন মালে যাকাত ফরয?	
যাকাতের নেসাব	
বিভিন্ন মাসআলা	
যাকাত আদায় করা কখন ফরয?	
বিভিন্ন মাসআলা	
কাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয?	
কাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই?	
কাদেরকে যাকাত দেয়া উত্তম?	
সাদক্বায়ে ফিতরের মাসআলা	

deeniyat

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
সাদকায়ে ফিতর কার উপর ওয়াজিব?	
সদক্বায়ে ফিতরের পরিমাণ	
সদক্বায়ে ফিতর কখন আদায় করবে?	
কুরবানীর মাসআলা	
কুরবানীর সময়	
কুরবানী কার উপর ওয়াজিব?	
কুরবানীর পশু	
ত্রুটিযুক্ত পশুর কুরবানী	
কুরবানীর পদ্ধতি	
কুরবানীর গোস্ত	
কুরবানীর চামড়া	
আক্বীকার মাসআলা	
খতনার হুকুম	
হজ্বের মাসআলা	
হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তসমূহ	
হজ্বের ফরযসমূহ	

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হজ্বের ওয়াজিবসমূহ	
হজ্বের নিয়ম বা পদ্ধতি	
কোন কোন জিনিস ইহরামে	
বিবাহের মাসআলা	
বিবাহের সুন্নতসমূহ	
পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে সামঞ্জস্যতা	
মহরের মাসআলা	
অভিভাবকের মাসআলা	
কোন্ পুরুষদেরকে বিবাহর করা হারাম	
তালাকের মাসআলা	
তিন তালাক	
ইদ্দতের মাসআলা	
ইদ্দতের পরিমাণ	
ইদ্দতের স্থান	
ইদ্দতে না-জায়েয কাজসমূহ	

deeniyat

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
মাতা-পিতার হক্বসমূহ	
আত্মীয় স্বজনদের হক্বসমূহ	
প্রতিবেশীদের প্রতি হক্বসমূহ	
মুসলমানদের হক্বসমূহ	
মানুষের হক্বসমূহ	
৪- ইসলামী তারবিয়ত	
সীরত সংজ্ঞা, উৎসাহ মূলক কথা	
সীরত শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা	
মদনী জীবন	
আমাদের নবী মদীনাতে	
মুহাজির এবং আনসারদের পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ	
মদীনার অবস্থা	
মুসলমানদের তিন শত্রু	
বদর এবং উহুদের যুদ্ধ	
খন্দক্ব	

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হুদাইবিয়ার সন্ধি	
মক্কা বিজয়	
বিদায় হজ্ব	
আমাদের নবী এর মৃত্যু	
আমাদের নবী এর সন্তানাদি	
কথা বার্তা	
আচার ব্যবহার	
সমতার ব্যবহার	
লজ্জা ও শরম	
আমাদের নবী এর অহংকার ছিলনা	
বীরত্বতা	
আমাদের নবী সত্যবাদী ছিলেন	
বিশ্বস্ততা	
ওয়াদায় সততা	
খারাপের বিনিময়ে উপকার	
বাচ্চাদেরকে স্নেহ করা	

deeniyat

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অন্তরের নম্রতা	
ক্ষমা ও মার্জনা	
শরীর মোবারক	
৫- সহজ দ্বীন	
সহজ দ্বীন সংজ্ঞা, উৎসাহ মূলক কথা	
সহজ দ্বীন শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা	
আল্লাহর উপর ভরসা	
নেক কাজে অগ্রগামী হওয়া	
ঘুষ গ্রহিতা এবং ঘুষদাতা	
মহিলাদের পোশাক কেমন হবে	
চোগলখোরীর শাস্তি	
আল্লাহই রিযিকদাতা	

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
কুরআন কারীমের তেলাওয়াত করা	
সুদ খাওয়া হারাম	
সর্বদা অন্যের কল্যাণ কামনা কর	
নিজের কাজ নিজেই করা	
ঈমানের তৃপ্তি	
দরুদ শরীফ পড়া	
অন্যের মাল জোর পূর্বক	
নেওয়ার শাস্তি	
মহিলাদের চুল কাটানো	
পবিত্রতা এবং সতীত্ব সংরক্ষণ	
পূর্ণ ঈমানের পরিচিতি	
তাওবা এবং ক্ষমা চাওয়া	
মিথ্যা সাক্ষী না দেয়া	
হাদিয়াকে তুচ্ছ মনে করা	
টিভি দেখার ক্ষতিসমূহ	
নবী এর ভালোবাসা ও আনুগত্য	

বিষয় সূচী

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
মিসওয়াক করার উপকারীতা	
অযথা খরচ না করা	
ঠাট্টা ছলেও কারো কোন জিনিস না নেয়া	
মহিলারা কোন পরপুরুষকে না দেখা	
৫- ভাষা	
ভাষা সংজ্ঞা, উৎসাহ মূলক কথা	
ভাষা শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা	
খানা ও পানাহারের জিনিস	
বিভিন্ন ফল	
সাক্ষাতের সময়	
বিদায়ের সময়	

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

deeniyat

১-কুরআন

[নাযেরায়ে কুরআন]

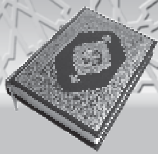

সংজ্ঞা

নাযেরায়ে কুরআন : কুরআন মাজীদ দেখে পড়াকে “নাযেরায়ে কুরআন” বলা হয়।

উৎসাহ মূলক কথা

হাদীস : রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং সে অনুযায়ী আমল করে তার মাতা-পিতাকে ক্বিয়ামতের দিন এমন একটা মুকুট পরানো হবে, যার উজ্জলতা সূর্যের আলোর চাইতেও বেশী উজ্জল হবে। অত:পর ঐ সূর্যটা যদি তোমাদের ঘরে উদিত হয় (তাহলে যতটা উজ্জলতা ছড়াবে ঐ মুকুটের উজ্জলতা তার থেকেও বেশী হবে) তাহলে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা? যে ব্যক্তি নিজেই কুরআনের উপর আমল করে। [আবুদাউদ : ১৪৫৩]

ফায়দা: অর্থাৎ যেখানে মাতা-পিতার জন্য এত বড় পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে, সেখানে কুরআনের উপর আমল কারী ব্যক্তির এর চেয়ে বেশী পুরস্কৃত হবে।

হাদীস : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমের একটি অক্ষর পাঠ করবে তার পরিবর্তে সে একটি নেকী পাবে, আর একটি নেকীর পরিবর্তে তাকে দশটি নেকীর সমান নেকী দেয়া হবে। আমি এটা বলছিনা যে, সমস্ত “আলিফ, লাম, মীম” এক অক্ষর, বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর, মীম একটি অক্ষর (অর্থাৎ তিন অক্ষরে ৩০-টি নেকী পাবে) [তিরমিযী : ২৯১০]

সুতরাং আমাদের অধিক পরিমাণে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা উচিৎ, যাতে করে আমরা অধিক নেকী অর্জন করে পরকালের

deeniyat

১-কুরআন

[নাযেরায়ে কুরআন]

জীবন উজ্জল করতে পারি। এই জন্য যে, সেখানে টাকা পয়সা কোন কাজে আসবে না। বরং এই সমস্ত নেকী এবং সওয়াব গুলোই কাজে আসবে।

শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা

কুরআন মাজীদের কোর্সে দুটি পারা ২৯/৩০ এবং তার সাথে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান দেয়া হয়েছে। ছাত্রীদের সুবিধার্থে তারতীবে সূরা নাস থেকে রাখা হয়েছে। যেহেতু শেষ সূরাগুলো ছাত্রীদের মুখস্থ আছে। এই জন্য নাযেরা পড়া এবং তার সাথে নূরানী কায়দাতে যে কায়দাগুলো পড়ানো হয়েছে, সেগুলো অনুশীলন করাতে সহজ হবে। যদি কোন ছাত্রী এই নেসাবকে পড়ে থাকে এবং সমস্ত কায়দার অনুশীলনও পরিপূর্ণ ভাবে করে, তাহলে তাকে হিফযে সূরা পরিপূর্ণ করানোর পর নাযেরায়ে কুরআনের সবক সামনে পড়াতে পারবে। বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে কায়দা গুলো শব্দে শব্দে মুখস্থ রাখা জরুরি নয়, শুধু নাযেরা পড়ার সময় ঐ কায়দার গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখাই যথেষ্ট।

১-কুরআন

[নাযেরায়ে কুরআন]

সবক নং - ১

সূরা নাস থেকে সূরা ত্বীন পর্যন্ত।

১ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং - ২

সূরা ইনশারাহ থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত।

২ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং - ৩

সূরা ইনশিক্বাক থেকে সূরা নাবা পর্যন্ত পড়াবে।

৩ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং - ৪

সূরা মুরসালাত থেকে সূরা মুদ্দাস্‌সির পর্যন্ত।

৪ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং - ৫

সূরা মুজাম্মিল থেকে সূরা মা'আরিজ পর্যন্ত।

৫ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

deeniyat

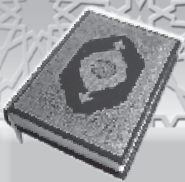

১-কুরআন

[নাযেরায়ে কুরআন]

সবক নং - ৬

সূরা হাক্কা থেকে সূরা মূলক পর্যন্ত।

৬ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকের স্বাক্ষর

সবক নং - ৭

প্রথম পারার শুরু থেকে দ্বিতীয় পারার একচতুর্থাংশ পর্যন্ত।

৭ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং - ৮

দ্বিতীয় পারা থেকে তৃতীয় পারার অর্ধেক পর্যন্ত।

৮ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং - ৯

তৃতীয় পারার অর্ধেক থেকে চতুর্থ পারার একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত।

৯ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং - ১০

চতুর্থ পারার একতৃতীয়াংশ থেকে সূরা নিসার শেষ পর্যন্ত।

১০ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

deeniyat

১-কুরআন

হিফযে সূরা

সংজ্ঞা

হিফযে সূরা : কুরআন শরীফের কোনো সূরা মুখস্থ করাকে “হিফযে সূরা” বলা হয়।

উৎসাহ মূলক কথা

হাদীস : হুযূর ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল, অতঃপর তা মুখস্থ করল এবং তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করল (অর্থাৎ হালাল, হারাম জেনে সেঅনুযায়ী আমল করল) আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এবং তার পরিবারের মধ্য থেকে এরকম ১০-জনের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করা হবে যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। [তিরমিযী : ২৯০৫]

কুরআন আল্লাহ তা‘আলার কিতাব এই কিতাব পড়লে অনেক নেকী পাওয়া যায়। কুরআন মুখস্থ করার বিশাল মর্যাদা রয়েছে, হুযূর ﷺ বলেছেন, কুরআনের হাফেজ যার কুরআন শরীফ ভালোভাবে মুখস্থ আছে এবং যার পড়াও সুন্দর, ক্বিয়ামতের দিন তার হাশর ঐ সমস্ত মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশ্তাদের সঙ্গে হবে যারা কুরআন মাজীদকে লওহে মাহফুজ থেকে নিয়ে এসেছেন। [মুসলিম : ১৯৯৮]

হুযূর ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে কুরআনের কোনো অংশও নেই, তার অন্তর অনাবাদ ঘরের সমতুল্য। [তিরমিযী : ১৯১৩]

যেমন ঘরের সৌন্দর্য বসবাস কারীর দ্বারায় হয়ে থাকে। এমনি ভাবে মানুষের অন্তরের সৌন্দর্যও কুরআন মুখস্থ রাখার দ্বারা থাকে। যার যতটুকু কুরআন মুখস্থ থাকবে তার ঐ পরিমাণ

deeniyat

জান্নাতে মর্যাদা অর্জন হবে। সুতরাং কুরআনে কারীম মুখস্থ করা জরুরি। কমপক্ষে এতটুকু মুখস্থ রাখা আবশ্যক, যতটুকু নামাযের মধ্যে আবশ্যক।

শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা

কুরআনের শিরোনামের অধীনে গতবছর হিফযে সূরার অধ্যায়ে, সূরায়ে ফাতিহা ছাড়া সূরায়ে ফীল থেকে সূরায়ে নাস পর্যন্ত দশটি সূরা দেয়া হয়েছিল। এই বছরের সিলিবাসে সূরায়ে যিলযাল থেকে সূরা হুমাজা পর্যন্ত সূরাগুলো দেয়া হয়েছে। নতুন সিলিবাস আরম্ভ করার পূর্বে বিগত বছরের সূরাগুলো রিপিট করিয়ে দিবেন। যদি কোন ছাত্রী সূরা মুখস্থ করার সিলিবাস তাড়াতাড়ি পূর্ণ করে নেয়, তাহলে তাকে নাযেরায়ে কুরআন অর্থাৎ রিডিং পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিবে। আর যদি উভয় সিলিবাস পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে অন্য সূরাগুলো মুখস্থ করাতে পারেন। প্রত্যেকটি সূরা মুখস্থ করানোর সময় তাজবীদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে করে বড় ধরণের ভুল না হয়, যার কারণে কুরআন মাজীদ পড়া মাকরূহে তাহরীমি বা হারাম, কখনও এতে নামায ভঙ্গও হয়ে যেতে পারে।

deeniyat

১-কুরআন

হিফযে সূরা

সবক নং - ১

সূরা যিলযাল

১ ২ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক নং - ২

সূরা আদিয়াত

৩ ৪ ৫ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক নং - ৩

সূরা ক্বারিয়া

৬ ৭ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক নং - ৪

সূরা তাকাসুর

৮ ৯ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক নং - ৫

আয়াতুল কুরসী

১০ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

২-হাদীস

দু'আ ও সুন্নত

দু'আ ও সুন্নতঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়াকে "দু'আ" এবং আমাদের নবী ﷺ এর তরিকাকে "সুন্নত" বলা হয়।

উৎসাহ মূলক কথা

হাদীসঃ রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে জীবিত করল, সে আমাকে ভালোবাসলো, আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।

[তিরমিযীঃ ২৬৭৮]

আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ আমলই গ্রহণযোগ্য, যে আমল হুযূর ﷺ এর সুন্নত অনুযায়ী হয়। সুতরাং হুযূর ﷺ এর সুন্নত সমূহ জানা এবং তাঁর বর্ণনাকৃত দু'আ, সুন্নত ও আদব শিক্ষা করা এবং তার উপর আমল করা উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর অপরিহার্য।

এই সমস্ত দু'আ ও সুন্নতের উপর আমল করলে পরকালে নেকী ও সফলতা তো অবশ্যই পাওয়া যাবে, সাথে সাথে ইহকালেও সম্মান এবং বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, সুখ এবং শান্তি ভাগ্যে জুটবে।

শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা

এই বিষয়ের অধীনে সমস্ত দু'আ এবং আদব ও সুন্নতসমূহকে সমবেত ভাবে মুখস্থ করাবেন। অধিকাংশ দু'আ পূর্ণ রেওয়াতের সাথে দেয়া হয়েছে, দু'আগুলো মুখস্থ করাবেন, দু'আ গুলোর

২-হাদীস
দু'আ ও সুন্নত

অনুবাদ, ফযীলত এবং সুন্নতসমূহ ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিবেন। যেহেতু দু'আ গুলো পরিপূর্ণ রেওয়াতের সাথে দেয়া হয়েছে, এই জন্য অনুবাদের ক্ষেত্রে ছিগা গুলোর পরিবর্তন করা হয়নি। তবে যখন দু'আ গুলো মুখস্থ করানো হবে এবং অনুবাদ মুখস্থ করানো হবে ঐ সময় অনুবাদের ক্ষেত্রে স্ত্রী লিঙ্গের ছিগা ব্যবহার করবেন। প্রত্যেক মাসে সবকের রিপিটের দিনগুলোতে গত বছরের দু'আ এবং সুন্নতেরও রিপিট করাবেন। এবং তার সাথে সাথে ছাত্রীদের আমলী জীবনে এই সমস্ত দু'আ, সুন্নত এবং আদব সমূহ বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিবেন। মাঝে মধ্যে আমল করার প্রতি উৎসাহ দিতে থাকবেন এবং তার দেখা শুনাও করতে থাকবেন যে, কে কে এই সমস্ত দু'আ, সুন্নত ও আদব গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতেছে এবং নিজের ভাই-বোন, মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনদের শিখাইতেছে।

সবক নং - ১ তেলাওয়াত করার আদবসমূহ

(১) উযু করে কিবলার দিকে মুখ করে বসা।

[আততিবয়ান ফি আদাবে হুমলাতিল কুরআন লিন নববী: ১/৩৭]

(২) কুরআন শরীফকে কোন উঁচু জায়গায় রেহেল অথবা বালিশ ইত্যাদির উপর রাখা

[ফাতহুল কারীম আল মান্নান ফি আদাবে হুমলাতিল কুরআন লিন নববী: ১/৪]

(৩) কুরআন মাজীদ আরম্ভ করার পূর্বে আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া। [সূরা নাহাল: আয়াত-৯৮]

deeniyat

(৪) ধীরে ধীরে মাখরাজ ও তাজবীদের সহিত পড়া।

[সূরা মুজাম্মিলঃ আয়াত ৪]

(৫) যদি কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে কুরআন শরীফ বন্ধ করে প্রয়োজন পুরা করা।

[আততিবয়ান ফি আদাবে হুমলাতিল কুরআন লিন নববীঃ ১/৫৮]

(৬) প্রয়োজন পুরা করে কুরআন শরীফ পাঠ করা আরম্ভ করবে এবং পূনরায় আউযু ও বিসমিল্লাহ পড়বে।

[আততিবয়ান ফি আদাবে হুমলাতিল কুরআন লিন নববীঃ ১/৫৮]

(৭) লোকেরা যদি কাজে মশগুল থাকে, তখন কুরআন শরীফ আস্তে পড়া।

[আততিবয়ান ফি আদাবে হুমলাতিল কুরআন লিন নববীঃ ১/৫৮]

(৮) যদি লোকেরা কুরআন শরীফ শুনতে আগ্রহী হয়, তখন কুরআন শরীফ জোরে পড়া।

[আততিবয়ান ফি আদাবে হুমলাতিল কুরআন লিন নববীঃ ১/৫৮]

(৯) অর্থের দিকে লক্ষ্য করে কুরআন শরীফ পড়া।

[সূরা স্বদঃ আয়াত:২৯]

(১০) কুরআন মাজীদের মর্যাদা অন্তরে রাখা যে, কুরআন মাজীদ মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক উঁচু মানের গ্রন্থ।

[আততিবয়ান ফি আদাবে হুমলাতিল কুরআন লিন নববীঃ ১/৯৭]

টিকা :- কুরআন মাজীদের মধ্যে ১৪-টি আয়াত এমন আছে, যা পড়লে এবং শ্রবন করলে সেজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তাকে "সেজদায়ে তেলাওয়াত" বলা হয়। তার পদ্ধতি হল এই যে, দাঁড়িয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে সেজদায় যাবে। তারপর

"আল্লাহু আকবার" বলে সেজদা থেকে দাঁড়িয়ে যাবে। আর যদি কেউ বসে বসেও সেজদা করে, তাহলেও আদায় হয়ে যাবে।

[শামী: ৫/৪২৯-৪৩৭ বাবু সেজদাতুত তেলাওয়াত]

মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি মাকরূহ সময়ে সেজদার আয়াত পড়ে এবং সেই সময় সেজদা করে নেয়, তাহলে তার সেজদা আদায় হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সেজদা করা উত্তম। যদি মাকরূহ সময় ব্যতীত অন্য সময় সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে তাহলে মাকরূহ সময়ে সেজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করা জায়েয নেই

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং - ২ বাজারে যাওয়ার সময় এই দু'আ পড়বে

হযরত বুরাইদা رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم যখন বাজারে যেতেন তখন এই দু'আ পড়তেন :

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ

مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ

أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً

[মুস্তাদরাক: ১৯৭৭]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে (বাজারে প্রবেশ করছি) হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এই বাজারের মঙ্গল এবং যে জিনিস এই বাজারের মধ্যে আছে তার মঙ্গল কামনা করছি, এবং এই বাজারের অনিষ্ট থেকে এবং যে জিনিস এই বাজারের মধ্যে আছে তার অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কোন মিথ্যা শপথ অথবা কোন প্রকারের লোকসান থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি।

deeniyat

সবক নং- ৩ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দু'আ পড়বে

হযরত আনাস বিন মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি ঘর থেকে বের হবে তখন এই দু'আ পড়বে।

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

[আবু দাউদ : ৫০৯৫]

অর্থ: আমি আল্লাহ তা'আলার নামে বাহির হচ্ছি, আমি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করলাম, পাপ থেকে বাঁচার শক্তি ও নেক কাজ করার শক্তি সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে।

তখন তাকে বলা হয়, তোমার পূর্ণ পথ প্রদর্শক মিলে গেছে, তোমার কাজ করে দেয়া হয়েছে, তোমার সংরক্ষণের ফয়সালা হয়ে গেছে, তখন শয়তান হতাশ ও নিরাশ হয়ে তার থেকে দূর চলে যায়। দ্বিতীয় শয়তান সেই শয়তানকে বলে তুমি সেই ব্যক্তিকে কিভাবে পথভ্রষ্ট করবে, যে সঠিক পথ পেয়ে গেছে, যার কাজ হয়ে গেছে, এবং যার সংরক্ষণ করা হয়ে গেছে।

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং - ৪ ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নতসমূহ

(১) ঘরের লোকদের সালাম করে বের হওয়া। [শু'আবুল ঈমান : ৮৮৪৫]

(২) প্রথমে বাম পা ঘর থেকে বাহিরে রাখা। [বুখারী : ৪২৬]

(৩) ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ পড়া। [তিরমিযী : ৩৪২৬]

১ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক নং - ৫ ঘরে প্রবেশ করার দু'আ

হযরত আবু মালিক আশ'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, যখন মানুষ নিজের ঘরে প্রবেশ করবে তখন এই দু'আ পড়বে। [আবু দাঊদ: ৫০৯৬]

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ

خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিতরে প্রবেশ করা ও বাহিরে বের হওয়ার মঙ্গল কামনা করছি। আমি শুধু আল্লাহ তা'আলার নামেই প্রবেশ করি এবং তাঁরই নামে বের হই এবং আমরা নিজের প্রভূর উপরই ভরসা করি।

অত:পর তার জন্য উচিৎ যে, সে যেন তার নিজের ঘরের লোকদের সালাম করে।

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবে

সবক নং - ৬ ঘরে প্রবেশ করার সুন্নতসমূহ

(১) ঘরে দু'আ পড়তে পড়তে প্রবেশ করা। [আবু দাঊদ: ৫০৯৬]

(২) ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেওয়া, অথবা দরজায় আওয়াজ দিয়ে অবগত করা। [তিরমিযী : ২৭১০]

(৩) প্রথমে ডান পা ঘরে প্রবেশ করা। [বুখারী : ৪২৬]

(৪) ঘরের লোকদের সালাম করা। [আবু দঊদ : ৫০৯৬]

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবে

deeniyat

সবক নং - ৭ যখন কোন ব্যক্তিকে নতুন কাপড় পরতে দেখবে তখন তাকে এই দু'আ দিবে

আবু নাজরা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেছেন, যখন সাহাবা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কেরামগণ নতুন কাপড় পরতেন তখন তাদেরকে এই দু'আ দেওয়া হত।

تُبْلِيْ وَ يُخْلِفُ اللهُ

[আবু দাউদ : ৪০২০]

অর্থ: তুমি পরিধান কর এবং পুরাতন কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আরো দিবেন।

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক নং - ৮ আয়না দেখার দু'আ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

[আ'মালুল ইওয়ামি ওয়াল লাইলাতি: ৬৩]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার আকৃতি সুন্দর করেছ অত:পর তুমি আমার চরিত্রও উত্তম করে দাও।

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবে

deeniyat

সবক নং - ৯ যান বাহনে চড়ার দু'আ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে যেতেন এবং নিজের যান বাহনে আরোহন করতেন তখন তিনবার "اَللّٰهُ أَكْبَرُ" বলতেন এবং তার পর এই দু'আটি পড়তেন।

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ
وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

[মুস্তাদরাকে হাকিম : ৩০০৪]

অর্থ: পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি এই (যানবাহনকে) আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, অর্নথায় আমরা তাকে নিজের আয়েত্ত্বে নিতে সক্ষম নয় এবং অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সবক নং - ১০ সফরের সুন্নাত সমূহ

(১) জুমআ'র দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জুমআ'র নামায আদায় না করে সফরে বের না হওয়া। [মুসান্নিফ ইবনে আবী শাইবাহ: ৫১১৬]

(২) সফর আরম্ভ করার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়া।
[মুসান্নিফ ইবনে আবী শাইবাহ: ৪৮৭৯]

(৩) সফরে কমপক্ষে তিনজন ব্যক্তি হওয়া । [আবু দাউদ: ২৬০৭]

(৪) সফরে একজন সাথীকে আমীর বানানো। [আবু দাঊদ: ২৬০৮]

(৫) সফর কারীর কাছে দু'আর আবেদন করা। [আবু দাউদ: ১৪৯৮]

(৬) যানবাহনের উপর প্রথমে ডান পা রাখা। [বুখারী: ৪২৬]

(৭) যানবাহনের উপর উঠার সময় "اَللّٰهُ أَكْبَرُ" বলা। [আবু দাঊদ: ২৬০২]

(৮) যানবাহনের উপর ভালভাবে বসে তিনবার "اَللّٰهُ أَكْبَرُ" বলা। [মুসলিম : ৩৩৩৯]

(৯) যানবাহনের দু'আ পড়া। "اَللّٰهُ أَكْبَرُ" [মুসলিম : ৩৩৩৯]

(১০) উঁচু স্থানে উঠার সময় "اَللّٰهُ أَكْبَرُ" বলা। [বুখারী : ২৯৯৩]

(১১) উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানে নামার সময় سُبْحَانَ اللهِ বলা। [বুখারী : ২৯৯৩]

(১২) সফর শেষ হলেই বাড়ী ফিরে আসা। [বুখারী : ১৮০৪]

(১৩) মাহরম পুরুষের সাথে সফর করা। [সহীহ ইবনে হাব্বান : ২৭২৯]

(১৪) সফর থেকে আসার সংবাদ বাড়ীর লোকদের দেওয়া। [সুনানে কুবরা : ১৯০৫৪]

(১৫) সফর থেকে আসার সময় প্রথমে মসজিদে ঢুকে দুই রাকাত নামায পড়ে বাড়ী যাওয়া। [আবু দাউদ : ২৭৮২]

(১৬) সফর থেকে ফিরে এসে সালাম, মুসাফাহাহ ও মুআ'নাকা করা। [মু'জামে আওসাত: ৯৭]

৩	তৃতীয় মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং - ১১ কাউকে বিদায় দেওয়ার দু'আ

হযরত সালেম رضي الله عنه বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি সফর করার ইচ্ছা করতেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه তাকে বলতেন যে, তুমি আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে ঐ রকম ভাবে বিদায় করবো যেরকম ভাবে রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم আমাদেরকে বিদায় করতেন, অত:পর এই দু'আ পড়তেন।

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

[তিরমিযী : ৩৪৪৩]

অর্থ : আমি আপনার দ্বীন এবং আপনার আমানত এবং আপনার আমলের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার কাছে সোপর্দ করছি।

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবে

সবক নং- ১২ যে কোন জিনিসের ক্ষতি থেকে বাঁচার দু'আ

হযরত আবান رضي الله عنه বলেন যে, আমি হযরত উসমান رضي الله عنه কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দু'আকে সকাল সন্ধ্যায় তিনবার বলবে তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না।

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

[তিরমিযী : ৩৩৮৮]

অর্থ : (আমি) আল্লাহ তা'আলার নামে (সকাল সন্ধ্যায়) যার পবিত্র নামের বরকতে দুনিয়া ও আকাশের কোন জিনিসই কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

এই হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবান رضي الله عنه এর কুষ্ট রোগ হয়েছিল, একজন ব্যক্তি যে হযরত আবান رضي الله عنه থেকে এই হাদীস শুনেছিল, সে হযরত আবান رضي الله عنه এর দিকে আশ্চর্য হয়ে দেখছিল, যদি এই দু'আর প্রকৃতভাবে ঐ প্রতিক্রিয়া হয়, যাহা হাদীসের মধ্যে এসেছে, তাহলে আবান رضي الله عنه এর কেন কুষ্ট রোগ হয়েছে? হযরত আবান رضي الله عنه বললেন তুমি কি দেখছো? অবশ্যই হাদীসে তো সেটাই আছে যাহা আমি তোমাকে বর্ণনা করেছি, কিন্তু আমার কুষ্ট রোগ এই কারণে হয়েছে যে, আমি ঐ দিন এই দু'আ পাঠ করিনি এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা হওয়ার হয়ে গেছে।

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৩ যমযমের পানি পান করার দু'আ

হযরত ইকরামা رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه যখন যমযমের পানি পান করতেন তখন এই দু'আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

[সুনানে দারে কুতনী : ২৭৩৮]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রুজি এবং প্রত্যেক রোগ থেকে সুস্থতা চাইছি।

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৪ দু'আ চাওয়ার আদবসমূহ

(১) দু'আ করার সময় উভয় হাত উঠানো। [মুস্তাদরাক: ১৯৬৭]

(২) দু'আ করার সময় উভয় হাত বুকের সামনে রাখা। [মুস্তাদরাক: ৭৯০৩]

(৩) দু'আতে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা, অত:পর রসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর দরূদ পাঠানো ও সর্বশেষে নিজের জন্য দু'আ করা। [মু'জামে কাবীর: ৮৭৮০]

(৪) দু'আতে ইহকাল ও পরকালের জন্য মঙ্গল চাওয়া। [তিরমিযী: ৩৫৫৮]

(৫) দু'আ এমন বিশ্বাস নিয়ে করা যে, এ-দু'আ অবশ্যই কবুল হবে। [তিরমিযী: ৩৪৭৯]

(৬) ছোটদের দ্বারায় দু'আ করানো। [আবু দাউদ: ১৪৯৮]

(৭) অন্যের নিকট দু'আর আবেদন করা। [আবু দাউদ: ১৪৯৮]

(৮) যখন দেখবে যে, দু'আ কবুল হচ্ছে তখন এই দু'আ পড়বে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِعِزَّتِهٖ وَجَلَالِهٖ تَتِمُّ الصّٰلِحَاتُ

[মুস্তাদরাক: ১৯৯৯]

(৯) দু'আ চাওয়ার পর আমীন বলা। [আবু দাউদ: ৯৩৮]

(১০) দু'আর পর উভয় হাত মুখের উপর ফিরানো। [মুস্তাদরাক: ১৯৬৭]

(১১) দু'আ যদি কবুল না হয়, তাহলে এই কথা না বলা যে, আমার দু'আ কবুল হয় নি। [আবু দাউদ: ১৪৮৪]

(১২) দুনিয়ার জীবনে দু:খ-কষ্টের কারণে মৃত্যুর কামনায় দু'আ না করা। [বুখারী: ৫৬৭১]

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক নং- ১৫ বিশেষ বিশেষ স্থানে পাঠ করার মাসনুন কালিমা

উঁচু স্থানে উঠার সময় পড়বে।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়। [বুখারী : ২৯৯৩]

নিচে অবতরণের সময় পড়বে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা পবিত্র। [বুখারী : ২৯৯৩]

হাঁচি আসলে বলবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। [বুখারী : ৬২২৪]

হাঁচির জওয়াবে বলবে।

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহম করুক। [বুখারী : ৬২২৪]

কোন কাজের ইচ্ছা প্রকাশ করলে বলবে। [সূরা কাহাফ : ২৪]

إِنْ شَآءَ اللّٰهُ

অর্থ : যদি আল্লাহ তা'আলা চান। [সূরা কাহাফ : ২৪]

কোন জিনিস ভালো লাগলে এই দু'আ বলবে।

مَا شَآءَ اللّٰهُ

অর্থ : যাহা আল্লাহ তা'আলা চাইবেন। [সূরা কাহাফ : ৩৯]

deeniyat

কোন বিষয়ে আশ্চর্য হলে এই দু'আ পড়বে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড়, আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা পবিত্র। [বুখারী : ৬২১৮]

কোন প্রকার কষ্ট পেলে অথবা কোন জিনিস হারিয়ে গেলে পড়বে।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

অর্থ : আমরা সকলে আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যেতে হবে। [সূরা বাকারা : ১৫৬]

যখন রাগ আসবে তখন এই দু'আ পড়বে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ: আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রান চাইছি। [তিরমিযী: ৩৪৫২]

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৬ ইস্তেখারার দু'আ

হযরত জাবের رضی اللہ عنہ থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় ইস্তেখারা শিক্ষা দিতেন। রসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم বলেন, যখন তোমরা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে তখন ইস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাত নফল নামায পড়ার পর এই দু'আটি পড়বে :

deeniyat

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ

وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ

وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ

تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ

فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ

هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ

عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهٖ

[বুখারী : ৬৩২৭]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার অসীম জ্ঞান দ্বারা আমার জন্য যা ভাল তা কামনা করছি, এবং তোমার ক্ষমতার দ্বারা তোমার কাছে ক্ষমতা কামনা করছি, এবং তোমার বড় দয়া ও মেহেরবানী তোমার কাছেই প্রার্থনা করিতেছি; কেননা তুমিই সর্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আর আমি কোন কিছুতে ক্ষমতা রাখিনা, আর তুমি জ্ঞাত আমি অজ্ঞাত, আর তুমি অদৃশ্যের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি তোমার জ্ঞানে আমার জন্য এই কাজ (যা আমি ইচ্ছা করেছি)। আমার দ্বীন, আমার পার্থিব জীবনে এবং পরিণামে আমার জন্য (দুনিয়া ও আখেরাতে)

deeniyat

মঙ্গলময় হয়, তাহলে আমার জন্য তা নির্ধারণ করে দাও, তা আমার জন্য সহজ করে দাও, এবং আমার জন্য তাতে বরকত দান কর। আর যদি তোমার জ্ঞানে আমার জন্য এই কাজ, আমার দ্বীন, আমার পার্থিব জীবনে এবং পরিণামে আমার জন্য (দুনিয়া ও আখেরাতে) অমঙ্গল হয়, তাহলে উহাকে আমার থেকে এবং আমাকে তার থেকে দূরে রাখ। আর আমার জন্য যা মঙ্গল জনক হয়, তা যেখানে হোক না কেন, আমার জন্য নির্ধারণ করে দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট কর।

- এই দু'আর মধ্যে هٰذَا الْأَمْرَ শব্দ দুই স্থানে এসেছে যখন পড়তে পড়তে এখানে আসবে তখন নিজের ঐ কাজের নাম নিবেন। অথবা মনে মনে ঐ বিষয়টি খেয়ালে আনবে, যে বিষয়ে ইস্তেখারা করবে।

- ইস্তেখারার জন্য স্বপ্ন দেখা অপরিহার্য নয়, বরং কোন জিনিসের দিকে অন্তরের ধারণাটা অধিক হওয়াই যথেষ্ট। যখন কোন এক দিকে অন্তরের ইচ্ছাটা পাকাপোক্ত হয়ে যায় তখন তা গ্রহণ করে নেয়া। যদি ইস্তেখারার পরে কোন দিকে অন্তরের প্রবণতা সৃষ্টি না হয় এবং অন্তরে সন্দেহ বাকী থাকে তখন বার বার ইস্তেখারা করা উচিত।

৫	পঞ্চম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

সংজ্ঞা

হিফযে হাদীসঃ হুযূর ﷺ এর থেকে বর্ণিত কথা-বার্তা ও তার কৃতকাজ সমূহকে "হাদীস" বলে। এবং হাদীস মুখস্থ করাকে "হিফযে হাদীস" বলে।

উৎসাহ মূলক কথা

হাদীস : রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপকারের স্বার্থে ৪০-টি হাদীস মুখস্থ করবে। তাকে ক্বিয়ামতের দিন বলা হবে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে চাও প্রবেশ কর। [কানযুল উম্মালঃ ২৯১৮৬]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর কথাগুলো পড়া, মুখস্থ করা এবং তাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। তাতে আল্লাহ তা'আলা খুশী হন এবং দ্বীনের উপর চলার তৌফিক হয়, সুতরাং হাদীসকে মুখস্থ করা উচিৎ, এর দ্বারা জীবনে নূর সৃষ্টি হয়।

শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা

এই বছরের পাঠ্যক্রমে দ্বীনের পাঁচটি শাখার ব্যাপারে ২০-টি হাদীস দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে গত বছরের হাদীসগুলোও পূনরায় দেয়া হয়েছে।

এই হাদীস গুলোকে সমভেতভাবে দ্বীনের পাঁচটি শাখা এবং অনুবাদের সাথে মুখস্থ করাবেন, যেমন-হাদীস নং ২১ ঈমান সম্পর্কিত مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থ : যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

সবক নং - ১ গত বছরের পূনরাবৃত্তি

হাদীস নম্বর ১- ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدِّيْنُ يُسْرٌ

অর্থ : দ্বীন সহজ। [শু'আবুল ঈমান : ৩৮৮১]

হাদীস নম্বর ২- ইবাদত সম্পর্কিত

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ

অর্থ : নামায জান্নাতের চাবি। [তিরমিযী : ৪]

হাদীস নম্বর ৩- লেন-দেন সম্পর্কিত

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : যে প্রতারণা করবে সে আমাদের (মুসলমানের) মধ্য থেকে নয়। [তিরমিযী : ১৩১৫]

হাদীস নম্বর ৪- সামাজিকতা সম্পর্কিত

اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

অর্থ : কথা বলার পূর্বে সালাম কর। [তিরমিযী : ২৬৯৯]

হাদীস নম্বর ৫- আচার-আচরণ সম্পর্কিত

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ

অর্থ : সর্বদা সত্য কথা বল। [মুসলিম : ৬৮০৫]

হাদীস নম্বর ৬- ঈমান সম্পর্কিত

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ : প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। [বুখারী : ১]

deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

হাদীস নম্বর ৭- ইবাদত সম্পর্কিত

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

অর্থ : পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। [মুসলিম: ৫৫৬]

হাদীস নম্বর ৮- লেন-দেন সম্পর্কিত

مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : যে অন্যের জিনিস ছিনিয়ে নিবে, সে আমাদের (মুসলমানের) মধ্য থেকে নয়। [ইবনে মাজা : ৩৯৩৭]

হাদীস নম্বর ৯- সামাজিকতা সম্পর্কিত

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

অর্থ : জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে। [কানযুল উম্মাল : ৪৫৪৩৯]

হাদীস নম্বর ১০- আচার-আচরণ সম্পর্কিত

اِجْتَنِبُوا الْغَضَبَ

অর্থ : রাগ থেকে বেঁচে থাক। [কানযুল উম্মাল : ৭৭১১]

হাদীস নম্বর ১১- ঈমান সম্পর্কিত

اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ [তিরমিযী : ১৯৮৭]

অর্থ : তুমি যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ কে ভয় কর।

হাদীস নম্বর ১২- ইবাদত সম্পর্কিত

صُوْمُوْا تَصِحُّوْا

অর্থ : রোযা রাখ সুস্থ থাকবে। [মু'জামু আওসাত : ৮৩১২]

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

হাদীস নম্বর ১৩- লেন-দেন সম্পর্কিত

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

অর্থ : সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ীরা নবী ﷺ সত্যবাদী ও শহীদদের সঙ্গে হবেন। [তিরমিযী : ১২০৯]

হাদীস নম্বর ১৪- সামাজিকতা সম্পর্কিত

رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ

অর্থ: পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হন।

[তিরমিযী : ১৮৯৯]

হাদীস নম্বর ১৫- চরিত্রের ব্যাপারে

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

[মুসলিম : ৩০৩]

অর্থ : চুগোলখোর (দুমুখো ব্যক্তি) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

হাদীস নম্বর ১৬- ঈমান সম্পর্কিত

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى أَحَدٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

[মুসলিম : ৩৯৩]

অর্থ : আল্লাহ শব্দ উচ্চারণকারী থাকা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

হাদীস নম্বর ১৭- উপাসনার ব্যাপারে

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

অর্থ : অর্থ: তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্ব উত্তম, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। [বুখারী : ৫০২৭]

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

হাদীস নম্বর ১৮- লেন-দেন সম্পর্কিত

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

অর্থ: রসূলুল্লাহ ﷺ সুদদাতা ও সুদ গৃহীতা উভয়ের উপর অভিশাপ করেছেন। [আবু দাউদ: ৩৫৮০]

হাদীস নম্বর ১৯- সামাজিকতা সম্পর্কিত

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَّلَا بَخِيْلٌ وَّلَا مَنَّانٌ

অর্থ: প্রতারণাকারী, খোঁটা দানকারী ও কৃপণ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [তিরমিযী : ১৯৬৩]

হাদীস নম্বর ২০- আচার-আচরণ সম্পর্কিত

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

অর্থ: ঈমানদারদের মধ্যে পূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সবচাইতে উত্তম। [তিরমিযী : ১১৬২]

সবক নং -২ হাদীস নম্বর ২১- ঈমান সম্পর্কিত

مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ : যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বুখারী : ৭২৮০]

হাদীস নম্বর ২২- ইবাদত সম্পর্কিত

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ [তিরমিযী : ২৬৭০]

অর্থ : ভালো কাজের দিকে আহ্বান কারী ভালো কাজ কারীর মত।

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

হাদীস নম্বর ২৩- লেন-দেন সম্পর্কিত

اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

[তিরমিযী : ১২৬৫]

অর্থ : যে জিনিস ব্যবহারের জন্য নেওয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

হাদীস নম্বর ২৪- সামাজিকতা সম্পর্কিত

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[বুখারী : ২৪৪২]

অর্থ : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ (ত্রুটি) গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাও তার দোষ (ত্রুটি) গোপন করবেন।

সবক নং - ৩ হাদীস নম্বর ২৫- আচার-আচরণ সম্পর্কিত

لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের উপর রহম করে না। [বুখারী : ৭৩৭৬]

হাদীস নম্বর ২৬- ঈমান সম্পর্কিত

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ

অর্থ : লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। [বুখারী : ৯]

হাদীস নম্বর ২৭- ইবাদত সম্পর্কিত

أَنْفِقْ يَا ابْنَ ادَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

অর্থ : হে আদমের সন্তান তোমরা (মানুষের উপর) খরচ কর, আমি (আল্লাহ) তোমাদের উপর খরচ করব। [বুখারী : ৫৩৫২]

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

হাদীস নম্বর ২৮- লেন-দেন সম্পর্কিত

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ

[মুসনাদে আহমাদ : ১৪৪৪১]

অর্থ : ঐ (ব্যক্তির) শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে (ব্যক্তির) শরীরের গোস্ত হারামের দ্বারা তৈরী হয়েছে।

সবক নং - ৪

হাদীস নম্বর ২৯- সামাজিকতা সম্পর্কিত

بِرُّوْا اٰبَاءَكُمْ تَبُرُّكُمْ اَبْنَاءُكُمْ

[মুস্তাদরাক : ৭২৫৯]

অর্থ : তোমরা তোমাদের মাতা-পিতার সঙ্গে উত্তম আচরণ কর, তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে।

হাদীস নম্বর ৩০- আচার-আচরণ সম্পর্কিত

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

অর্থ : সম্পর্ক বিচ্ছেদকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [বুখারী : ৫৯৮৪]

হাদীস নম্বর ৩১- ঈমান সম্পর্কিত

أَجِلُّوْا اللهَ يَغْفِرْ لَكُمْ

[মুসনাদে আহমাদ : ২১৭৩৪]

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব অন্তরে রাখ, তিনি তোমাকে মাফ করে দিবেন।

deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

হাদীস নম্বর ৩২- ইবাদত সম্পর্কিত

حَصِّنُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

অর্থ : তোমরা নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করে সম্পদকে রক্ষা কর। [শুআ'বুল ঈমান : ৩৫৫৭]

সবক নং - ৫

হাদীস নম্বর ৩৩- লেন-দেন সম্পর্কিত

مَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا

[মুসলিম : ২২৬]

অর্থ : যে ব্যক্তি অপরের মাল নিজের বলে দাবী করবে, সে আমাদের (মুসলমানদের) মধ্য থেকে নয়।

হাদীস নম্বর ৩৪- সামাজিকতা সম্পর্কিত

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَأْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ

অর্থ : ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়। [মুসলিম : ১৮১]

হাদীস নম্বর ৩৫- আচার-আচরণ সম্পর্কিত

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থ : প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাতের থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। [বুখারী : ৯]

deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

হাদীস নম্বর ৩৬- ঈমান সম্পর্কিত

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

অর্থ : দ্বীনই হচ্ছে কল্যাণ। [মুসলিম: ২০৫]

সবক নং - ৬

হাদীস নম্বর ৩৭- ইবাদত সম্পর্কিত

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

অর্থ : দু'আ ইবাদতের মগজ। [তিরমিযী : ৩৩৭১]

হাদীস নম্বর ৩৮- লেন-দেন সম্পর্কিত

أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ

অর্থ: নিজের খাবার পবিত্র করে খাও, তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে। [তবরানী আওসাত : ৬৪৯৫]

হাদীস নম্বর ৩৯- সামাজিকতা সম্পর্কিত

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

অর্থ : একই গর্ত থেকে মু'মিনকে দুই বার দংশন করা যায় না। (অর্থাৎ মু'মিন বার বার ধোকা খায় না) [বুখারী: ৬১৩৩]

হাদীস নম্বর ৪০- আচার-আচরণ সম্পর্কিত

اَلصُّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ

অর্থ : সকালের ঘুম রুজিকে বন্ধ করে দেয়। [মুসনাদে আহমাদ : ৫৩০]

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সংজ্ঞা

আকাইদ : মানুষ দ্বীনের যেসব বিষয় গুলোকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে সে গুলোকে "আকাইদ" বলে।

উৎসাহ মূলক কথা

হাদীস : হযরত উমর رضي الله عنه বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এক ব্যক্তি এসে নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করল যে, আমাকে বলুন ঈমান কাকে বলে? নবী ﷺ বললেন ঈমান হচ্ছে, তুমি আল্লাহ তা'আলাকে, তাঁর ফেরেশ্‌তা সমূহকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে, তাঁর রসূলগণকে, ক্বিয়ামতের দিনকে এবং ভাগ্যের ভাল মন্দকে সত্য বলে বিশ্বাস কর। [মুসলিম : ১০২]

ইসলামে আক্বীদার অনেক গুরুত্ব রয়েছে, বরং দ্বীনের ভিত্তি আক্বীদার উপর স্থাপন করা হয়েছে; এ কারণেই যখনই কোন সম্প্রদায়ের আক্বীদা নষ্ট হয়েছে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের আক্বীদা সংশোধনের জন্য নবী ও রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। সমস্ত নবীগণই নিজ সম্প্রদায়ের আক্বীদা সংশোধন করার জন্য এবং সঠিক আক্বীদার উপর দৃঢ়ভাবে থাকার জন্য আহ্বান করেছেন। কুরআন-হাদীসের মধ্যেও এই আক্বীদার বিষয়ে বিস্তারিত এবং বিশেষ গরুত্বসহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং তার সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান রাখা, আসমানী গ্রন্থসমূহ এবং রসূলগণ সত্য হওয়ার উপর বিশ্বাস রাখা। নবী-কে শেষ নবী এবং কুরআনকে আসমানী শেষ কিতাব হওয়ার উপর

বিশ্বাস রাখা, ফেরেস্তা ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখা ইত্যাদি। এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলগণের উপর এবং তিনি যে কিতাব তাঁর রসূল গণের উপর অবতীর্ণ করেছেন তার উপর এবং প্রত্যেক ঐ কিতাবের উপর, যা তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তার উপর বিশ্বাস রাখা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে, তাঁর ফেরেস্তাগণকে, তাঁর কিতাব সমূহকে, তার রসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে, সে তড়িৎ পথভ্রষ্ট হয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়ে গেল।

[সূরায়ে নিসা:১৩৬]

আক্বীদা এমন একটি মৌলিক বিষয় যার মধ্যে ক্ষুদ্র পরিমাণও কম বেশীর সুযোগ নেই, আক্বীদা নিয়ে সামান্য টলমল করাও বড় ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। আক্বীদার সঙ্গে কর্মের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আক্বীদা সংশোধন করা ব্যতীত বড় বড় আমলও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ- যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাঁর সাথে কুফরী এবং অন্য কাউকে শরীক করে, অথবা নবী ﷺ কে শেষ নবী ও রসূল বলে মেনে না নেই, এবং নবী ﷺ এরপর অন্য কোন নবী আসার প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহলে ঐ ব্যক্তি যতই ভালো কাজ করুক না কেন, আল্লাহ তা'আলা তা গ্রহণ করবেন না এবং কোন নেকীও পাবে না।

এজন্য আমাদেরকে আক্বীদার উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখা, এবং অন্তর দিয়ে স্বীকার করা আবশ্যক; যাতে করে আমাদের ঈমান ঠিক থাকে। আমাদের আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়, এবং আমরা তার উত্তম প্রতিদান পেতে পারি।

৩-আকাইদ, মাসাইল
[আকাইদ]

৮

শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা

গত বছরের মত এ বছরও কিছু প্রয়োজনীয় আক্বীদা দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- হযরত মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী, সাহাবায়ে কেরাম, মু'জেযাহ (অলৌকিক ঘটনা), কারামাত, কুফর, শিরক, কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ, ক্বিয়ামতের নিদর্শণ সমূহ, বড় বড় নিদর্শণ, বারযাখ (মধ্যজগৎ), হাশর, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম এই সমস্ত আক্বীদাগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে মুখস্থ করিয়ে দিবেন এবং এ-কথার উপরও গুরুত্ব দিবেন যে, একজন মুমিনের জন্য এ বিষয়গুলোর উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য্য।

সবক নং - ১ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবী, হুযূর ﷺ এরপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেনা, হুযুর ﷺ নিজেই বলেছেন أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي অর্থ : আমিই শেষ নবী, আমার পর কোন নবী আসবেনা। [আবু দাউদ: ৪২৫২]

অত:পর যে ব্যক্তি হুযুর ﷺ এরপর নিজেই নবী হওয়ার দাবী করবে সে মিথ্যাবাদী ও কাফের এবং যে তাকে নবী বলে বিশ্বাস করবে সেও কাফের। হুযুর ﷺ এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অনেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে তারা সকলেই মিথ্যাবাদী ছিল। হযরত ঈসা ﷺ ক্বিয়ামতের পূর্ব মুহুর্তে আসমান থেকে অবতরণ করবেন, কিন্তু তিনি হুযুর ﷺ এর শরীয়তের উপর আমল করবেন এবং তিনি নবুওয়াতের উপর বিদ্যমান থেকে হুযুর ﷺ এর শিক্ষা অনুযায়ী উম্মাতকে সংশোধন করবেন।

[বুখারী: ৭১২১, তাফসীর ইবনে কাসির: ৩/৫২৭, শারহুল আক্বাইদ আন নাসাফিয়াহ: ১৩৭, ১৩৮]

deeniyat

হুযুর (অৎনর) এরপর কোন নবী আসার প্রয়োজন নেই, এজন্য যে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (অৎনর) এর মাধ্যমে দ্বীনকে সর্ব দিক থেকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের মধ্যে বলেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনীত করে দিলাম। [সূরা মায়িদাঃ আয়াত-৩]

প্রশ্নাবলী

(১) খতমে নবুওয়াতের ব্যাপারে হুযুর ﷺ কি বলেছেন?
(২) হুযুর ﷺ এর পর নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তি কেমন?
(৩) হযরত ঈসা (আঃ) কার শরীয়ত অনুযায়ী আমল করবেন?
(৪) হুযুর ﷺ এর পর কি কোন নবী আসার প্রয়োজন আছে?

১ চতুর্থ মাসে পড়াবে

সবক- ২ সাহাবায়ে কেরামগণ

"সাহাবা" "সাহাবী" এর বহুবচন, যে ব্যক্তি রসূল ﷺ এর সাথে ঈমান অবস্থায় সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁকে সাহাবী বলে। [উমদাতুল কারীঃ ২৪/২২৯]

অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। তাদের মর্যাদা পরস্পর দিক দিয়ে কম বেশী আছে; কিন্তু সমস্ত মানুষের মধ্যে নবীদের পরেই সাহাবাদের স্থান। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম পূর্ণ ঈমানদার, মুত্তাকী, পুণ্যবান এবং উঁচু স্তরের ওলী ছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে সর্বোত্তম

deeniyat

চারজন সাহাবী ছিলেন; প্রথমত হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه অত:পর হযরত ওমর رضي الله عنه , অত:পর হযরত উসমান رضي الله عنه , অত:পর হযরত আলী (অৎনর), আমাদের নবী (অৎনর) এর শরীয়তের জ্ঞান আমরা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে অর্জন করেছি, যদি সাহাবায়ে কেরাম জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম না হতেন, তাহলে আমারা কুরআনে কারীম ও রসূল صلى الله عليه وسلم এর হাদীসের এল্‌ম পেতাম না। আল্লাহ তা'আলা সাহাবাদের উপর সন্তুষ্টি ও খুশির ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর খুশি হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহ তা'আলার উপর খুশি হয়েছেন। [সূরা বায়্যিনাহ: আয়াত ৮]

কোন সাহাবীকেই মন্দ বলা বৈধ নয়; কারণ যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে সমালোচনা এবং তাঁদের শানে ঔদ্ধত্য করবে সে বড় পাপী এবং ফাসেক।

[মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক: ২০৭১০, শারহুল আক্বাইদ আন নাসাফিয়াহ : ১৬১-১৬৩]

প্রশ্নাবলী

(১) সাহাবী কাকে বলে?

(২) কুরআন-হাদীসের জ্ঞান আমাদের পর্যন্ত কাদের মাধ্যমে এসেছে?

(৩) যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে সমালোচনা করে সে কেমন?

৩	তৃতীয় মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক নং- ৩ মু'জেযাহ

আল্লাহ তা'আলা নিজ নবী ও রসূল ﷺ দ্বারা কখনও কখনও অভ্যাসের পরিপন্থী এমন কিছু কাজ প্রকাশ করান, যেটি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাহারো দ্বারা করা সম্ভব নয়, অন্যান্য লোক তা করতে অক্ষম। এমন কাজকে "মু'জেযাহ" বলে।

[শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়াহ: ১৩৪]

নবী ও রসূলদের দ্বারা অভ্যাসের পরিপন্থী এমন কাজ করানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষদেরকে এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার পাঠানো নবী ও রসূল। এবং তাঁর বিশেষ বান্দা, রসূলদের মু'জেযাহ সত্য, তার উপর ঈমান আনা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা অনেক রসূলদেরকে তাদের নবুওয়াতকে দৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের মু'জেযাহ দান করেছেন। যেমন- হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মু'জেযাহ লাঠিকে সাপে পরিণত করা। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মু'জেযাহ, আল্লাহ তা'আলার হুকুমে মৃত্যু ব্যক্তিকে জীবিত করা। হযরত দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام এর মু'জেযাহ, হাতের মধ্যে লোহা নরম হয়ে যাওয়া। হুযুর ﷺ কেও অনেক মু'জেযাহ দান করা হয়েছে, যার মধ্য থেকে দুটি মু'জেযাহ বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ।

(১) মি'রাজঃ আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হুযুর ﷺ রাত্রে জাগ্রত অবস্থায় হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর সঙ্গে মক্কা মু'আয্‌যামা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছেন, এরপর ওখান থেকে সাত আসমানের উপর গিয়েছেন এবং যে পর্যন্ত যাওয়ার আদেশ ছিল, সে পর্যন্তই গিয়েছেন। ঐ রাত্রিতেই জান্নাত এবং জাহান্নাম ভ্রমণ

deeniyat

করেন, অত:পর নিজের জায়গায় ফিরে আসেন, তাকে “মি’রাজ” বলা হয়। [শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবীয়া লি ইবনে আবিল ইয্যা: ১/২২৩, মুসলিম: ৪২৯]

(২) চন্দ্র বিদীর্ণ: এক রাত্রিতে মক্কার কাফেরগণ হুযুর ﷺ কে বললেন যে, আপনি আমাদেরকে কোন মু’জেযাহ দেখান, তখন হুযুর ﷺ আঙ্গুল দিয়ে চাঁদের দিকে ইঙ্গিত করলেন, যার ফলে চাঁদ দুই টুকরা হয়ে গেল, উপস্থিত সকলে দুই টুকরা হওয়া দেখে নিল, পরক্ষণে সেই দুই টুকরা পরস্পর মিলে গেল এবং চাঁদ যেমন ছিল তেমনই হয়ে গেল তাকে “চন্দ্র বিদীর্ণ” এর মু’জেযাহ বলা হয়। [বুখারী: ৩৮৬৮]

প্রশ্নাবলী

(১) মু’জেযাহ কাকে বলে?

(২) নবীদের অভ্যাসের পরিপন্থী কাজ প্রকাশ করানোর উদ্দেশ্য কি ছিল?

(৩) হুযুর ﷺ এর দুটি প্রসিদ্ধ মু’জেযাহ বর্ণনা কর।

২	দ্বীতিয় মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক নং- ৪ কারামত

আল্লাহ তা’আলা নিজের নেককার বান্দাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার লক্ষে কখনও কখনও তাদের দ্বারা এমন কাজ প্রকাশ করাতেন, যা সাধারণত অভ্যাসের বিপরীত ও কঠিন, যেগুলো সাধারণ মানুষের দ্বারা করা সম্ভব নয়। যেমন - পানির উপর চলা, হাওয়াতে উড়া ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজকে “কারামত” বলা হয়। [শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবীয়া লি সালিহ বিন আব্দুল আযীয: ১/৬৭০]

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

কারামতের ব্যাপারে কিছু প্রয়োজনীয় আক্বীদা :

(১) নেককার বান্দা এবং আল্লাহর ওলীদের থেকে কারামত প্রকাশ হওয়া সত্য। [শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবীয়া লি আব্দুল্লাহঃ ৯২/১]

(২) ওলী থেকে কারামত প্রকাশ হওয়া আল্লাহর আহকামের পূর্ণ আনুগত্য এবং হুযুর ﷺ এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণের বরকতে হয়ে থাকে। [শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবীয়া লি সালিহ বিন আব্দুল আযীযঃ ১/৬৭৩]

(৩) ওলী আল্লাহ তা'আলার যতই প্রিয় হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞান থাকবে, তাকে শরীয়তের অনুসারী হতে হবে, নামায, রোযা এবং কোন প্রকার এবাদত তার জন্য মাফ হয় না। এবং তার কোন গুণাহের কথা, যা শরীয়ত পরিপন্থী, সঠিক বলে বিবেচিত হবে না। [শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবীয়া লি আব্দুল্লাহ : ৪৯/১০]

(৪) এমন ব্যক্তি যারা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করে, যেমন- নামায পড়ে না, দাড়ি কাটে বা ছাঁটে ইত্যাদি। এমন ব্যক্তি সে কখনও ওলী হতে পারে না, যদিও তার থেকে অনেক কারামতের কাজ প্রকাশ পায়, চাই সে হাওয়ায় উড়ে, পানির উপর চলে এবং অনেক আশ্চার্য ধরনের কাজ করে। স্বভাব ও অভ্যাসের বিপরীত এমন কাজগুলো হয়ত সে যাদু অথবা শয়তানী কর্ম। [শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবীয়া লি সালিহ বিন আব্দুল আযীযঃ ১/৬৭৩]

সমস্ত মুসলমানদের আক্বীদা এটাই যে, আল্লাহ তা'আলার ওলীর থেকে কারামত প্রকাশ হওয়া সত্য, আমরা সকলে সেই কারামতকে বিশ্বাস করি।

প্রশ্নাবলী

(১) কারামত কাকে বলে?

(২) আল্লাহর ওলী থেকে কারামত কিভাবে প্রকাশ হয়?

(৩) যে ব্যক্তি শরীয়তের অনুসারী নয়, সে কি ওলী হতে পারে?

৩	তৃতীয় মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

٨

সবক নং- ৫ কুফর ও শিরিক

কুফর : "কুফর" এর অর্থ অমান্য করা। ইসলামে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য, তার মধ্য থেকে কোন একটিকে অস্বীকার করাকে "কুফর" বলা হয়। [শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবীয়া লি আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান : ৩৮/১৬]

যেমন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সত্তাকে অস্বীকার করে, অথবা তার বিশেষ গুণের মধ্য থেকে কোন একটি গুণকে অস্বীকার করে, অথবা ফেরেশ্‌তাগণকে অস্বীকার করে, অথবা পূর্বেকার নবীদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের ব্যাপারে এই আক্বীদা রাখে যে, সেগুলো আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থ ছিলনা, অথবা কুরআন মাজীদের কোন বিষয়কে অস্বীকার করে, অথবা কোন নবীকে অস্বীকার করে, অথবা নবী রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলে, এবং তাদের ব্যাপারে খারাপ ধারনা রাখে, অথবা তাকদীরকে অস্বীকার করে, অথবা আখেরাতের দিন অর্থাৎ ক্বিয়ামত এবং হাশর-নাশরকে অস্বীকার করে। উদাহরণ স্বরূপ এই কথা বলে যে, মৃত্যুর পর পূন:রায় জীবিত করা হবে না, অথবা আল্লাহ তা'আলা আসমান এবং যমীন ধ্বংস করার শক্তি রাখেন না। অথবা হিসাব হবে না, অথবা জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা শুধুমাত্র মানুষদেরকে খুশী এবং ভয় দেখানোর জন্য করা হয়েছে। আসলে কিছুই নয়। অথবা কুরআনে কারীমের নির্ধারিত আহকামের মধ্য থেকে কোন একটি হুকুমকে অস্বীকার করে। উদাহরণ স্বরূপ নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদিকে অস্বীকার করে, অথবা রসূল ﷺ এর বর্ণনাকৃত কোন কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে এই সকল অবস্থায় সে কাফের হয়ে যাবে।

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

শির্‌ক : “শির্‌ক” শব্দের অর্থ অংশিদার করা, শরীক করা। আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণের সাথে অন্য কাউকে শরীক করার নাম “শির্‌ক”

আল্লাহ তা’আলার সত্ত্বায় শির্‌ক :

আল্লাহ তা’আলার সত্ত্বায় শরীক করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা’আলা ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু বলে মানা। যেমন- খৃষ্টানরা আল্লাহ তা’আলাকে প্রভু মানার সঙ্গে সঙ্গে হযরত ঈসা عليه السلام কে আল্লাহ তা’আলার ছেলে এবং হযরত মারয়ম عليها السلام কে আল্লাহ তা’আলার স্ত্রী মনে করে। তারা তিন খোদা মানার কারণে মুশরিক হয়ে গেল। অগ্নি পুজকরা দুই খোদা মানে; একজনকে ভালো সৃষ্টিকারী তথা মঙ্গলদাতা প্রভু মনে করে। দ্বিতীয় জনকে খারাপ সৃষ্টিকারী; তথা অমঙ্গলদাতা প্রভু মনে করে। যার কারণে তারা মুশরিক হয়ে গেল। এবং মূর্তি পুজকরা চাঁদ, সূর্য, আগুন, পানি, গাছ, পাথর ইত্যাদি, এ জাতীয় অনেক জিনিসকে খোদা স্বীকার করে মুশরিক হয়ে গেল।

আল্লাহ তা’আলার গুণাবলীতে শির্‌ক :

আল্লাহ তা’আলার গুণাবলীতে শির্‌ক করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে গুণাবলীগুলো আল্লাহ তা’আলার সাথে নির্দিষ্ট সেগুলোকে অন্য কাহারো জন্য মানা। যেমন- আল্লাহ তা’আলা ব্যতীত অন্য কাউকে রিযিকদাতা ও সন্তান দানকারী মনে করা। কোন নবী ও ওলীর ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা’আলার মত তাদের নিকট অদৃশ্যের সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। আল্লাহ তা’আলার মত অন্য কাউকে

deeniyat

উপাসনার উপযুক্ত মনে করা এবং তার জন্য উপাসনার কিছু কাজ করা। যেমন কোন কবরের উপর অথবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে সেজদা করা। কোন নবী ও ওলীর নামে রোযা রাখা এবং তাদের নামে পশু কুরবানী করা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

গুণাহের মধ্যে কুফর ও শির্‌ক সবচেয়ে বড় গুণাহ। কুফর ও শির্‌ক তাওবা ব্যতীত কখনও মাফ হয় না। কুফর ও শির্‌ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ কারী ব্যক্তি সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা শিরিকের ব্যাপারে বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা শিরিকের গুণাহ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য গুণাহ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। [সূরা নিসা, আয়াত-১১৬]

এবং কুফরের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা কুফরী করল এবং আমার নিদর্শণ সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তারাই জাহান্নামী হবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

deeniyat

প্রশ্নাবলী

(১) কুফর কাকে বলে?

(২) ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করা কেমন?

(৩) শির্‌ক কাকে বলে?

(৪) গুণাবলীতে শিরক করার উদ্দেশ্য কি?

(৫) কুফর ও শির্‌ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ কারী সর্বদা কোথায় থাকবে?

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

٨

সবক নং- ৬ কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবে অংশ গ্রহণ

কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবগুলো মুশরিকানা আক্বীদায় পরিপূর্ণ থাকে। যেমন- গনেশ, চতুর্থী, দশহারা, মূর্তিপুজা, হোলী, দেওয়ালী, খ্রীষ্টমাস ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করা হারাম। কাফেরদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের কিছু পদ্ধতি :

(১) ঐ দিন গুলোতে উৎসব উদযাপন করা।

(২) মেলা উদযাপন করতে তাদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করা।

(৩) ধর্মীয় উৎসবে তাদের সাহায্য করা।

(৪) ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপঢৌকন ও চাঁদা ইত্যাদি দেয়া।

(৫) ধর্মীয় উৎসবের আনন্দে জিনিস-পত্র ক্রয় করা এবং বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা।

(৬) কাফেরদের ধর্মীয় সমাবেশে অংশ গ্রহণ করা।

যদি কোন মুসলমান এই সমস্ত কাজ গুলোর মধ্য থেকে কোন একটিকে ভালো মনে করে করিয়া থাকে তাহলে তার ঈমান চলে যাবে। আর যদি গুণাহ মনে করার পরও কাজ গুলো করে থাকে তাহলে সে মারাত্মক গুণাহগার হবে।

আমরা মুসলমানগণ কাফেরদের ধর্মীয় উৎসব পালন করবো না। এবং তাতে অংশ গ্রহণও করবো না। [সুনানে কুবরা বাইহাকী: ১৯৩৩৩, আল বাহরুর রায়েক : ৫/১৩৩, আল ইরশাদ ইলা সহীহিল এ'তেকাদ : ১/২৯০]

প্রশ্নাবলী

(১) কাফেরদের ধর্মীয় উৎসব কিভাবে হয়?

(২) কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবে অংশ গ্রহণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।

(৩) এই সমস্ত উৎসবে অংশ গ্রহণ করার হুকুম কি?

৫ চতুর্থ মাসে পড়াবে

deeniyat

সবক নং- ৭ ক্বিয়ামতের নিদর্শণ

ক্বিয়ামত কবে হবে? এর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানেনা। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা হুযুর ﷺ কে ওহীর মাধ্যমে ক্বিয়ামতের বড় বড় নিদর্শণ সম্পর্কে বলে দিয়েছেন, যে গুলো ক্বিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে প্রকাশ পাবে।

[ইশরাতুস সা'আতু লি আব্দুল্লাহ বিন সুলাইমান: ১/৪৩-৪৫]

ক্বিয়ামতের নিদর্শণ। দুই ধরণের:-

(১) (علامات صغرى) ক্বিয়ামতের ছোট নিদর্শণ (২) (علامات كبرى) ক্বিয়ামতের বড় নিদর্শণ [শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবীয়া লি সালিহ বিন আব্দুল আযীয: ১/৬৯১, ইশরাতুস সা'আতু লি আব্দুল্লাহ বিন সুলাইমান: ১/৪৮]

(১) ক্বিয়ামতের ছোট নিদর্শণ

হুযুর ﷺ এর জন্মের পর থেকে হযরত মাহদী এর আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত নিদর্শণ ও লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাবে তাকে "আলামাতে সুগরা" বলে। [ইশরাতুস সা'আতু লি আব্দুল্লাহ বিন সুলাইমান: ১/৪৯, আল ঈমানু হাক্বীকাতুন, খাওয়ারিমাহ, নাওয়াক্বিযুহু ইন্দা আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআ'তি: ১/৮৩]

ছোট নিদর্শণ গুলো:-

- ইল্ম উঠে যাবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে।
- ব্যভিচারিনী, মদ্যপান, হত্যা, অরাজকতা ব্যাপক হয়ে যাবে।
- মহিলা বেশী হওয়া এবং পুরুষ কম হওয়া।
- ভূমিকম্প হওয়া।
- মানুষেরা উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা তৈরী করা।
- আমলে অলসতা এবং অন্তরে মালের লালসা বেড়ে যাবে।

deeniyat

- গান বাজনার যন্ত্র ও গান বজনাকারী নারী বৃদ্ধি পাবে।
- মায়ের নাফরমানী করা এবং স্ত্রীর অনুকরণ করা।
- বন্ধুদের সাথে সদ্বব্যবহার করবে কিন্তু পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করবে।
- খারাপ চরিত্র, লোভী এবং অযোগ্য লোকদের বড় বড় পদ মর্যাদা
- মিলবে এবং ভয়ের কারণে এই সমস্ত লোকদের সম্মান করা হবে।
- এই উম্মতের শেষ যামানার লোকেরা তাদের পূর্বের লোকদের
- লানাত করবে।
- যাকাতকে জরিমানা মনে করবে।
- মসজিদে দুনিয়ার কথা আলোচনা করা হবে।

[বুখারী: ৫২৩১, বুখারী: ৭১২১, তিরমিযী: ২২১০]

- সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী মনে করা হবে।
- লজ্জা শরম এবং অন্তর থেকে আমানত ও সাধুতা উঠে যাবে।
- অত্যাচার এবং ঘুষ বেড়ে যাবে।
- দুনিয়া উপার্জনের জন্য দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবে।
- কাফেরগণ মুসলমানদের উপর চারিদিক থেকে আক্রমণ করবে।
- হিংস্রপশু মানুষের সঙ্গে কথা বলবে।
- সময়ের মধ্যে কোন বরকত হবে না, এমনকি বছর অতিবাহিত হবে মাসের মত, মাস সপ্তাহের মত এবং সপ্তাহ দিনের মত এবং দিন ঘন্টার মত অতিবাহিত হয়ে যাবে।

[ইবনে মাজাহ: ৪০৩৬, শুআবুল ঈমান: ৫২৭৬, আসসুনান আল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান: ৪২৮, তিরমিযী: ২২১১, আবু দাউদ: ৪২৯৭, মুসনাদে আহমাদ: ১১৭৯২, তিরমিযী: ২৩৩২]

উল্লেখিত নিদর্শণ ছাড়াও অনেক নিদর্শণ রয়েছে। যে গুলো পরস্পর প্রকাশ হবে। যেমন তাসবীহের দাগা ছিঁড়ে একের পর এক দানা পড়ে যায়। এই সমস্ত নিদর্শণ গুলো প্রকাশ হওয়া সত্য।

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

প্রশ্নাবলী

(১) ক্বিয়ামত কবে হবে?

(২) ক্বিয়ামতের নিদর্শণ কত প্রকারের হবে?

(৩) ক্বিয়ামতে সুগরা কাকে বলে?

(৪) কিছু আলামতে সুগরা বর্ণনা করুন?

৫	তৃতীয় মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক নং - ৮   (২) বড় বড় নিদর্শণ

হযরত মাহদী عَلَيْهِ السَّلَامُ আত্ম প্রকাশের পর থেকে সিঙ্গায় ফুক মারা পর্যন্ত যে নিদর্শণ গুলো প্রকাশ হবে তাকে "আলামতে কুবরা" বলে।

আলামতে কুবরা ১০-টি

(১) হযরত মাহদী عَلَيْهِ السَّلَامُ এর প্রকাশ হওয়া।

(২) দাজ্জালের প্রকাশ হওয়া।

(৩) হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَامُ আসমান থেকে অবতরণ করা।

(৪) ইয়াজুয মাজুয এর প্রকাশ হওয়া।

(৫) মাটিতে ধসে যাওয়ার তিনটি ঘটনা ঘটবে, একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে ও একটি আরব উপদ্বীপে।

(৬) ধোঁয়া প্রকাশ হওয়া।

(৭) সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া।

(৮) দাব্বাতুল আর্‌য নামক একটি আশ্চার্য ধরণের পশু মাটি থেকে বের হওয়া।

(৯) ইয়ামান হতে আগুন বের হওয়া।

(১০) এক ধরণের মনোরম হাওয়া চলবে, যার দ্বারা সমস্ত

deeniyat

মুমিনদের রূহ কব্জ হয়ে যাবে। এই সমস্ত নিদর্শণ প্রকাশ পাওয়ার পর হঠাৎ ক্বিয়ামত এসে যাবে।

[মুসলিম: ৭৪৬৮, ইশরাতুস সা'আহ লি আব্দুল্লাহ বিন সুলাইমান: ১/৯১, আল ঈমানু হাক্বীক্বাতুন, খাওয়ারেমা, নাওয়াকিযা ইনদা আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতি: ১/৮৩-৮৪]

প্রশ্নাবলী

(১) আলামতে কুবরা কাকে বলে?

(২) আলামতে কুবরা কয়টি ও কি কি?

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবে

সবক নং- ৯ আ'লামে বরযাখ বা মধ্যজগত

আল্লাহ তা'আলা ইহকাল ও পরকালের মাঝে আরো একটি জগত সৃষ্টি করেছেন, যাহা মৃত্যুর পর থেকে ক্বিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত থাকবে, ঐ জগতকে "আ'লামে বরযাখ" বলা হয় এবং উহাকে "আ'লামে কবর"ও বলা হয়, কবর বলতে এই জগতকে বলা হয়েছে। [শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবী লি সালেহ বিন আব্দুল আযীয: ১/৫২৩]

মানুষ যখন মারা যায়, তাকে যদি দাফন করা হয় তাহলে দাফন করার পর, অন্যথায় যে অবস্থায় হোক না কেন, তার নিকট ভয়ংকর আকৃতির দুইজন ফেরেশ্‌তা আসে, যাদের গায়ের রং কালো এবং চোখ নীল বর্ণের। তাদের মধ্য থেকে একজনকে "মুন্‌কার" অপর জনকে "নাকীর" বলা হয়। [তিরমিযী: ১০৭১]

"মুন্‌কার এবং নাকীর" মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন তোমার প্রভূ কে? তোমার দ্বীন কি? হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন যে, এই ব্যক্তি কে? যদি মৃত ব্যক্তি ঈমানদার হয় তাহলে

deeniyat

সঠিক উত্তর দিবে। "আমার প্রভূ আল্লাহ তা'আলা। আমার দ্বীন ইসলাম। এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার রসূল"। সঠিক উত্তর দেওয়ার পর প্রথমেই তার সামনে দোযখের দৃশ্যটি উপস্থিত করা হবে। যে তোমার স্থান জাহান্নামে ছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উহা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। তারপর তাকে জান্নাত দেখানো হবে, তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছানো হবে। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। খুব সুন্দর চেহারা এবং উত্তম পোশাক ও উত্তম সুগন্ধীতে তার নেক আমল তার কাছে উপস্থিত করা হবে। এরপর সে আনন্দের সঙ্গে বলবে, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামত কায়েম করুন, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামত কায়েম করুন, যাতে তাড়াতাড়ি আমি নিজের পরিবার বর্গের ও সম্পদের (বেহেশ্তের হুর ও তার নে'আমতের) নিকট পৌঁছতে পারি।

আর মৃত ব্যক্তি যদি কাফের হয়, তাহলে মুন্কার নাকীরের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে চিৎকার করবে আর বলবে আমি কিছুই জানি না। এই হতাশার পর তাকে প্রথমে জান্নাতের দৃশ্য দেখানো হবে, এবং তাকে বলা হবে তুমি যদি ঈমান আনতে এবং নেক কাজ করতে, তাহলে তোমার স্থান এখানেই হত। তারপর আল্লাহর আযাব শুরু হয়ে যাবে, তার নিচে আগুন বিছিয়ে দেওয়া হবে, তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়া হবে। ফেরেশ্তাগণ লোহার হাতুড়ি দ্বারা তাকে এমন ভাবে প্রহার করবে যে, জ্বিন এবং মানুষ ছাড়া সকলেই তার আওয়াজ শুনতে পাবে। তার কবরটি এমনভাবে

সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেওয়া হবে যে, তার এক পাঁজরের হাড়গুলো অন্যটির মধ্যে ঢুকে যাবে। তারপর কুৎসিত, খারাপ কাপড় ও দুর্গন্ধময় কাপড় দিয়ে তার আমলসমূহ উপস্থিত করা হবে। তখন সে বলবে হে আল্লাহ! ক্বিয়ামত কায়েম করিও না।

[মুসনাদে আহমদ : ১৮৫৩৪, ১৪৭২২, ১২২৭১]

মধ্যজগতে নেক ও ঈমানদার বান্দদের উপর আল্লাহ তা'আলা করুণা ও পুরস্কার দান করবেন, এবং কাফের ও নাফরমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ তা'আলার এই শাস্তি ও পুরস্কার মৃত ব্যক্তির শরীর ও আত্মার সাথে সম্পর্ক। যদিও মৃত ব্যক্তির শরীর মাটি হয়ে যায় অথবা আগুনে পুড়ে যায় অথবা পানিতে ডুবে যায় অথবা হিংস্রপশু, পাখি এবং মাছ ইত্যাদি খেয়ে হজমও করে নেয়। (তার পরও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন) [শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবীয়া লি ইবনে আবিলআয : ১/৩৯৬]

মৃত ব্যক্তির শরীর ও আত্মার উপর শাস্তি ও পুরস্কৃত করার সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে। (অর্থাৎ শরীর ও আত্মার আকৃতি কেমন হবে তার জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে)। আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক, তারপরও তার উপর আমাদের ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য ও কর্তব্য।

মৃত ব্যক্তিকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকাল ও সন্ধা তার ঠিকানা (জান্নাত অথবা জাহান্নাম) দেখানো হবে। জান্নাতীকে জান্নাত দেখিয়ে সুসংবাদ দেওয়া হবে, জাহান্নামীকে জাহান্নাম দেখিয়ে তার ভয়কে আরো বৃদ্ধি করা হবে।

আমাদের সকল মুসলমানদের বিশ্বাস যে, বারযাখ অর্থাৎ মধ্য

deeniyat

জগত সত্য। প্রত্যেক ঈমানদারকে এর উপর ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। [বুখারী: ১৩৭৯]

প্রশ্নাবলী

(১) বারযাখ কোন জগতকে বলে?

(২) মৃত ব্যক্তির নিকট যে ফেরেশ্‌তা আসবেন তাদের গুণাবলী এবং নাম বলুন?

(৩) মৃত ব্যক্তির নিকট ফেরেশ্‌তারা কি প্রশ্ন করবেন?

(৪) ঈমানদারদের সাথে ফেরেশ্‌গণ কিরূপ আচরণ করবেন?

(৫) কাফেরদের সঙ্গে ফেরেশ্‌তারা কিরূপ আচরণ করবেন?

(৬) কবরে আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার ও শাস্তির সম্পর্ক মৃত ব্যক্তির শরীরের সাথে , না কি আত্মার সাথে?

৬	ষষ্ঠ মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক নং - ১০ হাশর

হাশর শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া। ক্বিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার পর, যখন সমস্ত জীবিত প্রাণী মারা যাবে। তখন একটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, যার ফলে সমস্ত মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যাবে এবং নিজের কবর থেকে উঠে একটি মরুভূমিতে একত্রিত হবে তাকে "হাশর" বলা হয়।

হাশরের ময়দান হবে সাদা, নরম ও মরুভূমির মত জায়গা হবে। সেই জায়গায় কোন উচুঁ-নিচু টিলা থাকবে না, কোন বিল্ডিংও থাকবে না যে, মানুষ তার পিছনে লুকিয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা

deeniyat

সমস্ত সৃষ্টিকুলকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন। হাশরের ময়দানে কিছু মানুষ পায়ে হেঁটে উপস্থিত হবে, আর কিছু মানুষ যানবাহনে। এবং কাফেরগণ মুখের উপর ভর করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। [মুসলিম: ৭২৩৩, তিরমিযী: ৩১৪২]

সেই দিন হবে অনেক ভয়ংকর দিন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। মানুষ নিজের ভাই-বোন, মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়দের কাছ থেকেও মুখ লুকিয়ে বেড়াবে। দুনিয়াতে যাদের জন্য জান-প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, হাশরের ময়দানে তাদের দেখে দূরে পালাবার চেষ্টা করবে। বরং কিছু মানুষ তো এই দিনের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিজের প্রাণের স্ত্রী -কন্যা- পুত্র-কেও বিসর্জন করতে দিধাবোধ করবে না। যেমন, মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, সে দিন অপরাধীরা তাদের সন্তান সন্ততিকে আযাবের বদলে মুক্তিপন হিসাবে প্রদান করতে চাইবে, তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে দিতে চাইবে এবং নিজের ঐ পরিবারকে দিতে চাইবে, যে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং জমিনের এবং পৃথিবীর সকল কিছুকেই (মুক্তিপন হিসাবে) দিয়ে নিজেকে নিজে বাচিয়ে নিতে চাইবে। কিন্তু এরকম কখনই হবে না; কারণ জাহান্নামতো লেলিহান অগ্নি শিখা। যাহা শরীরের চামড়া, গোশ্‌ত খসাইয়া লইবে। [সূরা মা'আরিজ: আয়াত- ১১-১৬]

ঐ দিন সূর্যকে যমিনের অনেক নিকটে আনা হবে। তার উপ্তপ্ততার কারণে মগজ টকবগ করে ফুটবে। জিহ্বা তালুতে লেগে যাবে। কাফের মুশরিক এবং অমান্য কারীরা নিজের ঘামে ডুবে যাবে। যার পাপ যত বেশী হবে, সে সেই অনুপাতে ঘামে ডুবে যাবে। সে দিন এপরিমাণ ঘাম বের হবে যে, ঘামের দ্বারায় সত্তর গজ মাটি নিচের

দিকে ভিজে যাবে। যখন জমিনে ঘাম চুষে নেওয়ার শক্তি থাকবে না, তখন ঘাম উপরে উঠতে থাকবে। এরপর কোন লোকের পায়ের টাকনু পর্যন্ত, কোন লোকের পায়ের হাটু পর্যন্ত, কোন লোকের কমর পর্যন্ত, এবং কোন ব্যক্তি পুরো ঘামে ডুবে যাবে। মানুষ অধিক ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ মহা সঙ্কটময় হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা নেককার বান্দাদেরকে নিজের আরশের ছায়ার নিচে স্থান দিবেন এবং তাদের জন্য খানা-পানাহারেরও ব্যবস্থা করবেন। [বুখারী: ৬৫৩২, মুসলিম: ৭৩৮৫, বুখারী: ৬৬০]

ক্বিয়ামতের একদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। হিসাবের অপেক্ষায় যখন যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। এবং লোকদের কষ্ট বেড়ে যেতে থাকবে, তখন পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ভয়ে আতংকিত হয়ে সকলে মিলে এক একজন নবীর কাছে উপস্থিত হবে। এবং হিসাব নিকাস তাড়াতাড়ি শুরু করার আবেদন করবে। সমস্ত নবীগণ সুপারিশ না করার অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। সর্বশেষ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট সুপারিশ করার জন্য উপস্থিত হবে। অত:পর নবী ﷺ সুপারিশ করবেন। হুযুর ﷺ এর সুপারিশ করার পর আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর আসবেন, এরপর হিসাব - কিতাব শুরু হয়ে যাবে এবং আমল নামা ওজন করা হবে। [বুখারী: ৭৪৪০]

প্রশ্নাবলী

(১) হাশর কাকে বলে?
(২) হাশরের ময়দানে কাফেররা কিভাবে পৌঁছবে?
(৩) অবাধ্য লোকেরা নিজের ঘামে কতটুকু ডুবে যাবে?
(৪) ক্বিয়ামতের একদিন কত বছরের সমতুল্য হবে?

৭	সপ্তম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক নং- ১১ শাফা-আ'ত

শাফা-আ'ত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে নেককার ব্যক্তিরা পাপীদের জন্য সুপারিশ করবেন, এই কথাটি সত্য। আল্লাহ তা'আলা নবীগণ, ওলীগণ, আলেমগণ ও শহীদদেরকে পাপীদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবেন না।

[শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবীয়া লি সালিহ বিন আব্দুল আযীযঃ ১/২০৫-২০৬]

হুযূর ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু মানুষ বড় একদল লোকের জন্য সুপারিশ করবে। কিছু লোক একটি সম্প্রদায়ের জন্য সুপারিশ করবে। কিছু লোক চল্লিশ জন লোকের জন্য সুপারিশ করবে এবং কিছু লোক একজনের জন্য সুপারিশ করবে। [তিরমিযীঃ ২৪৪০]

মুসলমানদের ছোট-ছোট সন্তান যারা অপ্রাপ্ত অবস্থায় মারা যায়, সেই সন্তানরাও পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে। কুরআন মাজীদ এবং নেক আমলও কিছু লোকের জন্য সুপারিশ করবে। কুফর ও শিরক পাপ ছাড়া সকল পাপের সুপারিশ হবে। সর্ব প্রথম হুযুর ﷺ হাশরের ময়দানে সুপারিশ করবেন। তারপর অন্য কেউ সুপারিশ করার সুযোগ পাবে। হুযুর ﷺ নিজের উম্মতের জন্য বার বার সুপারিশ করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা মাফ করতে থাকবেন, এমনকি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে মাফ করে দিবেন, যিনি অন্তর থেকে কালিমায়ে তাইয়িবাহ বলেছে এবং এর উপরেই তার মৃত্যু হয়েছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। [তিরমিযীঃ ২৪৪১]

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল ৮

[আকাইদ]

প্রশ্নাবলী

(১) শাফা-আ'ত শব্দের অর্থ বল?

(২) ক্বিয়ামতের দিন নেককার লোকেরা কি পাপীদের জন্য সুপারিশ করবে?

(৩) আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেউ কি সুপারিশ করতে পারবে?

(৪) অপ্রাপ্ত শিশুরা কি মাতা-পিতার জন্য সুপারিশ করবে?

(৫) কুরআন মাজীদ ও নেক আমল কি সুপারিশ করতে পারবে?

৮	অষ্টম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক নং- ১২ জান্নাত

জান্নাত অত্যন্ত আরামের স্থান। জান্নাত ঈমানদারদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। সেখানে সব ধরণের নিয়ামত থাকবে। যে নিয়ামত কখনও শেষ হবে না। সোনা, চাঁদীর ইট দিয়ে তৈরী বড় বড় অট্টালিকা থাকবে। সেখানে দুধ, মধু, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পানি ও উত্তম প্রকারের পবিত্র মদের নদী থাকবে। সব প্রকারের ফল ফুল থাকবে, বাজার থাকবে যেখানে জান্নাতীরা একে অপরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করবে। তাদের অন্তরে শত্রুতা-দুশমনী ও হিংসার মত খারাপ অভ্যাস থাকবে না। তারা জান্নাতের ভিতরে ভাই ভাই হয়ে থাকবে। তারা জান্নাতে পানাহার করবে; কিন্তু সেখানে মল মূত্রের কোন প্রয়োজন হবে না। তাদের একটি সুগন্ধিময় ঢেকুর এবং মেশ্কের মত সুগন্ধি ঘাম শরীর থেকে নির্গত হবে, যার দ্বারা পাকস্থলী খালি এবং হালকা হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি একবার জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে কখনও জান্নাত থেকে বের করা হবে না। সে সর্বদা জান্নাতেই থাকবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ

deeniyat

তা'আলা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে এমন উদ্যান সমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে গুলোর নিচ দিয়ে নদীমালা বহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এমন পবিত্র বাসস্থান যাহা সর্বদাই ফুল বাগানের মধ্যে অবস্থিত। এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত (যাহা জান্নাত বাসীদের ভাগ্যে জুটবে) এটাই অতি বড় সফলতা। [সূরা তাওবাহ : আয়াত-৭২]

জান্নাতে এমন এমন নিয়ামত থাকবে যাহা কোন চোখে দেখেনি, কোন কানও সে ব্যাপারে শুনেনি, না কোন মানুষের অন্তরে সে ব্যাপারে ধারণা হয়েছে। এই সব নে'মত ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার ফযলে জান্নাত বাসীদেরকে এমন দুটি নে'মত দেয়া হবে, যাহা পৃথিবীর কোন মানুষ আজ পর্যন্ত অর্জন করতে পারিনি। একটি 'নেমত তো ইহা যে, সেখানে জান্নাতীদের প্রত্যেক আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করা হবে। আর দ্বিতীয় সবচাইতে বড় নিয়ামত ইহা যে, জান্নাতীরা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে।

[বুখারী: ৩২৪৪, সূরা যুখরুফ: ৭১, সূরা ইউনুস: ২৬]

আল্লাহর রহমত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের আমলের ভরসায় জান্নাতে যাইতে পারবে না। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে নিজ রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তার আমল অনুপাতে জান্নাতে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন, যার মধ্যে সবচাইতে উঁচু মর্যাদার জান্নাত হলো জান্নাতুল ফিরদাউস।

আমাদের সকল মুসলমানদের বিশ্বাস যে, জান্নাত এখনও বিদ্যমান এবং সর্বদা থাকবে, তার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বর্ণনাকৃত সমস্ত কথা সত্য। [শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবীয়া লি ইবনে আবিল ইজ: ১/৪২০, বুখারী : ২৭৯০]

deeniyat

প্রশ্নাবলী

(১) জান্নাতের কিছু গুণাবলী বর্ণনা করুন?

(২) জান্নাত বাসীরা এমন দুটি নে'মত অর্জন করবে যা পৃথিবীর কোন মানুষ অর্জন করতে পারবে না তা কী রকম?

(৩) কোন মুসলমান নিজ আমলের কারণে জান্নাতে যেতে পারবে কি?

(৪) জান্নাতের ব্যাপারে মুসলমানদের কি আক্বীদা?

৯	নবম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

সবক নং- ১৩ জাহান্নাম

জাহান্নাম ভীষণ কষ্টদায়ক স্থান, যা কাফের এবং মুশরিকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। সেখানে সব ধরণের আযাব রয়েছে, সেখানে আগুনের বাসস্থান এবং বিছানা থাকবে। আগুনের হাতকড়া এবং শিকল থাকবে। বড় বড় সাপ এবং বিচ্ছু থাকবে, যা জাহান্নামীদের সর্বদা দংশন করতে থাকবে। জাহান্নামীদের খাদ্য হবে জাক্কুম ফল (জাহান্নামের একটি কাঁটাদার গাছ)। পান করার জন্য দেয়া হবে পুঁজ ও উত্তপ্ত গরম পানি, যা নাড়ি-ভুড়িকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। জাহান্নামে উত্তপ্ত আগুন থাকবে, সেই আগুনে তারা জলতে থাকবে। আগুনের শিখা বড় বড় অট্টালিকার মত উঁচু হবে। যখনই জাহান্নামীদের চামড়া পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তখনই ঐ স্থানে দ্বিতীয়বার নতুন চামড়া পরিবর্তন করে দেয়া হবে। সর্বদা আল্লাহ তা'আলার শাস্তি জাহান্নামীদের জন্য কঠিন থেকে কঠিন হতে থাকবে। জাহান্নামের সামান্যতম শাস্তি সারাজীবনের আরাম আয়েশকে ভুলিয়ে দিবে। তার শাস্তি হালকাও করা হবে না, এবং তাকে অবসরও দেয়া হবে না। জাহান্নামী আল্লাহ তা'আলার নিকট মৃত্যু চাইবে, কিন্তু তার মৃত্যুও হবে না। সর্বদা সে জাহান্নামে থাকবে। কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে

deeniyat

সকল লোকেরা কুফরের রাস্তা অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, এবং তারা মৃত্যু বরণও করবে না এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হাল্কাও করা হবে না। প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ কাফেরদের আমি (আল্লাহ তা'আলা) এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। [সূরা ফাতির: আয়াত-৩৬]

জাহান্নামের মধ্যে সবচাইতে নিম্ন মানের শাস্তি হল ইহা যে, জাহান্নামীদেরকে আগুনের জুতা, অথবা আগুনের দুটি ফিতা পরানো হবে; যার কারণে তার মগজ টকবগ করে ফুটবে, এবং মনে করবে যে, সবচাইতে বেশী শাস্তি তাকেই দেয়া হচ্ছে। যে জাহান্নামীর অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমানও থাকবে, সে তার গুণাহ অনুপাতে শাস্তি ভোগ করে অথবা হুযুর ﷺ এর সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। [বুখারী: ৬৫২৬, ৭৫১০]

জাহান্নামের মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের স্তর রয়েছে, তাতে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি রয়েছে। অপরাধীদেরকে নিজ নিজ পাপ অনুপাতে জাহান্নামে দেয়া হবে। যে জাহান্নামে যাবে, সে শুধু আল্লাহ তা'আলার ন্যায় বিচারের কারণেই যাবে, কাহারো উপর অনু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

আমাদের মুসলমানদের বিশ্বাস জাহান্নাম এখন বিদ্যমান আছে, এবং সদা সর্বদা থাকবে। এ মর্মে কুরআন ও হাদীসে জাহান্নামের ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা সবই সত্য।

[উমদাতুল ক্বারী: ২৭/১৩৫, শারহুল আক্বীদাতুত তাহাবিয়া লি ইবনে আবিল ইজ: ১/৪২০]

প্রশ্নাবলী

(১) জাহান্নামের কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন।

(২) জাহান্নামে সবচাইতে নিম্নমানের শাস্তি কি হবে?

(৩) জাহান্নামের ব্যাপারে আমাদের মুসলমানদের আক্বীদা কি?

১০ দশম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

৩-আকাইদ, মাসাইল
[মাসাইল]

সংজ্ঞা

মাসাইলঃ দ্বীনের ঐ সমস্ত বিষয় যার মধ্যমে আমলের পদ্ধতি, তথা শুদ্ধ- অশুদ্ধের আলোচনা হয়, তাকে“মাসাইল” বলে।

নামাযঃ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহ তা’আলার সামনে একনিষ্টভাবে দাঁড়ানো ও নিজের বন্দিগী প্রকাশ করাকে “নামায” বলে।

উৎসাহ মূলক কথা

হাদীস : হযরত আবুযর رضي الله عنه বলেন যে, রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم আমাকে বলেছেন, হে আবুযর! যদি এলমের একটি অধ্যায় শিখে নাও, চাই ঐ সময় তার উপর আমল হোক বা না হোক, (যেমন পানি বিদ্যমান থাকাবস্থায় তায়াম্মুমের মাসআলা শিখা) তা হাজার রাকাআত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। [ইবনে মাজাহঃ ২১৯]

রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, আল্লাহ তা’আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি ভালোভাবে ঊযূ করবে এবং সময় মত নামায পড়বে, রুকুও ভালোভাবে করবে এবং খুশু-খুযুর সাথে পড়বে তাহলে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলার দায়িত্বে থাকবে (আল্লাহ তা’আলার দায়িত্ব হচ্ছে) তিনি তাকে মাফ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি এরকম ভাবে নামায পড়বে না, সে আল্লাহ তা’আলার দায়িত্বে থাকবে না। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন, ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। [আবু দাঊদ : ৪২৫]

এলেম আল্লাহ তা’আলার বড় নিয়ামত। এই এলেম দ্বারায় মানুষের জীবন যাপন করার সঠিক রাস্তা জানা যায় এবং জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে ভালো-মন্দের পার্থক্য করা যায়। এই এলেম দ্বারা মানুষ হালাল ও হারাম চিন্তে পারে। এ জন্য প্রত্যেক

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

মুসলমানদের উপর এলমে দ্বীন অর্জন করা অপরিহার্য। দ্বীনের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। ইসলামে নামাযের স্থান ও মর্যাদা ঐ রকম, যেমনটি শরীরে মাথার মর্যাদা ও গুরুত্ব। নামাযের মধ্যে আল্লাহ তা’আলা দুনিয়া এবং আখেরাতের সফলতার অঙ্গিকার করেছেন। নামায পড়ার দ্বারা আল্লাহ তা’আলা সুন্দর জীবন ও রুযিতে বরকত দান করেন। নামায আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم এর চোখের শীতলতা। নামায জান্নাতের চাবি। ক্বিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম নামাযের হিসাব হবে, যার নামায সঠিক হবে তার অন্য আমলগুলোও সঠিক হবে, আর যার নামায সঠিক হবে না, তার অন্য আমলগুলোও সঠিক হবে না; সুতরাং নামায সঠিক পদ্ধতিতে শিখা, জানা এবং সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করাা এবং তার প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর কর্তব্য।

শিক্ষিকাদের প্রতি নির্দেশনা

- মাসাইলের সবকসমূহ পড়ানোর পূর্বে খুব ভালোভাবে অধ্যায়ন করে বুঝে নিবেন, তাছাড়া ঐ মাসআলা গুলোর অধিক ব্যাখ্যার জন্য ফিক্বহের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ দেখে নিবেন, তাহলে বেশী উপকৃত হবেন এবং ছাত্রীদেরকে মাসআলা বুঝানোর ক্ষেত্রেও সহজ হবে।
- সমস্ত মাসাইল শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন। সবকের প্রশ্নগুলোর উত্তরসমূহও মুখস্থ করিয়ে দিবেন। সিলেবাসের দেয়া প্রশ্নগুলোকেই যথেষ্ট মনে করবেন না; বরং বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করে সমস্ত মাসআলাগুলো শিক্ষার্থীদের ব্রেনে বসানোর চেষ্টা করবেন।
- মাসাইলের বিষয়গুলো পুরো বছর পড়াতে হবে। মাসাইল পড়ানোর সময় খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবেন। শব্দ শব্দ মুখস্থ করার প্রতি বাধ্য করবেন না।

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল
[মাসাইল]

সবক নং- ১ নাজাসাতের মাসাইল

"নাজাসাত" অপবিত্র ও নোংরাকে বলা হয়।

নাজাসাত দুই প্রকার।

(১) নাজাসাতে গলীযা (২) নাজাসাতে খফীফা।

নাজাসাতে গলীযা

(১) মানুষের দেহ থেকে বাহির হওয়া ঐ সমস্ত জিনিস যার দ্বারা উযূ ও গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন- পেশাব, পায়খানা, রক্ত, পুঁজ, মুখ ভরে বুমি হওয়া, ওদী, মযী, মনী, হায়েয, নেফাস, ইস্তেহাযার রক্ত, দুধ পানকারী বাচ্চার পেশাবও নাজাসাতে গলীযা।

[বাদাইউস সানায়েঃ ১/৬০, ফাসলু ফিত তাহারাতুল হাক্বীক্বিয়্যাহ]

(২) হারাম প্রাণী অথবা কুকুর, বিড়াল, গাধা, সিংহ, হাতী ইত্যাদির পেশাব, পায়খানা, রক্ত, পুঁজ, দুধ, ঘাম ও লালা নাজাসাতে গলীযা। অবশ্যয় বিড়াল ও গাধার লালা ও ঘাম পবিত্র। [বাদাইউস সানায়েঃ ১/৬১ ফাসলু ফিত তাহারাতুল হাক্বীক্বিয়্যাহ]

(৩) শুকর এবং তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, চুল, হাড় ইত্যাদি সবই নাজাসাতে গলীযা। (যদিও তাকে ভালো খাবার দ্বারা লালল পালন করা হয়)।

[বাদাইউস সানায়ে : ১/৬৩, ফাসলু ফিত তাহারাতুল হাক্বীক্বিয়্যাহ]

(৪) হালাল প্রাণী অথবা গরু, ছাগল, ঘোড়া, ইত্যাদির পায়খানা, রক্ত ও পুঁজ নাজাসাতে গলীযা।

[বাদাইউস সানায়ে : ১/৬২, ফাসলু ফিত তাহারাতুল হাক্বীক্বিয়্যাহ]

deeniyat

(৫) মৃত প্রাণী যার প্রবাহিত রক্ত, যেমন মৃত ছাগল, মৃত কবুতর ইত্যাদি নাজাসাতে গলীযা।

[বাদাইউস সানায়ে : ১/৬৩, ফাসলু ফিত তাহারাতুল হাক্বীক্বিয়্যাহ]

(৬) সবধরণের মদ নাজাসাতে গলীযা।

[বাদাইউস সানায়ে : ১/৬৬, ফাসলু ফিত তাহারাতুল হাক্বীক্বিয়্যাহ]

(৭) মুরগী এবং হাঁসের পায়খানা নাজাসাতে গলীযা।

[বাদাইউস সানায়েঃ ১/৬২, ফাসলু ফিত তাহারাতুল হাক্বীক্বিয়্যাহ]

নাজাসাতে খফীফা

(১) হালাল প্রাণী, যেমন- গরু, ছাগল ইত্যাদির পেশাব।

[বাদাইউস সানায়েঃ ১/৮১. ফাসলু ফি বায়ানিল মিকদার আল্লাজি ইউসিরুবিহিল মাহাল্লু নাজিসান]

(২) হারাম পাখি, যেমন- কাক, চিল, গাধা ইত্যাদির পায়খানা।

[শামীঃ ২/৪৮৩, বাবুল আনজাস]

প্রশ্নাবলী

(১) কোন কোন জিনিস গুলো নাজাসাতে গলীযা?
(২) কোন কোন জিনিস গুলো নাজাসাতে খফীফা?
(৩) মুরগী এবং হাঁসের পায়খানা কোন ধরণের নাপাক?

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং- ২ নাজাসাতে গলীযার হুকুম

নাজাসাতে গলীযা যদি কাপড় অথবা শরীরে লেগে যায় তা দুই প্রকার।

(১) যদি পাতলা হয়, যেমন পরিমান পেশাব এক দিরহাম যা এক টাকা কয়েনের সমান, তাহলে সে নাপাক মাফ, তা ধৌত করা ব্যতীত নামায আদায় করলে নামায হয়ে যাবে, তবে ধৌত না করা এবং সে কাপড়েই নামায পড়তে থাকা মাকরূহ। আর যদি এক টাকা কয়েনের চাইতে বেশী জায়গায় পেশাাব লেগে যায় তাহলে ঐ জায়গা ধৌত করা ব্যতীত নামায হবে না। [শামী: ২/৪৬৭-৪৭২, বাবুল আনজাস]

(২) যদি নাজাসাতে গলীযা গাড়ো হয়, যেমন- গোবর তাহলে ওজনে ৪- গ্রাম, ৩৭৪-মিলিগ্রাম পর্যন্ত মাফ, ধৌত করা ব্যতীত নামায পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, আর যদি তার চেয়ে বেশী লেগে যায় তাহলে ধৌত করা ব্যতীত নামায হবে না।

[শামী: ২/৪৬৭-৪৭২, বাবুল আনজাস]

নাজাসাতে খফীফার হুকুম

নাজাসাতে খফীফা কাপড়ে অথবা শরীরে লেগে যায় তাহলে যে স্থানে নাজাসাত লেগেছে তার পরিমাণ যদি চতুর্থাংশের কম হয় তা মাফ, আর যদি চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে বেশী হয় তাহলে মাফ হবে না। অর্থাৎ ঐ জায়গাটি ধৌত করতে হবে। যেমন- যদি জামার হাতায় লেগে যায় এবং হাতার চতুর্থাংশের কম হয়। ঐ রকমভাবে যদি নাজাসাতে খফীফা হাতে লেগে যায় এবং হাতের চতুর্থাংশের কম হয় তাহলে মাফ হয়ে যাবে।

[শামী: ২/৪৮৭, বাবুল আনজাস]

deeniyat

মাসআলাঃ যদি অল্প নাজাসাতে গলীযা অথবা খফীফা পানিতে পড়ে যায় তাহলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে।

[শামীঃ ২/৪৯০, বাবুল আনজাস]

বিভিন্ন ধরণের মাসাইল

(১) মুরগী হাঁস ছাড়া সমস্ত হালাল পাখি, যেমন- কবুতর, পাখি ইত্যাদির বিষ্ঠা পবিত্র।[

[বাদাইউস সানায়েঃ ১/৬২, ফাসলু ফিত তাহারাতিল হাক্বীকিয়্যাহ]

(২) সমস্ত হালাল জন্তু এবং হালাল পাখি ও সমস্ত মানুষের লালা ও তার জুটা পবিত্র, যদিও নাকি সেই মানুষ কাফের হয় অথবা মুসলমান, পবিত্র হয় অথবা অপবিত্র।

[বাদাইউস সানায়ে : ১/৬২, ফাসলু ফিত তাহারাতিল হাক্বীকিয়্যাহ]

(৩) যে মৃত জন্তুর রক্ত প্রবাহিত নয়, তা অপবিত্র নয়। যেমন- মশা, মাছি, ছারপোকা ইত্যাদি, অনুরূপভাবে তাদের রক্ত এবং মাছের রক্তও অপবিত্র নয়।

[বাদাইউস সানায়ে : ১/৬২, ফাসলু ফিত তাহারাতিল হাক্বীকিয়্যাহ]

(৪) মৃত জন্তুর যে অংশে রক্ত থাকে না, সেই অংশটি পবিত্র। যেমন- হাড়, সিং, দাঁত, চুল ইত্যাদি।

[বাদাইউস সানায়ে : ১/৬৩, ফাসলু ফিত তাহারাতিল হাক্বীকিয়্যাহ]

(৫) অপবিত্র ও হায়েয অবস্থায় যে ঘাম বের হয় সেই ঘাম পবিত্র, যদি সে ঘাম কাপড়ে অথবা বিছানায় লেগে যায় তাহলে সেই বিছানা অপবিত্র হবে না। [ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/২৩]

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

৮

প্রশ্নাবলী

(১) নাজাসাতে গলীযা কতটুকু লাগলে মাফ?

(২) নাজাসাতে খফীফা কতটুকু লাগলে মাফ?

(৩) কবুতরের বিষ্ঠা পবিত্র না অপবিত্র?

(৪) অপবিত্র অবস্থায় যে ঘাম বের হয় তার হুকুম কি?

(৫) কাফেরের জুটার হুকুম কি?

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং-৩ অপবিত্র জিনিস পবিত্র করার পদ্ধতি

(১) কাপড়, চাদর ইত্যাদি বা এ জাতীয় জিনিস যেগুলো নিংড়ানো যায়, যদি তাতে নাপাক লেগে যায় তাহলে নাপাক দূর করে তিনবার খুব ভালো করে ধৌত করবে। এবং প্রত্যেকবার ভালোভাবে ধৌত করা জরুরি, অন্যথায় সে কাপড় পবিত্র হবে না। [শামী : ৩/১৯, বাবুল আনজাস]

(২) পাটি, কার্পেট, ভেলভেট চাদর, গদি ইত্যাদি যেগুলো নিংড়ানো যায় না, যদি এই জিনিস গুলোর উপর নাপাক লেগে যায় তাহলে তিনবার ধৌত করবে। এবং প্রত্যেকবার এপরিমাণ সময় জুলিয়ে রেখে দিবে যেন তা থেকে পানির ফোটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়, তিনবার এরকম করলে পবিত্র হয়ে যাবে। (পানি শুকানোর জন্য মেশিনের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। [শামী: ৩/১৯, বাবুল আনজাস]

(৩) যেসব জিনিস নিংড়ানো যায় আর যেসব জিনিস নিংড়ানো যায় না, সেগুলো পবিত্র করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, সেই -টি যমিনের উপর রাখবে এবং ঘষামাঝা করে ধৌত করবে এবং

ধৌত করার সময় তার উপর এ-পরিমাণ পানি প্রবাহিত করবে যে-পরিমাণ পানি তিনবার ধৌত করতে প্রয়োজন হয়। অথবা কোন প্রবাহিত পানিতে বা নলের নিচে ভালোভবে ধৌত করবে, এই পদ্ধতিতে কাপড় ইত্যাদিকে নিংড়ানোর প্রয়োজন নেই। [শামী: ৩/১৯, বাবুল আনজাস]

(৪) মাটিতে যদি পেশাব অথবা মদ ইত্যাদি পড়ে যায়, তাহলে মাটি শুকিয়ে নাপাকির চিহ্ন, গন্ধ দূর হয়ে যায়, তখন সেই মাটি পবিত্র হয়ে যায়। এভাবে-ই, পাথর ইত্যাদি যা পাকা যমিনে অথবা মাটিতে নাপাকি লেগে আছে, সেটাও শুকানো এবং নাপাকির চিহ্ন দূর হয়ে গেলে সেই স্থানও পবিত্র হয়ে যাবে। [শামী: ২/৪৪৫, বাবুল আনজাস]

মাসআলা: বর্তমানে কাপড় ধোলাই করা মেশিনে কাপড় ধৌত করা জায়েয। মেশিনে কাপড় দেওয়ার পর তিনবার পানি ঢালবে, এবং মেশিনের শুকানো অংশ দ্বারা তিনবার নিংড়াবে, তাহলে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। অথবা কাপড় ধৌত করার পর উপর থেকে পানি ঢালবে এবং নিচে থেকে পানি ছেড়ে দিবে, যখন তিনগুণ পানি প্রবাহিত হয়ে যাবে, তখন কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। মেশিন থেকে বের করে পৃথকভাবে ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

[শামী: ৩/১৯, বাবুল আনজাস, কিতাবুল মাসাইল: ১/১১০]

মাসআলা: কাপড় অথবা চাদরের কোন অংশে যদি নাপাকি লেগে যায় তাহলে ঐ অংশটি ধৌত করা জরুরি, পূর্ণ চাদর বা কাপড় ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

মাসআলা: পাটি অথবা চাদর ইত্যাদির কোন এক অংশে যদি নাপাকি লেগে যায়, তার অন্য অংশে যেখানে নাপাকি লাগেনি, সেখানে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে।

[আল বাহরুর রায়েক: ১/২৮২, বাবু শুরুতুস সালাত]

প্রশ্নাবলী

(১) কাপড়ে নাপাকি লাগলে তা কিভাবে ধৌত করবে?
(২) গদি, সোফা ইত্যাদিকে পাক করার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
(৩) অপবিত্র জমিন কিভাবে পবিত্র হবে?

১	প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ৪ তায়াম্মুমের বিধি বিধান

পবিত্র মাটি অথবা ঐ ধরণের কোন জিনিস দ্বারা শরীর পবিত্র করাকে “তায়াম্মুম” বলে।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

সর্ব প্রথম নিয়ত করবে যে, আমি অপবিত্রতা দূর করার ও নামায পড়ার জন্য তায়াম্মুম করছি। তারপর উভয় হাত মাটিতে মেরে ঝেড়ে নিবে, তারপর উভয় হাতকে মুখমন্ডলে এমনভাবে ফিরাবে যাতে মুখমন্ডলের কোন জায়গা বাকী না থাকে। তারপর দ্বিতীয়বার উভয় হাত মাটিতে মেরে ঝেড়ে ডান হাতের উপর এমনভাবে ফিরাবে যে, কোন জায়গা বাকী না থাকে, এরকমভাবে বাম হাতের উপরও ফিরাবে।

[শামী: ২/১৮০, বাবুত তায়াম্মুম]

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল ৮

[মাসাইল]

মাসআলাঃ যেভাবে উযূর জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয, সেভাবে গোসলের জন্যও তায়াম্মুম করা জায়েয, এবং উভয়টার জন্য তায়াম্মুমের একই পদ্ধতি। [বাদাইউস সানায়ে : ১/৪৫, ফাসলু ফিত তায়াম্মুম]

তায়াম্মুমের ফরযসমূহ

(১) নিয়ত করা। [শামী: ২/১৭৭, বাবুত তায়াম্মুম]

(২) উভয় হাত মাটিতে মেরে পূর্ণ মুখমন্ডলে ফিরানো। [শামী: ২/১৮০, বাবুত তায়াম্মুম]

(৩) উভয় হাত মাটিতে মেরে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ফিরিয়ে নেয়া। [শামী : ২/১৮০, বাবুত তায়াম্মুম]

কোন কোন জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয?

পবিত্র মাটি এবং মাটির মত প্রত্যেক ঐ সকল জিনিস যেগুলো পোড়ালে পুড়ে না, গলালে গলে না, সেই জিনিসের দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয, বালু, মাটি, পাথর, ইট, চুনা, সিমেন্টের দেওয়াল ইত্যাদি এবং এমন জিনিসসমূহ যেগুলো মাটির মত নয়, জ্বালালে জ্বলে যায়, গলালে গলে যায়, সেই জিনিসগুলোর দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয নেই। যেমন কাঠ, লোহা, সোনা, চাঁদী, কাঁচ ইত্যাদি। তবে যদি ঐসব জিনিসগুলোর উপর ধুলো বা মাটি লেগে থাকে তাহলে তাতে তায়াম্মুম করা জায়েয। [শামী: ২/২০৬-২০৭, বাবুত তায়াম্মুম]

প্রশ্নাবলী

(১) তায়াম্মুম করার পদ্ধতি কি?

(২) তায়াম্মুমের ফরয কয়টি?

(৩) কোন কোন জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয?

২ দ্বীতিয় মাসে পড়াবে

সবক নং- ৫ তায়াম্মুম কোন কোন সময় করা জায়েয

নিম্নে বর্ণিত অবস্থা গুলোতে তায়াম্মুম করা জায়েয-

(১) পানি যদি এক মাইল (অর্থাৎ দেড় কিলোমিটার) দুরে থাকে।

[শামী: ২/১৮৮, বাবুত তায়াম্মুম]

(২) পানি আনতে গিয়ে যদি শত্রু, ডাকাত অথবা কোন ভয়ংকর প্রাণীর আক্রমনে জান- মাল চলে যাওয়ার আশংকা হয়।

[শামী: ২/১৮৮, বাবুত তায়াম্মুম]

(৩) ফিৎনা-ফাসাদের কারণে যদি পানি পর্যন্ত না পৌঁছা যায়।

[শামী: ২/১৮৮, বাবুত তায়াম্মুম]

(৪) পান করার পানি ছাড়া যদি অন্য কোন পানি না থাকে।

[শামী: ২/১৮৮, বাবুত তায়াম্মুম]

(৫) কুঁয়া থেকে পানি বের করার জন্য বালতি অথবা রশি না থাকে। [শামী: ২/১৮৮, বাবুত তায়াম্মুম]

(৬) কষ্টের কারণে নিজে পানি নিতে পারছে না, বা অন্য কোন ব্যক্তিও পানি দেওয়ার জন্য নেই। [শামী: ২/১৯২, বাবুত তায়াম্মুম]

(৭) যদি জানাযার নামায অথবা ঈদের নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তখনও তায়াম্মুম করা জায়েয।

[শামী: ২/২১৫, বাবুত তায়াম্মুম]

(৮) প্রচন্ড শীতে গোসল করলে অসুস্থ হওয়ার আশংকা হলে তখনও তায়াম্মুম করা জায়েয। [শামী: ২/১৮৮, বাবুত তায়াম্মুম]

(৯) পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়া অথবা দেরীতে ভালো হওয়ার আশংকা থাকলে। [শামী: ২/১৮৮, বাবুত তায়াম্মুম]

নোট: শেষের দুটি পদ্ধতি তখনি মানা হবে, যখন ভালো কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার তাকে আদেশ করবেন। [শামী: ২/১৮৮, বাবুত তায়াম্মুম]

deeniyat

তায়াম্মুম ভঙ্গকারী জিনিসসমূহ

(১) যে জিনিস গুলোর দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, সেগুলোর দ্বারা তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়। [শামী: ২/২৫৬, বাবুত তায়াম্মুম]

(২) যে কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল, যদি ঐ কারণ বাকী না থাকে তাহলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন- পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে ছিল, পানি পাওয়া পর তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। [শামী: ২/২৬২, বাবুত তায়াম্মুম]

(৩) যেসব কারণে গোসল ফরয হয়ে যায় ঐ সব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়। [শামী: ২/২৫৭, বাবুত তায়াম্মুম]

মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায আদায় করতে ছিল এবং নামাযের মাঝে পানি ব্যবহারে সক্ষমও রাখে, তাহলে তার নামায ভঙ্গ হযে যাবে, তাকে উযূ করে পূনরায় নামায আদায় করতে হবে। [শামী: ২/২৫৯, বাবুত তায়াম্মুম]

প্রশ্নাবলী

(১) তায়াম্মুম কোন কোন অবস্থায় করা জায়েয?
(২) পানি কত দূরে থাকলে তায়াম্মুম করা জায়েয?
(৩) অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশংকায় তায়াম্মুম করার হুকুম কি?
(৪) অসুস্থ ব্যক্তির আশংকা কখন গ্রহণ যোগ্য হবে?
(৫) কোন কোন জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়?

২ দ্বীতিয় মাসে পড়াবে

সবক নং- ৬ মুসাফিরের নামায

মুসাফির- কোন মহিলা যদি ৪৮-মাইল (প্রায় ৭৮-কিলোমিটার) সফর করার ইচ্ছায় নিজ এলাকা থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির বলে গণ্য হবে, যদিও সে সফর ঘন্টায় বা কয়েক মিনিটে সমাপ্ত হয়ে যায় ।

[শামী: ৫/৪৮৫, বাবু সালাতিল মুসাফির, কিতাবুল মাসাইল: ১/৫১২]

মুসাফির ব্যক্তির জন্য নামাযে ক্বসর করার হুকুম

মুসাফির যোহর, আসর এবং এশার ফরয নামাযে ক্বসর করবে। অর্থাৎ ফরযের চার রাকাআতের জায়গায় দুই রাকাআত পড়বে। ফজর, মাগরিব এবং বিতির নামায আপন অবস্থায় পড়তে হবে (কোন পরিবর্তন হবে না), সুন্নত পড়ার সুযোগ থাকলে পুরা পড়বে, আর যদি সুযোগ না থাকে তাহলে সুন্নত নামায ছাড়ার অনুমতি রয়েছে। অবশ্যই ফজরের সুন্নতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবে। [শামী: ৫/৪৮৫-৬/১৮ বাবু সালাতিল মুসাফির]

deeniyat

বিভিন্ন মাসাইল

(১) মুসাফির মহিলা যখন নিজের এলাকার সীমানা অতিক্রম করবে তখন থেকে সে নামায ক্বসর করবে, তার পূর্বে ক্বসর করা জায়েয নেই। [শামী: ৫/৪৮৯, বাবু সালাতিল মুসাফির]

(২) মুসাফির মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন স্থানে ১৫-দিন অবস্থান করার নিয়ত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায ক্বসর করতে থাকবে। আর যখন ১৫-দিন অবস্থান করার নিয়ত করবে, তখন থেকে পূর্ণ নামায আদায় করবে। [শামী: ৬/১ বাবু সালাতিল মুসাফির]

(৩) যদি কোন মহিলা সফর থেকে এক দিনের জন্যও নিজের বাড়ীতে আসে তবুও সে পূর্ণ নামায আদায় করবে ক্বসর করবে না।

[ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/১৪২, আল বাবুল খামিসা আশারা ফি সালাতিল মুসাফির]

(৪) মহিলা বিবাহের পর স্বামীর বাড়ীতে গিয়ে যখন সেখানে থাকতে আরম্ভ করে তখন থেকে স্বামীর বাড়ীটাই তার জন্য আসল বাড়ী বলে গণ্য হয়ে থাকে। তার বাপের বাড়ী আর তার আসল বাড়ী থাকে না। [ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/১৪২, আল বাবুল খামিসা আশারা ফি সালাতিল মুসাফির, কিতাবুল মাসাইলঃ ১/৫১৭]

(৫) যদি কোন মহিলা স্বামীর সঙ্গে সফরে বের হয় তাহলে সে স্বামীর অধীনস্থ। স্বামী যদি ১৫-দিন অবস্থান করার নিয়ত করে তাহলে স্ত্রী মুসাফির থাকবে না। স্ত্রী ১৫-দিন অবস্থান করার নিয়ত করুক কিংবা না করুক। আর যদি স্বামী ১৫-দিনের কম অবস্থান করার নিয়ত করে তাহলে স্ত্রীও মুসাফির থাকবে। [আল বাহরুর রাইকঃ ২/১৪৯, বাবু সালাতিল মুসাফির]

(৬) যদি কোন মহিলা শরীয়তের ধর্তব্য সফরের মধ্যে যোহর, আসর, এবং এশার নমায ইচ্ছাকৃত, জেনে-বুঝে চার রাকাআত পড়ে, তাহলে সে গুণাহগার হবে। আর যদি ভুল বশত চার রাকাআত পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকাআতের বৈঠকে বসে তাহলে তার প্রথম দুই রাকাআত ফরয হবে, আর বাকী দুই রাকাআত নফল হবে। অবশেষে সাজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব। [শামীঃ ৬/৮, বাবু সালাতিল মুসাফির]

(৭) যদি সফরে কোন মহিলার নামায ক্বাযা হয়ে যায় তাহলে সে

deeniyat

বাড়ী এসে যোহর, আসর এবং এশার কেবল মাত্র দুই রাকাআতই ক্বাযা করবে। [শামী: ৬/২০ বাবু সালাতিল মুসাফির]

(৮) মহিলাদের জন্য স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত সফর করা জায়েয নেই। [ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১৪২, আল বাবুল খামিসা আশারা ফি সালাতিল মুসাফির]

প্রশ্নাবলী

(১) মহিলারা মুসাফির কখন হয়?
(২) কোন কোন নামাযে মহিলা মুসাফির ক্বসর করবে?
(৩) মুসাফির মহিলা যদি পূর্ণ নামায পড়ে তাহলে তার হুকুম কি?
(৪) মুসাফির মহিলা কোন জায়গা থেকে ক্বসর করবে?
(৫) মহিলার জন্য মাহরাম ব্যতীত সফর করা কেমন?

২ দ্বীতিয় মাসে পড়াবে

সবক নং- ৭ যাকাতের মাসাইল

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের সম্পদের একটি নির্ধারিত পরিমাণ উপযুক্ত কোন মুসলমানকে মালিকানায় দেওয়ার নাম "যাকাত" [শামী: ৬/৪৪৫, কিতাবুয যাকাত]

যাকাতের গুরুত্ব ও ফযীলত : যাকাত আদায় করার দ্বারা সম্পদ সংরক্ষণ হয়, এবং সম্পদের অনিষ্ট ও ধ্বংস থেকে মানুষ সংরক্ষিত হয়। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি নিজ সম্পদের যাকাত আদায় করল, সে অবশ্যই সম্পদের অনিষ্ট ও ধ্বংস থেকে বেঁচে গেল। [ত্বাবরানী আওসাত : ১৫৭৯]

যাকাত আদায় না করার ব্যাপারে কুরআন হাদীসে কঠোর শাস্তির কথা বর্ণনা হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, যে সকল মানুষদেরকে

৩-আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

৮

আল্লাহ তা'আলা ধন সম্পদ দিয়েছেন এবং তারা মালের যাকাত আদায় না করে, ক্বিয়ামতের দিন তার এই ধন সম্পদ বিষাক্ত সাপের আকৃতি ধারন করে সামনে আসবে, এবং তার গলায় জড়িয়ে যাবে, এবং তার চোয়ালকে নিষ্পেষণ করে বলতে থাকবে, আমি তোমার জমাকৃত মাল, আমি তোমার খাজানা। [বুখারী : ৪১০৩]

যাকাতে হুকুমঃ যাকাত দেওয়া ফরয, কুরআন ও হাদীস দ্বারা যাকাত ফরয হওয়া প্রমাণিত। যে ব্যক্তি এই ফরযকে অস্বীকার করবে সে কাফের। আর যে ব্যক্তি সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করবে না, সে মারাত্মক গুণাহগার হবে।

[ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১৭০, কিতাবুয যাকাত]

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

(১) মুসলমান হওয়া (২) স্বাধীন হওয়া (৩) বুদ্ধিমান হওয়া (৪) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া (৫) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া (৬) নিসাব মূল প্রয়োজন এবং ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া (সাহেবে নিসাবের এতটুকু পরিমাণ ঋণ না হওয়া যে, ঋণ পরিশোধ করার দ্বারা নিসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে)।

(৭) নিসাবের উপর চাঁদের হিসাব অনুযায়ী (ইসলামী) বছর অতিবাহিত হওয়া। [শামী: ৬/৪৫৫, কিতাবুয যাকাত]

মূল প্রয়োজন : থাকার জায়গা, পরিধানে বস্ত্র, ঘরের জিনিস পত্র এবং ব্যবহারের যানবাহন। যেমন- গাড়ী, এগুলো মানুষের মূল প্রয়োজনীয় জিনিস।

প্রশ্নাবলী

(১) যাকাতের ফযীলত বর্ণনা করুন। (২) যাকাতের হুকুম কি?
(৩) যাকাত ফরয হওয়ার শর্তগুলো বর্ণনা করুন।

২	দ্বিতীয় মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

deeniyat

সবক নং- ৮ কোন ধরণের সম্পদের উপর যাকাত ফরয?

(১) সোনা (২) রূপা (৩) টাকা- পয়সা (৪) ব্যবসায়ী মালে (প্রত্যেক জিনিস যা বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করা হয়েছে)
(৫) জমিনের উৎপন্ন শস্য (৬) গবাদি পশু।

যাকাতের নিসাব

যে-সব মালে যাকাত ফরয। ইসলামী শরীয়ত সে-সব মালের বিশেষ বিশেষ পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। মালের ঐ বিশেষ পরিমাণকে "নিসাব" বলা হয়। যখন নেসাব পরিমাণ মাল কোন ব্যক্তির নিকট পূর্ণ হবে তখন তার উপর যাকাত ফরজ হবে, এবং ঐ ব্যক্তিকে "সাহেবে নিসাব" বলা হবে।

(১) সোনার নিসাব : ৮৭- গ্রাম ৪৮০-মিলিগ্রাম।

[শামী: ৭/৬৮, বাবু যাকাতিল মাল, আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২৫৪]

(২) রূপার নিসাব : ৬১২- গ্রাম ৩৬০-মিলিগ্রাম।

[শামী: ৭/৬৮, বাবু যাকাতিল মাল, আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২৫৪]

(৩) টাকা-পয়সার নিসাব: টাকা-পয়সার নিসাব সোনা এবং রূপার মধ্যে থেকে কোন একটির নিসাবের মূল্যের সমান।

[শামী: ৭/৮১, বাবু যাকাতিল মাল]

(৪) ব্যবসার মালে যাকাত: সোনা-রূপার মধ্য থেকে কোন একটির নিসাবের মূল্যের সমান। [শামী: ৭/৭৫, বাবু যাকাতিল মাল]

সতর্কতা: বর্তমান সময়ে রূপার দাম স্বর্ণের চেয়ে অনেক কম হওয়ার কারণে রূপার নিসাব তাড়াতাড়ি পূর্ণ হয়ে যায়;। এজন্য যাকাতের ক্ষেত্রে রূপার নিসাবের মূল্য দেখা হয়। অর্থাৎ রূপার নিসাবের মূল্য অনুপাতে যাকাত দিতে হবে।

যাকাতের পরিমাণঃ সোনা, রূপা, টাকা-পয়সা এবং ব্যবসার সম্পদের যাকাত পূর্ণ মালের ৪০-অংশের ১-অংশ (শতকরা আড়াই টাকা) দেওয়া ফরয। [শামীঃ ৭/৭৫, বাবু যাকাতিল মাল]

(৫) যমিনের ফসলঃ যমিনের ফসল যেই পরিমাণ হবে তার যাকাত ১০-অংশের ১-অংশ যাকাত ফরয, যাকে "উশর" বলা হয়।

(৬) গৃহপালিত পশুঃ গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছাগল, গরু, বলদ, উঁট ইত্যাদির যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের নিসাব শরীয়তে নির্ধারণ করেছে, এবং তাতে যাকাতের পরিমাণও বিভিন্ন ধরণের রাখা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

(১) কোন কোন জিনিসে যাকাত ফরয?
(২) সোনা রূপার নিসাব বর্ণনা কর।
(৩) ব্যবসার মালে নিসাব বর্ণনা কর।
(৪) যাকাতের পরিমাণ বর্ণনা কর।

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবে

সবক নং- ৯ বিভিন্ন ধরণের মাসআলা

(১) যদি কোন মহিলার নিকট সোনা, রূপা উভয়টাই থাকে; কিন্তু কোন একটি-তে নিসাব পূর্ণ হয়নি, তখন উভয়টিকে মিলিয়ে মূল্য নির্ধারণ করবে, যদি উভয়টির মূল্য মিলানোর পর সোনা রূপার মধ্য থেকে কোন একটির নিসাব পূর্ণ হয়ে যায়। তাহলে যাকাত ফরয হয়ে যাবে। [শামীঃ ৭/৮৯, বাবু যাকাতিল মাল]

(২) যদি সোনা, রূপা নিসাব পরিমাণ না হয়; কিন্তু কোন মহিলার

deeniyat

নিকট এ-পরিমাণ নগদ টাকা আছে, যা একত্রিত করলে রূপার নিসাব পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

[শামী: ৭/৮৯, বাবু যাকাতিল মাল, ফতওয়ায়ে ওসমানিয়া: ২/৭০]

(৩) যাকাত আদায় করার সময় অথবা যাকাতের মাল পৃথক করার সময় নিয়ত করা জরুরি, অর্থাৎ অন্তরে ইচ্ছা রাখতে হবে যে, আমি যাকাত আদায় করছি। নিয়ত ব্যতীত যাকাত আদায় হবে না। তবে কাউকে যাকাত বলে দেওয়া জরুরি নয়; বরং হাদিয়া বলে দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। [শামী: ৭/৪৮৯, কিতবুয যাকাত]

(৪) যাকাতে সোনা, রূপা, ব্যবসার মাল অথবা এগুলোর মূল্য দ্বারা কাপড়, শস্য বা অন্য কোন জিনিস ক্রয় করে দেওয়াও জায়েয। [ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম: ৬/২১৫]

(৫) ঘর-বাড়ী, দোকান, কারখানা, আসবাব-পাত্র, কাপড়, বই, ফার্নিচার, সেলাই মেশিন, গাড়ী, ভাড়ার উপর দেওয়া কোন জিনিস, শিল্প কারখানায় যন্ত্রপাতি, এবং ঐ-সব মেশিন যা কোন জিনিস তৈরি করে, এবং মেশিনটি বাকী থাকে, সেই মেশিনটির দাম যতই হোক না কেন, তার উপর যাকাত ফরয হবে না। যদি ঐ জিনিস গুলোর মধ্য থেকে কোন একটি ব্যবসার জন্য হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। [শামী: ৬/৪৭১, কিতাবুয যাকাত]

(৬) সোনা, রূপার তৈরীকৃত সমস্ত জিনিসের উপর যাকাত ফরয। যেমন- সোনা, রূপার অলংকার, পাত্র, পয়সা, মেডেল ইত্যাদি।

[শামী : ৬/৭৬, বাবু যাকাতিল মাল]

(৭) ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে জিনিসই ক্রয় করা হয় তার উপর যাকাত ফরয। চাই তা জমিন হোক বা অন্য কোন আসবাব-পত্র,

এইজন্য যাকাত বের করার সময় দোকানে যত জিনিস বিক্রয়ের জন্য আছে, সকল জিনিসের মূল্য হিসাব করে যাকাত আদায় করা ফরয। [বাদাইউস সানায়েঃ ২/২, কিতাবুয যাকাত]

প্রশ্নাবলী

(১) সোনা, রূপা যদি নিসাবের কম হয় তকন তার হুকুম কী?
(২) যাকাতকে হাদিয়া বলে দেওয়া কেমন?
(৩) কারখানার মেশিনের উপর যাকাত ফরয হবে কি-না?

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবে

সবক নং- ১০ যাকাত আদায় করা কখন ফরয

যাকাতের যে নিসাব শরীয়ত নির্ধারণ করেছে, তার মালিক হওয়ার পর চাঁদের (আরবী) তারিখ অনুযায়ী যে তারিখে এক বছর পূর্ণ হবে ঐ তারিখে যাকাত আদায় করা ফরয।

যাকাত আদায়ের জন্য শরীয়তে রমযান মাস হওয়া জরুরি নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যাকাত আদায়ের মাস এবং তারিখ পৃথক পৃথক। যে ব্যক্তির নিকট চন্দ্রমাসের যে তারিখে নিসাব পরিমাণ মাল আসবে তার জন্য সর্বদা ঐ তারিখই যাকাতের জন্য নির্ধারিত থাকবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি ঐ তারিখে যাকাত আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিবে, রমযান মাসের অপেক্ষা করবে না। বিলম্ব করা ঠিক নয়। [শামী: ৬/৪৮৫-৪৯৭, কিতাবুয যাকাত]

উদাহরণ স্বরূপ: এক ব্যক্তি সফর মাসের ২-তারিখে ১৪৪০-হিজরীতে সর্ব প্রথম যাকাতের নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়। বছরের মাঝখানে মাল কম-বেশী হতে থাকে; কিন্তু

পরের বছর সফর মাসে ২-তারিখে ১৪৪১-হিজরীতে তার নিকট নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ মাল বিদ্যমান থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর নিজের মালিকানায় বর্তমান সোনা - রূপা, নগদ টাকা, ব্যাংকে জমা টাকা, ব্যবসায়ীক ফ্ল্যাট, এবং দোকানের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবসায়ীক আসবাব-পত্র ইত্যাদি। এ-জাতীয় সব জিনিসের এক সঙ্গে মূল্য যোগ করে শতকরা আড়াই টাকা যাকাত আদায় করা ফরয।

[শামী: ৭/৪০-৪৬, বাবু যাকাতিল গনাম]

বিভিন্ন মাসাইল

(১) যদি নিসাবের মালিক হওয়ার সময় চন্দ্র মাসের তারিখ স্মরণ না থাকে, তাহলে চিন্তা ভাবনার পর যে তারিখের প্রবল ধারণা হবে সেটি তার জন্য নির্ধারিত হবে। আর যদি কোন তারিখের ব্যাপারে প্রবল ধারণা না হয়, তাহলে নিজেই চন্দ্র মাস হিসাবে তারিখ নির্ধারণ করে নিবে।

[আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২৫৫]

(২) যদি কোন মহিলা যাকাতের নিসাবের উপর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে তার অনুমতি রয়েছে। [শামী: ৭/৫৯, বাবু যাকাতিল গনাম]

(৩) বছরের মাঝে যে মাল বৃদ্ধি হয় সেই মালের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি নয়। বছর পূর্ণ হওয়ার এক দিন আগ পর্যন্ত যে সম্পদ অর্জিত হয়েছে তার যাকাত আদায় করা ফরয। [শামী: ৭/৪০-৪৬, বাবু যাকাতিল গনাম]

৩-আকাইদ, মাসাইল
[মাসাইল]

(৪) যদি কোন মহিলার নিকট নিসাব সমপরিমাণ অথবা নিসাবের চেয়ে বেশী মাল থাকে, এবং তার জিম্মায় ঋণও থাকে, তাহলে ঋণ পরিশোধ করার পর যদি তার নিকট নিসাব সমপরিমাণ মাল অবশিষ্ট থাকে, তাহলে অবশিষ্ট টাকার যাকাত আদায় করা ফরয। আর যদি নিসাব পরিমাণ মাল না থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয নয়।

[শামী: ৬/৪৫৬, কিতাবুয যাকাত]

---

(৫) যদি নিসাবের মালিকের ঋণ অন্যের দায়িত্বে থাকে অথবা অন্যের দায়িত্বে ব্যাবসার মালের মূল্য থাকে, তাহলে অন্য জিনিসের সঙ্গে তার যাকাত আদায় করে দিবে। এবং ইহার সুযোগও রয়েছে যে, যখন ঋণ অথবা ব্যাবসার মালের মূল্য উসুল হবে ঐ সময় পিছনের বছর গুলোরও যাকাত আদায় করে দিবে। অবশ্যই এমন ঋণ যা পাওয়ার আশা নেই, তার যাকাত আদায় করা ফরয নয়। [শামী: ৭/৯৭, বাবু যাকাতিল মাল]

প্রশ্নাবলী

(১) কোন মাসে যাকাত আদায় করা ফরয?

(২) যাকাত আদায়ের জন্য কি রমযান মাস নির্ধারিত?

(৩) যদি কোন ব্যক্তির দায়িত্বে ঋণ থাকে তাহলে তার উপর কি যাকাত ফরয?

(৪) ঋণ দেওয়া হয়েছে এমন টাকার উপর যাকাত ফরয হবে কি?

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবে

সবক নং- ১১ কোন কোন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া জায়েয?

(১) **ফকির :** ঐ ব্যক্তি যে নিসাবের মালিক নয়, এবং তার নিকট নিসাব পরিমাণ প্রয়োজনের অধিক মালও নেই।

[শামী : ৭/২০৫, বাবু মাসরু ফিয যাকাত]

(২) **মিসকীন :** ঐ ব্যক্তি যার নিকট কিছুই নেই।

[শামীঃ ৭/২০৮, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

(৩) **ঋণ গ্রস্ত :** ঋণ গ্রস্ত ঐ ব্যক্তি যার দায়িত্বে লোকদের ঋণ আছে, এবং তার নিকট এমন পরিমাণ মালও নেই যে, ঋণ পরিশোধ করার পর তার নিকট নিসাব পরিমাণ মাল অবশিষ্ট থাকবে।

[শামীঃ ৭/২১৯, বাবু মাসরা ফিয যাকাত]

(৪) **মুসাফিরঃ** মুসাফির ঐ ব্যক্তি যে সফর অবস্থায় অসহায় হয়ে পড়েছে (যদিও সে নিজের জন্মভূমিতে ধনি) তাকে প্রয়োজন অনুপাতে যাকাতের মাল দেওয়া জায়েয।

[শামীঃ ৭/২২৩, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

প্রশ্নাবলী

(১) কোন কোন মানুষদের যাকাত দেওয়া জায়েয?

(২) ফকির কাদেরকে বলা হয়?

৩ তৃতীয় মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ১২ কোন কোন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই

(১) ঐ ব্যক্তি যার উপর যাকাত ফরয, এমন ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মালদার বা ধনী। [শামীঃ ৭/২৩৭, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

(২) ঐ ব্যক্তি যার উপর যাকাত ফরয নয়; কিন্তু প্রয়োজনের অধিক জমিন, বাসস্থান অথবা অন্য কোন জিনিস যেমন- ফার্নিচার, আসবাব-পত্র ইত্যাদি তার নিকট বিদ্যমান আছে, এবং তার মূল্য নিসাব সমপরিমাণ। [শামী: ৭/২৩৮, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

(৩) পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী এর উপরের সম্পর্কের লোকদেরকেও। [শামী: ৭/২৩০, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

(৪) পুত্র, কন্যা, নাতি, পুতি, দৌহিত্র, দৌহিত্রী এবং তাদের নিচের সম্পর্কের লোকদেরকেও। [শামী: ৭/২৩০, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

(৫) স্বামী-স্ত্রী-কে। [শামী: ৭/২২৬, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

(৬) অমুসলিম-কে। [শামী : ৭/২৪৯, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

(৭) ধনী ব্যক্তির অপ্রাপ্ত সন্তান-কে। [শামী : ৭/২৩৭, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

(৮) সৈয়দ ও বনু-হাশেম (আব্বাস, হারেস এবং আবু তালেবের পুত্রদের)-কে। [শামী: ৭/২৪৫, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

মাসআলা: যাকাতের টাকা দিয়ে কুঁয়া খনন, সড়ক তৈরী, মসজিদের জন্য জমিন ক্রয় করা ইত্যাদি জায়েয নেই, এই জন্যই যে, যাকাত আদায় হওয়ার জন্য যাকাতের অধিকারীকে মালের পূর্ণ মালিক বানানো শর্ত। [শামী: ৭/২২৬, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

মাসআলা : যাকাতের নিয়তে ঋণ মাফ করলে যাকাত আদায় হবে না। [শামী: ৭/৪৯৪, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

মাসআলা: কোন এক ব্যক্তিকে নিসাব পরিমাণ যাকাতের মাল দেওয়া মাকরূহ। যদি কোন অধিকারীর নিকট নিসাব পরিমাণ মাল একত্রিত হয়ে যায়, তখন তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। [শামী: ৭/২৫৬, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

কাদেরকে যাকাত দেওয়া উত্তম?

সর্ব প্রথম নিজের বংশের লোকদের। যেমন- ভাই, বোন এবং তাদের সন্তান, চাচা, ফুফু, খালা, মামা, শশুর, শাশুড়ি, জামাই ইত্যাদি। এদের মধ্য থেকে যে অভাবী হয়, তাদেরকে যাকাত দেওয়া উত্তম। তারপর প্রতিবেশী অথবা নিজ শহরের মানুষদের মধ্য থেকে যে অধিক অভাবী হয়। অত:পর যাকে দেওয়ার দ্বারা দ্বীনের বেশী উপকার হয়। যেমন- দ্বীন অর্জনকারী শিক্ষার্থী, এদেরকে যাকাত দিলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যাবে।

[শামী: ৭/২৩০, বাবু মাসরাফিয যাকাত]

প্রশ্নাবলী

(১) কাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয় নেই?
(২) শরীয়তের দৃষ্টিতে ধনী ব্যক্তি কে?
(৩) অমুসলিমদেরকে যাকাত দেওয়া কেমন?
(৪) যাকাতের টাকা দ্বারা কুঁয়া খনন করা কেমন?
(৫) কোন লোকদের-কে যাকাত দেওয়া উত্তম?

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৩ সদকায়ে ফিতরের মাসাইল

ঈদুল ফিতরের দিনে যে সদকা গরীবদের দেওয়া ওয়াজিব তাকেই "সদকাতুল ফিতর" বলে।

সদকায়ে ফিতর কার উপর ওয়াজিব?

সদকায়ে ফিতর প্রত্যেক এমন মুসলিম নর-নারীর উপর ওয়াজিব, যে ঈদুল ফিতরের দিন যাকাতের নিসাবের মালিক হবে, অথবা

deeniyat

তার নিকট নিসাবের মূল্যের পরিমাণ ব্যবহারের অধিক কাপড়, প্লেট, ফার্নিচার, সাজ-সজ্জার আসবাব পত্র, অথবা প্রয়োজনের অধিক বাসস্থান ও জমিন থাকে, তার উপর বছর অতিবাহিত হোক অথবা না হোক। [শামী: ৭/২৭৩, বাবু সদকাতিল ফিতর]

মাসআলা: যার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব, সে নিজের ও নিজের অপ্রাপ্ত সন্তানদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করবে। [শামী: ৭/২৮১, বাবু সদকাতিল ফিতর]

মাসআলা: যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা ভাড়ার উপর দেওয়া থাকে এবং তার ভাড়ার উপর নির্ভর করে সমস্ত প্রয়োজন মিটে যায়, তাহলে তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয়। আর যদি জিবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা অন্য কোন উপায়ে অর্জিত হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব।
[শামী: ৭/২৩৮-২৩৯, বাবু সদকাতিল ফিতর]

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ

(১) এক সা' জব, মুনাক্কা, অথবা খেজুর। এক সা' এর পরিমাণ বর্তমান ওজন অনুযায়ী তিন কিলো একশত পঞ্চাশ গ্রাম।
[শামী: ৭/২৯৩, বাবু সদকাতুল ফিতর, ফাতাওয়ায়ে রাহিমিয়াহ : ৭/১৯৭]

(২) আধা সা' গম। আধা সা' এর পরিমাণ বর্তমান ওজন অনুযায়ী এক কিলো ৫৭৫-গ্রাম, অথবা ঐ সব জিনিসের মূল্যও সদকায়ে ফিতরে দেওয়া যেতে পারে।
[শামী: ৭/২৯৩, বাবু সদকাতিল ফিতর, ফাতাওয়ায়ে রাহিমিয়া: ৭/১৯৭]

সদকায়ে ফিতর কখন আদায় করবে?

সদকায়ে ফিতর ঈদের দিন সুবহে সাদেক হলেই আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সুবহে সাদেকের পূর্বে মৃত্যুবরণ

করছে তার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। যে সন্তান সুবহে সাদেকের পূর্বে ভুমিষ্ট হয়েছে তার পক্ষ থেকে তার পিতা সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। এবং সুবহে সাদেকের পর ভুমিষ্ট হলে তার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়।

সদকায়ে ফিতর ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বেই আদায় করা উচিত; কিন্তু যদি নামাযের পূর্বে আদায় না করে থাকে, তাহলে সে যেন নামাযের পর অবশ্যই আদায় করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সদকায়ে ফিতর আদায় না করবে, তার দায়িত্বে বাকী থেকে যাবে। কোন ব্যক্তি যদি রমযান মাসে আদায় করতে চায়, তাহলে তার জন্য রমযান মাসে আদায় করাও জায়েয আছে।

[শামী: ৭/৩০১-৩০২, বাবু সদকাতিল ফিতর]

মাসআলা: কোন মহিলা যদি কোন কারণে রমযানের রোযা রাখতে না পারে, তার উপরও সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।

[শামী: ৭/২৭৩,বাবু সদকাতিল ফিতর]

মাসআলা: যাদের-কে যাকাত দেওয়া জায়েয তাদের-কে সদকায়ে ফিতরও দেওয়া জায়েয। আর যাদের-কে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই, তাদের-কে সদকায়ে ফিতরও দেওয়া জায়েয নেই।

[শামী: ৭/৩১০, বাবু সদকাতিল ফিতর]

প্রশ্নাবলী

(১) সদকায়ে ফিতর কার উপর ওয়াজিব?

(২) সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ কত?

(৩) সদকায়ে ফিতর কবে আদায় করতে হবে?

(৪) সদকায়ে ফিতর কাকে দেওয়া জায়েয?

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৪ কুরবানীর মাসাইল

ঈদুল আযহার কুরবানী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ঐ কুরবানীর স্মরণে, যেটি তিনি তার প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ঈদুল আযহার দিন কুরবানী করার অনেক ফযীলত রয়েছে। রসূল ﷺ বলেছেন, ঈদুল আযহার দিন মানুষের কোন আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় নয়, এবং কুরবানীর জন্তু ক্বিয়ামতের দিন নিজের চুল, শিং, খুরের সাথে উপস্থিত হবে। কুরবানীর জন্তুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কবুলের স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং, হে আল্লাহ বান্দাগণ! অন্তরের পূর্ণ খুশি নিয়ে কুরবানী কর। [ইবনে মাজাহ : ৩১২৬]

ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি কুরবানী না করে তাহলে সে ব্যক্তি গুণাহগার হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানী দেওয়ার ক্ষমতা রাখা সাত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে। [ইবনে মাজাহঃ ৩১২৩]

কুরবানীর সময়

কুরবানীর সময় ১০-ই জিলহজ্ব সকাল থেকে ১২-ই জিলহজ্ব সূর্যস্ত যাওয়া পর্যন্ত। এই তিন দিনের মধ্যে যে-কোন দিন কুরবানী করতে পারবে; কিন্তু ১০-ই জিলহজ্ব কুরবানী করা সর্বোত্তম। রাত্রিতেও কুরবানী করা জায়েয; কিন্তু রাত্রে কুরবানী করা উত্তম নয়। [শামীঃ ২৬/২২২-২৩৬]

মাসআলাঃ যেখানে ঈদের নামায হয় সেখানে ঈদের নামাযের

পূর্বে কুরবানী করা সহীহ নয়। অবশ্যই যে গ্রামে ঈদের নামায হয় না, সেখানে সুবহে সাদিকের পর কুরবানী করা জায়েয।

[শামী: ২৬/২২৯, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

কুরবানী কার উপর ওয়াজিব?

কুরবানী প্রত্যেক এমন মুকীম মুসলিম নর-নারীর উপর ওয়াজিব, যে কুরবানীর দিন যাকাতের নিসাবের মালিক অথবা তার নিকট নিসাবের মূল্যের সম-পরিমাণ ব্যবহারের অধিক কাপড়, প্লেট, ফার্নিচার, সাজ-সজ্জার আসবাব-পত্র অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাসস্থান, অথবা জমিন রয়েছে। [শামী: ২৬/২১৪, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

মাসআলা: মুসাফির ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তবে যদি ১২-ই জিলহজ্ব সূর্যস্তের পূর্বে মুসাফির ব্যক্তি নিজ ঘরে ফিরে আসে অথবা কোন জায়গায় ১৫-দিন অবস্থানের নিয়ত করেছে, তখন তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে।

[শামী: ২৬/২১০, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়, তবে যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর তিন দিনের মধ্য যে-কোন দিন নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়ে যায়, তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। [শামী: ২৬/২১১, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

সতর্কতা: কিছু লোক কুরবানীকে হজ্বের মত মনে করে জীবনে শুধু একবার করাকে যথেষ্ট মনে করে থাকে, এটা মারত্মক ভুল। প্রত্যেক নিসাবের মালিকের উপর প্রত্যেক বছর কুরবানী করা জরুরি।

মাসআলা: এক ঘরের মধ্যে যত ব্যক্তি নিসাবের মালিক হবে তাদের প্রত্যেকের উপর পৃথক পৃথক কুরবানী করা ওয়াজিব।

একটি কুরবানী ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে যতেষ্ট নয়।
[শামী: ২৬/২১৪, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

মাসআলা: কোন ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল; কিন্তু সে কুরবানী করেনি, এবং কুরবানীর তিন দিনও অতিবাহিত হয়ে গেল, ঐ ব্যক্তির উপর একটি ছাগল বা তার মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। [শামী: ২৬/২৩৬, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

প্রশ্নাবলী

(১) কুরবানীর ফযীলত বর্ণনা করুন।
(২) কুরবানীর সময় বর্ণনা করুন।
(৩) ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা সঠিক হবে কি?
(৪) কুরবানী কার উপর ওয়াজিব?
(৫) কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী করল না, তার হুকুম কি?

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ১৫ কুরবানীর জন্তু

(১) উট, উটনী কমপক্ষে পাঁচ বছর হতে হবে।
(২) গরু, মহিষ কমপক্ষে দুই বছর হতে হবে। বড় জন্তুর কুরবানীতে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হতে পারবে।
[শামী: ২৬/২২১-২৪১, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

(২) ছোট জন্তু - দুম্বা, ছাগল, ছাগী অথবা বেড়া, কমপক্ষে এক বছরের হতে হবে। তবে ছয় মাসের দুম্বা অথবা বেড়া এমন মোটা তাজা হয় যে, দেখলে এক বছরের মত মনে হয়, তাহলে এ অবস্থায় তার কুরবানী জায়েয হবে। ছোট জন্তুর কুরবানী একজনের পক্ষ থেকে আদায় হবে। [শামী: ২৬/২৪১, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

৩-আকাইদ, মাসাইল ٨

[মাসাইল]

মাসআলাঃ কুরবানীর জন্তু ভালো, মোটা ও সুস্থ হতে হবে, যাতে সেই জন্তুর কোন প্রকার দোষত্রুটি না থাকে। যত ভালো হবে আর দামী হবে, তত বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে।
[শামীঃ ২৬/২৪৮, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

দোষত্রুটি যুক্ত জন্তুর কুরবানী

(১) এমন জন্তু যার কান অথবা লেজ এক তৃতীয় বা তার চেয়ে বেশী কাটা হয়, তার কুরবানী জায়েয নেই।
[শামীঃ ২৬/২৪৮-২৪৯, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

(২) অন্ধ জন্তুর কুরবানী জায়েয নেই। [শামীঃ ২৬/২৪৭, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

(৩) এমন লেংড়া জন্তু যে তিন পায়ে হাঁটে চতুর্থ পা মাটিতে রাখতেই পারে না, অথবা চতুর্থ পা রাখতে পারে; কিন্তু তার দ্বারা হাঁটতে পারে না, তাহলে তার দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না। আর যদি চলার সময় চতুর্থ পা মাটিতে রাখতে পারে, এবং চলার সময় তার সাহায্যও নেয়, তাহলে ঐ জন্তুর কুরবানী জায়েয হবে।
[শামীঃ ২৬/২৪৮, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

(৪) যে জন্তুর একেবারেই দাঁত নেই, সে জন্তুর কুরবানী জায়েয নেই। কিন্তু যদি দাঁত ছাড়া ঘাষ, চারা খেতে পারে তাহলে তার কুরবানী জায়েয হবে। [শামীঃ ২৬/২৫০, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

(৫) যে কুরবানীর জন্তুর জন্ম থেকেই কান নেই, তার দ্বারাও কুরবানী জায়েয নেই। আর যদি একেবারেই ছোট হয় তাহলে তার দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে। [শামীঃ ২৬/২৫০, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

(৬) যে জন্তুর জন্ম থেকেই শিং নেই অথবা শিং তো ছিল কিন্তু ভেঙ্গে গেছে, তাহলে তার দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে। তবে যদি

deeniyat

শিং গোড়া থেকেই উঠে যায় এবং মস্তিস্কের ভিতরের মগজ অথবা হাঁড় প্রকাশ পায়, তাহলে সেই জন্তুর দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই।

[শামী: ২৬/২৪৮, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

(৭) এমন দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ জন্তু যার হাঁড়ের মধ্যে একেবারেই মজ্জা নেই, তার দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই।

[শামী : ২৬/২৪৭, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

মাসআলা: খাসী জন্তু কুরবানী করা উত্তম। [শামী: ২৬/২৪৭, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

প্রশ্নাবলী

(১) কোন কোন জন্তুর কুরবানী করা জায়েয?
(২) বড় জন্তু-তে কতজন অংশ গ্রহণ করতে পারবে?
(৩) ছোট জন্তু-তে কতজন অংশ গ্রহণ করতে পারবে?
(৪) লেংড়া জন্তু কুরবানী করা কেমন?
(৫) লেজ কাটা জন্তুর কুরবানী করার হুকুম বর্ণনা করুন।

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৬ কুরবানীর পদ্ধতি

কুরবানী করার পদ্ধতি ইহা যে, জন্তুটিকে বাম দিকে এমনভাবে শোয়াবে, যাতে করে মুখ ক্বিবলার দিকে থাকে এবং পা গুলোকে বেঁধে দিবে, অত:পর এই দু'আ পড়বে।

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ [ইবনে মাজাহ: ৩১২১]

এই দু'আ পড়ার পর যার পক্ষ থেকে কুরবানী করা হচ্ছে তার পক্ষ

deeniyat

থেকে অন্তরে নিয়ত করবে। এরপর بسم الله الله اكبر বলে ধারালো ছুরি দ্বারা জবাই করবে। আর যদি দু'আ মুখস্থ না থাকে তখন শুধু بسم الله الله اكبر বলে জবাই করবে। [বাদাইউস সানায়ে : ১৫/৬০, কিতবুয যাবাইহ]

সব চাইতে উত্তম হল ইহা যে, নিজের কুরবানীর জন্তু নিজ হাতে জবাই করবে, যদি নিজে জবাই করতে না পারে তাহলে অন্যের দ্বারা জবাই করাবে এবং নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।

[শামী: ২৬/২৬০, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

মাসআলা: জন্তুর গলায় চারটি শিরা থাকে একটি খাবার খাওয়ার জন্য, একটি শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য এবং দুইটি রক্ত প্রবাহিত হওয়ার জন্য, উহার মধ্য থেকে তিনটি কাটা অপরিহার্য, আর যদি শুধু দুটি কাটা হয় তাহলে ঐ জন্তু মৃত জন্তুর হুকুমে গণ্য হবে।
[শামী: ২৬/১৫১, কিতাবুয যাবাইহ]

মাসআলা: জন্তু জবাই করার পর যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রাণ পরিপূর্ণভাবে বের না হবে এবং নড়াচড়া বন্ধ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চামড়া ছাড়ানো, গরর্দান পৃথক অথবা শরীরের কোন অংশ কাটা মাকরূহ। [শামী: ২৬/১৫৬, কিতাবুয যাবাইহ]

কুরবানীর গোশ্‌ত

উত্তম হল ইহা যে, কুরবানীর গোশ্‌ত তিন অংশে ভাগ করবে; এক অংশ ঘরের লোকদের জন্য রাখবে, এক অংশ গরীবদের মাঝে সদকা করবে, এক অংশ আত্মীয় স্বজনদের মাঝে বন্টন করবে।

[শামী: ২৬/২৬২,কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

মাসআলা: কুরবানীর গোশ্‌ত অমুসলিমদেরকেও দেওয়া জায়েয আছে। [ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া জাদীদ: ১৭/৪৩৪]

deeniyat

মাসআলা: যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নফল কুরবানী করে, তাহলে তারও একই হুকুম; কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির অসিয়তের কারণে তার মাল থেকে কুরবানী করা হয়, তাহলে তার সমস্ত গোশ্‌ত সদকা করা ওয়াজিব। [শামী: ২৬/২৫৭, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

কুরবানীর জন্তুর চামড়া

(১) কুরবানীর জন্তুর চামড়ার ঐ হুকুম যে-হুকুম তার গোশ্‌তের; কিন্তু যদি চামড়া বিক্রি করা হয়, তাহলে তার মূল্য গরীবদের মাঝে সদকা করা ওয়াজিব।
[আল বাহরুর রাইক: ৮/২০৩, কিতাবু উযহিয়্যাহ, শামী: ২৬/২৬৪, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

(২) কুরবানীর চামড়া এবং তার গোশ্‌ত কসাই অথবা অন্য কাউকে পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েয নেই।
[শামী: ২৬/২৪৮, ২৪৯, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

প্রশ্নাবলী

(১) কুরবানী করার পদ্ধতি কি?
(২) কুরবানীর দু'আ বলুন।
(৩) কুরবানীর গোশ্‌ত কিভাবে ভাগ করবে?
(৪) কুরবানীর জন্তুর চামড়ার হুকুম বর্ণনা করুন।

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৭ আকীকার মাসাইল

সন্তান জন্মের আনন্দে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের লক্ষে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে জন্তু জবাই করা হয়, তাকে "আকীকা" বলে।

৩-আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

৮

সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনে, চৌদ্দতম দিনে, অথবা একইশতম দিনে আকীকা করা মুস্তাহাব। কোন অসুবিধা ব্যতীত একইশতম দিন থেকে বিলম্ব করা উচিত নয়। একইশতম দিনের পর বিলম্ব করার দ্বারা আকীকার সময়ের ফযীলত শেষ হয়ে যায়। হুযুর ﷺ বলেছেন, আকীকার জন্তু সপ্তম দিনে, চৌদ্দতম দিনে একুইশতম দিনে জবাই করা। [তাবরানী আওসাত: ৪৮৮২, বুরাইদাহ রা.]

যার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তার জন্য মুস্তাহাব হল সপ্তম দিনে নাম রাখা, আকীকা করা এবং মাথার চুল মুন্ডানো। চুলের ওজন পরিমাণ রূপা অথবা তার মূল্য সদকা করা।

[শামী: ২৬/২৮৯, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

মাসআলা: যদি কেউ জন্মের একুইশতম দিনও আকীকা করতে না পারে, তাহলে যখনই আকীকা করবে সপ্তম দিনের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা উত্তম। তার পদ্ধতি হল এই-যে, যে দিন সন্তান জন্ম হয়েছে তার একদিন পূর্বে আকীকা করবে। যেমন- যদি জুমার দিন জন্ম হয় তাহলে বৃহস্পতিবারের দিন আকীকা করবে।

[এ'লাউস সুনান: ১৬/৭৮১৭, বাবুল আকীকা]

মাসআলা : মেয়েদের পক্ষ থেকে একটি ছাগল এবং ছেলেদের পক্ষ থেকে দুইটি ছাগল জবাই করা মুস্তাহাব, যদি দুইটি ছাগল আকীকা করার সামর্থ না থাকে তাহলে ছেলের পক্ষ থেকে একটি ছাগলও যথেষ্ট। [এ'লাউস সুনান: ১৬/৭৮১৮, বাবুল আকীকা]

মাসআলা: আকীকার জন্য এমন জন্তু আবশ্যক যার দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। [শামী: ২৬/২৮৯, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

deeniyat

মাসআলা : আকীকার গোশ্‌তের হুকুম কুরবানীর গোশ্‌ত মত।

[শামী: ২৬/২৮৯, কিতাবুল উযহিয়্যাহ]

খতনার হুকুম

খতনা করা পুরুষদের জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ এবং তা ইসলামের অন্যতম একটি আদর্শও। বিনা কারণে খতনা না-করানো জায়েয নেই। জন্মের সপ্তম দিনে খতনা করা মুস্তাহাব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খতনা করাবে। যতই বয়স বাড়বে খতনা করাতে কষ্ট হবে। কমপক্ষে বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়ার পূর্বেই খতনা করানো উচিৎ। [শামী: ২৯/৩২৪ মাসাইলে শাত্তা]

মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি বড় হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা কোন সন্তান বড় হয়ে গেল এবং কোন কারণে এখন পর্যন্ত খতনা করানো হয়-নি, কোন মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি বলে যে, এই ব্যক্তি বৃদ্ধ বা দুর্বল হওয়ার কারণে খতনার কষ্ট সহ্য করতে পারবে না, তখন তার খতনা করানো উচিৎ নয়।

[শামী: ২৬/৩২৪, মাসাইলে শাত্তা]

প্রশ্নাবলী

(১) আকীকা করা কখন মুস্তাহাব?

(২) আকীকার জন্য জন্তু কেমন হওয়া উচিৎ?

(৩) আকীকার গোশ্‌তের হুকুম বর্ণনা করুন।

(৪) খতনার হুকুম বর্ণনা করুন ।

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ১৮ হজ্বের মাসাইল

হজ্বের দিন গুলোর মধ্যে মক্কা শরীফ গিয়ে বিশেষ আমল করাকে "হজ্ব" বলে।

হজ্বের আমল গুলো আদায় করার দিন ৫-টি: ৮-ই জিলহজ্ব থেকে ১২-জিলহজ্ব পর্যন্ত। হজ্ব জীবনে শুধু একবার ফরয।

[শামী: ৮/৯৯, কিতাবুল হজ্ব]

ফযীলত: হুযুর ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হজ্ব করেছে এবং ঐ সফরে মন্দ কাজ, মনের খারাপ বাসনা এবং ঝগড়া থেকে দূরে থাকলো, তাহলে সে গুণাহ থেকে এমন ভাবে পাক পবিত্র হয়ে বাড়ী ফিরবে যেমন ভাবে একটি সন্তান মায়ের পেট থেকে জন্ম হওয়ার সময় গুণাহ থেকে নিষ্পাপ হয়ে জন্ম হয়। [বুখারী শরী : ১৫২১]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির নিকট পানাহার এবং আসা-যাওয়ার খরচ থাকে, যার দ্বারা সে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যেতে পারবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হজ্ব করে নাই, তাহলে সে ইহুদী হয়ে মারা যাক, বা খৃষ্টান হয়ে মারা যাক, আল্লাহ তা'আলার কিছু যায় আসে না। [তিরমিযী: ৮১২]

হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

(১) মুসলমান হওয়া (২) আযাদ হওয়া

(৩) আক্বেল অর্থাৎ জ্ঞানী হওয়া

(৪) বালেগ অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া [শামী: ৮/১১৩-১১৫]

(৫) কোন মহিলার মালিকানায় এতটুকু সোনা, রূপা বা টাকা পয়সা আছে, যার দ্বারা সে নিজের বাড়ী থেকে মক্কা শরীফ

deeniyat

পর্যন্ত আসা যাওয়ার খরচ এবং ঐ জায়গায় প্রয়োজনীয় খরচ করার সামর্থ রাখে। অথবা এ-পরিমাণ টাকা পয়সা যা প্রয়োজনের অধিক, বাসস্থান, অন্যান্য আসবাব পত্র ইত্যাদি আছে; কিন্তু তার এই পরিমাণ মাল যেন ঋণ থেকে খালী থাকে। [শামী: ৮/১১৭-১২৬, কিতাবুল হজ্ব]

(৬) শারীরিক সুস্থ হওয়া এমন কোন অসুস্থতা না থাকা যার কারণে সফর করতে পারবে না। [শামী: ৮/১১৫, কিতাবুল হজ্ব]

(৭) রাস্তায় জান-মালের ক্ষতির আশংকা না হওয়া।
[শামী: ৮/১২৬, কিতাবুল হজ্ব]

(৮) সরকারের পক্ষ থেকে কোন বাধা না হওয়া।
[শামী: ৮/১১৬, কিতাবুল হজ্ব]

(৯) মহিলা ইদ্দতের মধ্যে না হওয়া। [শামী: ৮/১১৯, কিতাবুল হজ্ব]

(১০) মহিলার সঙ্গে হজ্বের সফরে যাওয়ার জন্য স্বামী অথবা কোন মাহরাম পুরুষ হওয়া জরুরি। [শামী: ৮/১২৯, কিতাবুল হজ্ব]

(১১) উপরের উল্লেখিত শর্ত গুলো ঐ সময় পাওয়া যাওয়া আবশ্যক, যখন লোকেরা হজ্বের সময় হজ্বের জন্য বের হবে। [শামী: ৮/১১৩, কিতাবুল হজ্ব]

মাসআলা: যখন হজ্ব ফরয হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব। বিনা কারণে দেরী করা এবং এটা মনে করা যে, এখনও সময় পুরোটাই বাকী আছে, অত:পর সামনে কোন বছর হজ্ব করে নিব, এই কথা বলা জায়েয নেই, এরকম ব্যক্তি গুণাহগার হবে।
[শামী: ৮/১০৯-১১০, কিতাবুল হজ্ব]

মাসআলা: যদি কোন মহিলার উপর হজ্ব ফরয ছিল; কিন্তু সে অলসতার কারণে হজ্ব আদায় করতে দেরী করেছে; অত:পর সে এমন অসুস্থ হয়ে পড়লো যে, সফর করার মত তার শক্তি নেই,

deeniyat

অথবা পুরো জীবন এমন কোন মাহরাম ব্যক্তি পাই-নি, যার সাথে মহিলা হজ্বের সফর করতে পারবে, তাহলে মৃত্যুর সময় এই অসিয়ত করা ওয়াজিব যে, আমার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করে দিবে। মৃত্যুবরণ করার পর তার ওয়ারিশগণ তার সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ কোন ব্যক্তিকে খরচ দিয়ে হজ্বে পাঠাবে। যে হজ্ব অন্যের পক্ষ থেকে করা হয় তাকে "হজ্বে বদল" বলা হয়।

[শামী: ৮/১১৩, কিতাবুল হজ্ব]

প্রশ্নাবলী

(১) হজ্বের ফযীলত বর্ণনা করুন।
(২) হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তসমূহ বর্ণনা করুন।
(৩) হজ্ব ফরয হওয়া সত্যেও হজ্ব দেরী করা কেমন?
(৪) যে হজ্ব অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা হয় তাকে কি বলা হয়?

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৯ হজ্বের ফরযসমূহ

(১) ইহরাম বাঁধা অর্থাৎ অন্তরে হজ্বের নিয়ত করা এবং তালবিয়া পাঠ করা। [শামী: ৮/১৩৯,কিতাবুল হজ্ব]

(২) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে ৯-ই জিলহজ্ব যোহরের সময় থেকে ১০-ই জিলহজ্ব ফজরের আগ পর্যন্ত যে-কোন সময় আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা, যদিও তা এক মিনিটও হয়। [শামী: ৮/১৩৯, কিতাবুল হজ্ব]

(৩) তাওয়াফে যিয়ারত করা। [শামী: ৮/১৩৯, কিতাবুল হজ্ব]

(৪) উপরে উল্লেখিত তিনটি ফরয তারতীব অনুযায়ী আদায় করা। অর্থাৎ- সর্ব প্রথম ইহরাম বাঁধা, অত:পর আরাফার ময়দানে

deeniyat

অবস্থান করা, এরপর তাওয়াফে যিয়ারত করা।
[শামী: ৮/১৪০-১৪১, কিতাবুল হজ্ব]

নোট: এই সমস্ত ফরয গুলোর মধ্য থেকে যদি কোন একটিও ছুটে যায়, তাহলে হজ্ব আদায় হবে না।

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ

(১) মুযদালিফায় অবস্থান, অর্থাৎ ১০-ই জিলহজ্ব সুবহে সাদিকের পর কিছু সময় মুযদালিফায় অবস্থান করা। [শামী: ৮/১৪২, কিতাবুল হজ্ব]

(২) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ করা, অর্থাৎ দ্রুত গতিতে চলা। [শামী: ৮/১৪৩, কিতাবুল হজ্ব]

(৩) জামারাতের রমী করা, অর্থাৎ মিনার তিনটি স্থানে যেখানে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় সেখানে কঙ্কর নিক্ষেপ করা।
[শামী: ৮/১৪৪, কিতাবুল হজ্ব]

(৪) ক্বিরান (অর্থাৎ হজ্বের দিন গুলোতে একই ইহরামে হজ্ব এবং উমরা আদায়কারী) এবং মুতামাত্তি' (অর্থাৎ হজ্বের দিন গুলোতে পৃথক পৃথক ইহরামের দ্বারা হজ্ব এবং উমরা পালনকারী) এর কুরবানী করা। [শামী: ৮/১৫২, কিতাবুল হজ্ব]

(৫) মাথা মুন্ডানো বা চুল ছোট করা। [শামী: ৮/১৪৫, কিতাবুল হজ্ব]

(৬) বিদায়ী তাওয়াফ করা। অর্থাৎ- মক্কা থেকে আসার সময় তাওয়াফ করা। [শামী: ৮/১৪৪, কিতাবুল হজ্ব]

নোট: যদি এই সমস্ত ওয়াজিব গুলোর মধ্য থেকে কোন একটি ছুটে যায় তাহলে দম, অর্থাৎ- মিনায় কুরবানী করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

প্রশ্নাবলী

(১) হজ্বের ফরয গুলো শুনাও। (২) হজ্বের ওয়াজিব গুলো শুনাও।
(৩) ওয়াজিব ছুটে গেলে কি হুকুম?

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবে

সবক নং- ২০ হজ্বের পদ্ধতি

যখন হজ্বে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে, রওয়ানা হওয়ার পূর্বে মানুষের যে-সব হক জিম্মায় রয়েছে, যেমন-ঋণ ইত্যাদি। তা আদায় করে দিবে। লোকদের নিকট ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিবে, এবং গুণাহ থেকে তাওবা করে নিবে। অত:পর সফরের জন্য বের হবে। যখন মিকাত (ইহরাম বাঁধার জায়গায়) পৌঁছবে তখন ইহরাম বেঁধে নিবে (ইহরামের কাপড় পরিধান করে নিবে এবং তালবিয়ার সাথে সাথে অন্তরে হজ্বের নিয়ত করবে) এবং ঐ সময় থেকে তালবিয়া পড়া আরম্ভ করবে । لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ অত:পর যখন মক্কায় পৌঁছবে তখন সর্ব প্রথম মসজিদে হারামে গিয়ে তওয়াফে কুদুম করবে (প্রথম তাওয়াফ)। তাওয়াফের পর দুই রাকাআত নামায আদায় করবে। এরপর "সাফা মারওয়া" গিয়ে সাঈ করবে, সাফা মাওয়ার মাঝে সাতবার প্রদক্ষিণ করাকে "সাঈ" বলা হয়। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত একবার প্রদক্ষিণ করবে এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত দ্বিতীয়বার প্রদক্ষিণ করবে, এ-ভাবে মারওয়ায় পৌঁছে সাতবার প্রদক্ষিণ পরিপূর্ণ হবে। ৮-ই জিলহজ্ব মিনা নামক স্থানে যাবে। অত:পর ৯-ই জিলহজ্ব সূর্য উদিত হওয়ার পর আরাফার ময়দানে আসবে, সেখানে যোহর ও আসরের নামায আদায় করবে এবং সূর্যস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। সূর্যস্তর পর মাগরিবের নামায পড়া ব্যতীত মুযদালিফায় চলে আসবে, সেখানে পৌঁছে এশার নামাযের সময়ের মধ্যে মাগরিব এবং এশার নামায একসঙ্গে আদায় করবে, এবং মুযদালিফাতেই রাত অতিবাহিত

deeniyat

করবে। ১০-ই জিলহজ্ব সকালে পু:নরায় মিনায় আসবে এবং জামরায়ে উক্ববা রামী করবে, অর্থাৎ- বড় শয়তানকে কঙ্কর মারবে। এরপর কুরবানী করে মাথার চুল মুন্ডাবে অথবা কমপক্ষে ছোট করবে, অত:পর মক্কায় এসে তাওয়াফে যিয়ারত করবে। তারপর মিনায় ফিরে ১১-এবং ১২-জিলহজ্ব দুই দিন কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। ১২-ই জিলহজ্ব সূর্যস্ত যাওয়ার পূর্বে মক্কায় রওয়ানা হয়ে যাবে। এরপর মক্কায় এসে যতদিন খুশি অবস্থান করবে। এবং যখন বাড়ী ফিরার নিয়ত করবে তখন বাড়ী ফিরে আসার পূর্বে তাওয়াফে বিদা করে নিবে। (অর্থাৎ শেষ তাওয়াফ করে নিবে।)

[ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/২২৪-২৩৫, আল বাবুল খামিস ফি কাইফিয়্যাতি আদাইল হজ্ব]

ইহরাম অবস্থায় কোন কোন জিনিস না-জায়েয

(১) স্থলের প্রাণী শিকার করা। [শামী: ৮/২১২, ফাসলু ফিল আরহাম]

(২) শরীরের যে-কোন স্থানের (মাথা, বগল, নাভীর নিচের পশম, গোঁফ ইত্যাদি) চুল ছোট করা বা মুন্ডানো। [শামী: ৮/২১৭-২১৮, ফাসলুন ফিল ইহরাম]

(৩) নখ্ কাটা। [শামী: ৮/২১৩, ফাসলুন ফিল ইহরাম]

(৪) সুগন্ধি বা তেল ব্যবহার করা। [শামী: ৮/২১৩, ফাসলুন ফিল ইহরাম]

(৫) সহবাস করা অথবা যৌনচারে উত্তেজনাকারী কোন কথা আলোচনা বা এমন কোন কাজ করা। [শামী: ৮/২১১, ফাসলুন ফিল ইহরাম]

(৬) মুখমন্ডলকে এমনভাবে ঢেঁকে রাখা যে, কাপড় চেহারার উপর লেগে থাকে। [শামী: ৮/২১৩, ফাসলুন ফিল ইহরাম]

(৭) উকুন মারা। [শামী: ৮/৪৮০, বাবুল জিনায়াতি ফিল হজ্ব]

উপরে উল্লেখিত জিনিস গুলো করার দ্বারা কখনও “দম” ওয়াজিব

হয়ে যায় এবং কখনও সদকা দিতে হয়। "দম" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি ভেড়া বা একটি ছাগল বা একটি দুম্বা কুরবানী করা। সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এতটুকু পরিমাণ শস্য বা তার মূল্য দিয়ে দেওয়া যতটুকু সদকায়ে ফিতরে দেওয়া হয়। তার ব্যাখ্যা প্রয়োজনের সময় ওলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিবেন।

মাসআলাঃ মহিলাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড়, মোজা, হাত মোজা, অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা জায়েয়।

[শামী: ৮/২১৯, ফাসলুন ফিল ইহরাম]

মাসআলাঃ মহিলাদের জন্য নাপাকী অবস্থায় নামায এবং তাওয়াফ ছাড়া হজ্বের বাকী সমস্ত আমল আদায় করা জায়েয।

[শামী: ৮/৩৪৫, কিতাবুল হজ্ব]

নোটঃ হজ্বের ওয়াজিবসমূহ, সুন্নতসমূহ, মুস্তাহাবসমূহ এবং মদীনা শরীফে উপস্থিতির আদব, উমরার পূর্ণ পদ্ধতি এবং হজ্বের ফযীলত ও মাসাইলসমূহ এর উপর অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের লিখিত কিতাবাদি পড়ে নেওয়া উচিৎ। এবং তাদের পরিচালনায় হজ্ব ও উমরার মাসাইল এবং হারাম শরীফ যিয়ারত করার আদব শিখে নেওয়া দরকার, যাতে করে পরিপূর্ণ ভাবে হজ্ব ও উমরার বরকত অর্জন করা যায়।

প্রশ্নাবলী

(১) হজ্বের নিয়ম বর্ণনা করুন।

(২) ইহরাম অবস্থায় কোন কোন জিনিস না-জায়েয?

(৩) ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরা কেমন?

৬ ষষ্ঠম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

deeniyat

সবক নং- ২১ বিবাহের মাসাইল

বিবাহ ঐ চুক্তিকে বলা হয় যার দ্বারা পুরুষ এবং মহিলা একে অপরের জন্য হালাল হয়ে যায়।

ফযীলতঃ রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিবাহ করল, সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করল, এখন তার জন্য উচিৎ, সে যেন বাকী অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।

[শুআ'বুল ঈমানঃ ৫৪৮৬]

বিবাহ হচ্ছে একটি ইবাদত। নবীগণ ও বড় বড় ওলীগণ সর্বদা এই বিবাহকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। বিবাহ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য আরাম ও শান্তির স্থান এবং এই বিবাহ অনেক বরকত ও মঙ্গলের কারণও। বিবাহের দ্বারা পুরুষ এবং মহিলা অনেক গুণাহ এবং খারাপ কাজসমূহ হতে বেঁচে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্যই হচ্ছে খারাপ কাজ থেকে দুরে থাকা এবং পবিত্র থাকা। নেক সন্তান মাতা-পিতার জন্য সদকায়ে জারিয়া এবং গুণাহ মার্জনার উপায়।

নোটঃ ইসলামে বিধবা মহিলাদের বিবাহ দেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। হুযুর ﷺ যে সকল মহিলাদেরকে বিবাহ করেছিলেন, তারা সকলেই হযরত আয়েশা رضي الله عنها ছাড়া বাকী সবাই বিধবা অথবা তালাক প্রাপ্তা ছিলেন। হযরত খাদিজা رضي الله عنها যার দুইজন স্বামীর পর নবী কারীম ﷺ তাকে সর্ব প্রথম বিবাহ করেন; এই জন্য বিধবাকে বিবাহ করা খারাপ মনে করা যাবে না। এবং বিধবা মহিলাকে বিবাহ করার মধ্যে কোন প্রকার লজ্জাও করা যাবে না। ইহা শুধু একটি খারাপ ধারনা।

deeniyat

বিবাহের সুন্নতসমূহ

(১) বিবাহের এলান করা, অর্থাৎ প্রচার প্রসার করা। [তিরমিযী: ১০৮৯]

(২) সাধা-সিধে বিবাহ করা। [মুসনাদ আহমদ: ৫৪৫২৯]

(৩) মসজিদে বিবাহ করা। [তিরমিযী: ১০৮৯]

(৪) জুমার দিনে বিবাহ করা। [আল বাহরুর রায়েক: ২/৮৩, কিতাবুন নিকাহ]

(৫) বিবাহের পর খুরমা বা খেজুর বিতরণ করা। [সুনানে কুবরা: ১৪৪৬০]

(৬) বরের সক্ষম অনুযায়ী ওলিমার ব্যবস্থা করা। [বুখারী শরীফ: ২০৪৮]

(৭) বিবাহের খুতবা পড়া। [তিরমিযী: ১১০৫]

(৮) বর এবং কনের জন্য বরকতের দু'আ করা। [আবু দাঊদ: ২১৩০]

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় দ্বীনদারীকে প্রধান্য দেওয়া

বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী (ছেলে-মেয়ে) নির্বাচনের সময় মূলত দ্বীনদারীকে প্রধান্য দেওয়া উচিৎ। এবং দ্বীনদারী দেখেই আত্মীয়তার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। কারণ দ্বীনদার ছেলেই বাস্তবিক ভাবে স্ত্রীর অধিকার ভালোভাবে বুঝবে এবং আদায়ও করবে।

নবী কারীম ﷺ এরশাদ করেন, যখন তোমাদের নিকট কোন এমন ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই যার দ্বীনদারী এবং চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তার প্রস্তাব গ্রহণ কর, আর যদি এমন না কর তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা ও বিবাদ সৃষ্টি হবে।

[তিরমিযী: ১০৮৪]

বিবাহের শব্দ: বিবাহ শুধু দুটি শব্দ দ্বারাই সংঘটিত হয়ে যায়। যেমন- কোন ব্যক্তি সাক্ষীদের উপস্থিতে বলল যে, আমি আমার

মেয়ের বিবাহ তোমার সঙ্গে দিয়ে দিলাম, উপস্থিত ছেলেটি বলল আমি কবুল করলাম, তাহলে বিবাহ হয়ে গেল এবং দুইজনে স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেল। [শামী: ৯/১৯৯, কিতাবুন নিকাহ]

বিবাহে সাক্ষী: বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত ইহা যে, বিবাহে কমপক্ষে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার উপস্থিতে হতে হবে। এবং এই উপস্থিত সাক্ষীগণ দুই পক্ষের কথাই নিজ কানে শুনতে হবে, আর সকল সাক্ষীগণ মুসলমান, জ্ঞানী, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া জরুরি, সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ জায়েয নেই। [শামী: ৯/২৩৪-২৩৮ কিতাবুন নিকাহ]

আদালতে বিবাহ: আদালতের মাধ্যমে বিবাহ এই নিয়মে হয় যে, পাত্র-পাত্রী রেজিষ্টার মাষ্টারের নিকট বিবাহ নামায় সাক্ষর করে জমা করবে। আদালতে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য বিবাহর শব্দ গুলো মুখে উচ্চারণ করা প্রয়োজন মনে করে না, এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিও প্রয়োজন মনে করে না। আদালতে যদি বিবাহের শব্দ না বলা হয় এবং শরয়ী সাক্ষীও না থাকে তাহলে বিবাহ জায়েয হবে না, পূন:রায় শরয়ী পদ্ধতিতে বিবাহ পড়ানো অপরিহার্য।

[শামী: ৯/২৩৪,২৪১, কিতাবুন নিকাহ]

প্রশ্নাবলী

(১) বিবাহের মর্যাদা বর্ণনা করুন।

(২) বিবাহের সুন্নত গুলো বলুন।

(৩) বিবাহের মধ্যে সাক্ষীর হুকুম বর্ণনা করুন।

(৪) আদলতের বিবাহের হুকুম বর্ণনা করুন।

৭ সপ্তম মাসে পড়াবে

deeniyat

সবক নং- ২২ দেনমোহরের মাসাইল

বিবাহের কারণে স্বামী-স্ত্রীকে যে সম্পদ দেওয়া ওয়াজিব তাকে "মোহর" বলা হয়।

মোহর হচ্ছে স্ত্রীর শরয়ী অধিকার। পুরুষের উপর মোহর আদায় অপরিহার্য। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করল, অথচ তার মোহর আদায় করার নিয়ত নেই, ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ব্যভিচার হিসাবে উঠবে। [তাবরানী কাবীর: ৭১৪৮]

মোহর নেওয়ার পূর্ণ অধিকার স্ত্রীর। যদি কোন মহিলা চাপ সৃষ্টি ছাড়া নিজ খুশিতে পূর্ণ মোহর বা কিছু মোহর মাফ করতে চায় তাহলে সে মাফও করতে পারবে। [শামী: ১০/৩৮, বাবুল মাহর]

মোহরের পরিমাণ : মোহরের পরিমাণ কমপক্ষে দশ দিরহাম (অর্থাৎ প্রায় ৩১-গ্রাম রূপা) অথবা ৩১-গ্রাম রূপার মূল্য। এর চেয়ে কম মোহর নির্ধারণ করা জায়েয নেই। অধিক মোহরের কোন নির্ধারিত পরিমাণ নেই; কিন্তু মোহর এই পরিমাণ নির্ধারিত করবে, যে পরিমাণ একজন পুরুষ আদায় করতে সক্ষম। যদি মোহরে ফাতেমী (১-কিলো ৫৩০- গ্রাম/৯০০-মিলি গ্রাম) রূপি আদায় করার ক্ষমতা থাকে তাহলে এই পরিমাণ রূপি নির্ধারণ করা মুস্তাহাব। [শামী: ৯/৪৯৬-৫০০, বাবুল মাহরি]

যৌতুক: পাত্র পক্ষ পাত্রীর মাতা-পিতা থেকে যে আসবাবপত্র, টাকা পয়সা যাহা কিছু দাবী করবে তা হারাম। আর আমাদের দেশে যৌতুক লওয়া ও দেওয়ার প্রথা রয়েছে; এই জন্য পাত্র পক্ষ চাওয়া ব্যতীত প্রথার কারণে যে আসবাব-পত্র দিয়ে থাকে তা নেওয়াও জায়েয নেই।

প্রশ্নাবলী

(১) পুরুষের জন্য মোহর আদায় করা কি অপরিহার্য?

(২) মোহরের পরিমাণ বর্ণনা করুন।

(৩) মোহরে ফাতিমীর পরিমাণ বর্ণনা করুন।

(৪) যৌতুকের হুকুম বর্ণনা করুন।

৭ সপ্তম মাসে পড়াবে

সবক নং- ২৩ ওলীর মাসাইল

না-বালেক ছেলে এবং না-বালিকা মেয়ের বিবাহ দেওয়া যার দায়িত্বে থাকে তাকে "ওলী" বলে।

সব চাইতে বড় দায়িত্তবান এবং প্রথম স্তরের ওলী তার পিতা, যদি সে না থাকে এরপর তার দাদা, দাদা না থাকলে ওলী হবে পরদাদা (দাদার পিতা), পরদাদা না থাকলে ওলী হবে আপন ভাই, আপন ভাই না থাকলে ওলী হবে সৎ ভাই।

মাসআলাঃ যদি ছেলে অথবা মেয়ে না-বালেক হয় তাহলে ওলী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

মাসআলাঃ যদি প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে নেয় তাহলে বিবাহ তো হয়ে যাবে; কিন্তু এরকম করা শরীয়তে অপছন্দনীয়, বড়দের পরামর্শ অনুযায়ী বিবাহ করার মধ্যে অনেক কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। [শামীঃ ৯/৩৪৬, বাবুল ওলী]

মাসআলাঃ যদি কোন ওলী বালক ছেলে বা মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিয়ে দেয়, তাহলে তার বিবাহ তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে, যদি অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে বিবাহ হয়ে যাবে, আর যদি অস্বীকার করে তাহলে বিবাহ হবে না। [শামীঃ ৯/২৪৪, কিতাবুন নিকাহ]

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল ৮

[মাসাইল]

প্রশ্নাবলী

(১) ওলী কাকে বলে?

(২) কার বিবাহ ওলী ছাড়া শুদ্ধ হয়ে যাবে?

(৩) প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের বিবাহ তার অনুমতি ছাড়া শুদ্ধ হবে কি না?

৭	সপ্তম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ২৪ কোন কোন পুরুষকে বিবাহ করা হারাম

(১) পিতা, দাদা, পরদাদা, নানা, পর নানা।

[শামী: ৯/২৫৬, ফাসলুন ফিল মুহাররিমাত]

(২) পুত্র, দৌহিত্র (ছেলের ছেলে) , প্রপৌত্র (দৌহিত্রের ছেলে), দৌহিত্র (কন্যার পুত্র), প্রপৌত্র (দৌহিত্রীর ছেলে)।

[শামী : ৯/২৫৬ ফাসলুন ফিল মুহাররিমাত]

(৩) আপন ভাই, সৎ ভাই (মা অথবা বাপ শরীক ভাই) ভাতিজা, ভাগিনা। [শামী: ৯/২৫৬,ফাসলুন ফিল মুহাররিমাত]

(৪) চাচা, মামা। [শামী: ৯/২৫৬, ফাসলুন ফিল মুহাররিমাত]

(৫) জামাই, শশুর। [শামী: ৯/২৫৬ ফাসলুন ফিল মুহাররিমাত]

(৬) রেযায়ী ভাই (দুধ শরীক ভাই), রেযায়ী বাপ (দুধ মাতার স্বামী)। [শামী: ১০/৩৮৩, বাবুর রেযায়ী]

মাসআলা: চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, মামাতো ভাই, এদের সাথে বিবাহ জায়েয।

[শামী: ৯/২৫৬, ফাসলুন ফিল মুহাররামাত]

মাসআলা: দুই বোনকে এক সঙ্গে একজনের বিবাহে রাখা হারাম। অবশ্যই যদি এক বোনের মৃত্যু হয়ে যায় অথবা স্বামী তাকে

deeniyat

তালাক দিয়ে দেয় এবং ইদ্দত পুরা হয়ে যায়, তখন বোনের স্বামীকে বিবাহ করা জায়েয। [শামীঃ ৯/২৫৬ ফাসলুন ফিল মুহাররামাত]

মাসআলাঃ যদি কোন পুরুষ কোন মহিলার শরীরে কামভাবের সাথে হাত লাগাই অথবা যিনা করেছে তাহলে ঐ পুরুষ এবং মহিলার জন্য তাদের একে অপরের আসল এবং শাখা আত্মীয় (মাতা-পিতা, সন্তানাদি)-কে বিবাহ করা হারাম।

[শামীঃ ৯/২৫৬, ফাসলুন ফিল মুহাররামাত]

মাসআলাঃ যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে খারাপ নিয়তে স্পর্শ করলো, অথবা তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো তাহলে উভয় নারী-পুরুষের জন্য একে অপরের উচুল এবং ফরা, অর্থাৎ-পিতা-মাতা, সন্তানাদীর সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যাবে।

[শামীঃ ২/৪০৯, বাবুল হায়েয]

মাসআলাঃ হায়েয এবং নেফায অবস্থায় সহবাস করা হারাম। এরকম ভাবে মহিলার পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করাও হারাম।

[শামীঃ ২/৪০৯, বাবুল হায়েয]

deeniyat

প্রশ্নাবলী

(১) কোন কোন পুরুষদেরকে বিবাহ করা হারাম?

(২) দুই বোনকে একজনের বিবাহে এক সঙ্গে রাখা কেমন?

(৩) দুধ শরীক ভাইকে বিবাহ করা কেমন?

সবক নং- ২৫ তালাকের মাসাইল

বিবাহ বন্ধন এবং সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার নাম **"তালাক"**।

অনেক সময় স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল না হওয়ার কারণে ঘর সংসার করা কঠিন হয়ে যায়। উভয়ের জন্য এক সঙ্গে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। তারা একে অপর থেকে পৃথক হওয়াকেই শান্তি মনে করে, তখন পবিত্র শরীয়ত তাদের এই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য স্বামীকে তালাক দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে। যাতে করে তারা পৃথক হয়ে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

এবং প্রয়োজন ব্যতীত তালাক দেওয়া এবং তালাক চাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। হাদীস শরীফ এসেছে, আল্লাহ তা'আলার নিকট জায়েয জিনিসের মধ্যে সব চাইতে খারাপ ও অপছন্দনীয় জিনিস হচ্ছে তালাক। [আবু দাঊদ: ২১৭৮]

অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, যে মহিলা কঠিন কষ্ট ও দুঃখ ছাড়া নিজেই স্বামীর থেকে তালাক চাইবে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধীও হারাম। [আবু দাঊদ: ২২২৬]

তালাক দেওয়ার পদ্ধতি

যখন স্বামী- স্ত্রীর মাঝে কোন বিষয়ে মতানৈক্য ও ঝগড়া হবে তখনই সর্ব প্রথম দুই জনে ঠান্ডা মাথায় তা সমাধানের চেষ্টা করবে এবং একজন অপর জনকে ক্ষমা করে দিবে। এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করার খুব দু'আ

করবে। এরপরও যদি নিজেদের মধ্যে ঝাগড়া না-মিটে উভয়ের বংশের বুদ্ধিমান, নেককার লোকদের ডেকে তাদের সাথে পরামর্শ করবে। এরপরও যদি সম্পর্ক ভালো না হয়, তখন শেষ পর্যায়ে শুধু এক তালাক দিবে। এই তালাক এমন অবস্থায় দিবে যে, যখন হায়েয থেকে পবিত্র হবে এবং ঐ পবিত্র অবস্থায় একবারও সহবাস করবে না। এখন এক তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ইদ্দত (তিন হায়েয) পর্যন্ত নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিবে, ইদ্দত পুরা হয়ে যাওয়ার পর সে বিবাহ বন্ধন থেকে বের হয়ে যাবে। তার অন্য জায়গায় বিবাহ করার অধিকার অর্জন হবে। তিন তালাক কখনও দিবে না, এক সাথে তিন তালাক দেওয়া অনেক বড় গুণাহ। এরকম ভাবে ঋতুস্রাব অবস্থায় তালাক দেওয়াও গুণাহ।

[শামী: ১০/৪৩৯-৪৪২, কিতাবুত তালাক]

তালাক দেওয়া অধিকারঃ তালাক দেওয়া অধিকার শুধু পুরুষের, পুরুষ যখন তালাক দিয়ে দিবে তখন তালাক পড়ে যাবে, এতে স্ত্রীর কিছুই করার নেই। চাই স্ত্রী তালাক কবুল করুক বা নাই করুক। স্ত্রী সেখানে উপস্থিত থাকুক বা নাই থাকুক, সর্বা অবস্থায় তালাক হয়ে যাবে। [শামী: ১০/৪৩৮, কিতাবুত তালাক]

তালাক দেওয়াঃ যদি স্বামী স্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে মুখ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তালা ক হয়ে যাবে, চাই তালাক দেওয়ার নিয়ত থাকুক বা না থাকুক। হাসি তামাশার মধ্যমে দেওয়া তালাকও পতিত হয়ে যায়।

[শামীঃ ১১/১, বাবু সারীহিত তালাক]

তালাকে রাজআ’ত

যখন স্বামী স্ত্রীকে স্পষ্ট শব্দে এক অথবা দুই তালাক দিয়ে দেই তখন ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই স্বামীর অধিকার রয়েছে যে, সে স্ত্রীকে নতুন করে বিবাহ ছাড়া স্ত্রীর মত করে রাখতে পারবে, স্ত্রী চাই রাজী হোক অথবা রাজী নাই হোক। এভাবে রেখে দেওয়াকে “রাজআ’ত” বলে।

তার উত্তম পদ্ধতি হল ইহা যে, স্বামী মুখে বলে দিবে যে, আমি স্ত্রীকে নিজের বিবাহের মধ্যে বহাল রাখিতেছি এবং এই কথার উপর দুই-চারজন ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে দিবে। আর যদি ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে নতুন করে বিবাহ ছাড়া রাখতে পারবে না। তবে যদি স্ত্রী রাজী থাকে তাহলে বিবাহ করে রাখা জায়েয হবে, আর যদি স্বামী বিবাহ ছাড়া রেখে দেয় তাহলে স্ত্রীর জন্য তার নিকট থাকা জায়েয হবে না। উভয়ে গুণাহগার হবে।

[শামী: ১১/৪৬২-৪৭৮, বাবুর রাজাআ’ত]

deeniyat

প্রশ্নাবলী

(১) বিনা কারণে তালাক দেওয়ার হুকুম কি?

(২) তালাক দেওয়া পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

(৩) তালাক দেওয়ার অধিকার কার আছে?

(৪) রাজাআ’ত কাকে বলে?

সবক নং- ২৬ তিন তালাক

যদি স্বামী নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক একই মজলিসের মধ্যে দিল। অথবা পৃথক পৃথক মজলিসের মধ্যে, যেমন- ইহা বলল, তোমাকে তিন তালাক। অথবা ইহা বলল, তোমাকে তালাক, তালাক, তালাক। অথবা এক তালাক আজকে, এক তালাক কালকে, এক তালাক পরশু দিলাম। অথবা এক তালাক এই মাসে, এক তালাক দ্বিতীয় মাসে, এক তালাক তৃতীয় মাসে দিলাম, তাহলে তিন তালাকই পতিত হয়ে গেল। এবং স্ত্রী ঐ স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ ভাবে হারাম হয়ে গেল। যদি পূন:রায় বিবাহ করে তাথাপিও স্ত্রী ঐ স্বামীর নিকট থাকা হারাম।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল ﷺ-কে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দিল, তখন নবী কারীম ﷺ তার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং দাড়াইয়া বললেন, আল্লাহর কিতাব নিয়ে কি খেলা করা হচ্ছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান। রসূলুল্লাহ ﷺ এর রাগ দেখে একজন সাহাবী দাড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করবো না। [নাসায়ী: ৩৪০১]

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, ঐ মহিলা (ইদ্দত শেষ করার পর) অন্য পুরুষকে বিবাহ করল, দ্বিতীয় স্বামী (সহবাস করা ব্যতীত) তালাক দিয়ে দিল, (এই সমস্ত কথা বলে) নবী কারীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, এই মহিলা কি তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে গেল? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে

সহবাস করবে না, যেমন ভাবে প্রথম স্বামী তার সাথে সহবাসের করে মজা পেয়েছে। [বুখারী শরীফ: ৫২৬১]

নোট: তালাকের নিয়তে এমন শব্দ বলা হয়েছে যা তালাকের অর্থে স্পষ্ট নই, তার হুকুম ভিন্ন, যার ব্যাখ্যা বড় বড় কিতাব গুলোতে রয়েছে। তার জন্য বিজ্ঞ আলেমদের থেকে জেনে নিবে।

খুলা

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন ভাবে মন মালিন্যতা দূর না হয় এবং স্বামী তালাকও দিচ্ছেনা। তখন স্ত্রীর জন্য জায়েয আছে যে, কিছু মালের বিনিময়ে অথবা নিজের মোহর মাফ করে দিয়ে স্বামীকে বলবে যে, এর বিনিময়ে আমাকে ছেড়ে দাও, তার উত্তরে স্বামী বলবে যে, আমি ছেড়ে দিয়েছি, তখন ঐ স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। তালাকে বায়েনের মধ্যে স্বামী রাজআ'ত করার (নিজের নিকট রাখার) অধিকার রাখে না। এরকম ভাবে নিজেকে মুক্ত করা এবং স্বামী থেকে আযাদ হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় "খুলা" বলা হয়। [শামী: ১২/১০২-১০৬, বাবুল খুলা]

প্রশ্নাবলী

(১) এক মজলিসে তিন তালাকের হুকুম বর্ণনা করুন।

(২) খুলা কাকে বলে?

সবক নং- ২৭ ইদ্দতের মাসাইল

স্বামী মৃত্যুবরণ করার পর অথবা তালাক পতিত হওয়ার পর স্ত্রীর উপর শরীয়তের পক্ষ থেকে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের হওয়া, সাজ-সজ্জা করা এবং বিবাহ করা নিষেধ, তাকে **"ইদ্দত"** বলা হয়।

ইদ্দতের পরিমাণ

ইদ্দত দুই প্রকারঃ

(১) মৃত্যুর ইদ্দতঃ যাহা স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়াজিব হয়, তার পরিমাণ গর্ভবতী মহিলা ব্যতীত সাধারণ মহিলাদের জন্য চার মাস দশ দিন। এবং গর্ভবতী মহিলার জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। (অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে) [শামী : ১২/৩৫৫-৩৫৬, বাবুল ইদ্দত]

(২) তালাকের ইদ্দতঃ যাহা তালাক দেওয়ার পর ওয়াজিব হয়, তার পরিমাণ গর্ভবতী মহিলার জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময়। আর সাধারণ মহিলার জন্য পরিপূর্ণ তিন হায়েয। যদি বয়স অনেক কম অথবা অনেক বেশী হওয়ার কারণে হায়েয না আসে, তাহলে তার ইদ্দত পূর্ণ তিন মাস।

[শামীঃ ১২/৩৩৮-৩৪৮, বাবুল ইদ্দত]

ইদ্দত পালন করার স্থান

ইদ্দত ঐ ঘরের মধ্যে অতিবাহিত করা আবশ্যক, যেখানে স্বামীর সাথে তালাক অথবা মৃত্যুর পূর্বে অবস্থান করে ছিল। যদি ঐ ঘরে

deeniyat

ইদ্দত পালনের ক্ষেত্রে নিজের জান, মাল, সম্মান ও মর্যাদার আশংকা হয়, অথবা অন্য কোন পেরেশানীর সম্ভাবনা থাকে, তখন অন্য জায়গায়ও ইদ্দত পালন করতে পারবে। আর তালাকের ইদ্দত পালন কালে সমস্ত খরচ বহন করা স্বামীর উপর আবশ্যক।
[শামী: ১২/৪৫৪, ফাসলু ফিল হিদাদ, ১৩/১৮৬, বাবুন নাফক্বাতি]

ইদ্দত পালনের সময় না-জায়েয কাজসমূহ

(১) বিবাহ করা। [বাদা ইউস সানায়ে: ৩০/২০৪, ফাসলুন ওয়া আম্মা আহকামুল ইদ্দত]

(২) স্পষ্ট শব্দে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া। [শামী: ১২/৪৪১, ফাসলুন ফিল হিদাদ]

(৩) প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া।
[শাম : ১২/৪৫৪, ফাসলুন ফিল হিদাদ]

(৪) সাজ-সজ্জা অবলম্বন করা (সাজ-সজ্জার জিনিস সমূহ গ্রহণ করা)। যেমন- অলঙ্কার পরিধান করা, মেহেদী লাগানো, উত্তম কাপড় পরিধান করা, সুরমা লাগানো, চুল গুলো সজ্জিত করা এবং সুগন্ধী লাগানো ইত্যাদি। এই সমস্ত জিনিস ছেড়ে দেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় "শোক" বলে। [শামী: ১২/৪৩২, ফাসলুন ফিল হিদাদ]

মাসআলা: স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের মধ্যে যদি স্ত্রীর নিকট সংসার চালানোর পরিমাণ টাকা পয়সা না থাকে, তাহলে স্ত্রী টাকা উপার্জনের জন্য বাহিরে যেতে পারবে। কিন্তু রাত্রি যাপন নিজ ঘরেই থাকতে হবে, অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করা জায়েয নেই।
[শামী: ১২/৪৫১, ফাসলুন ফিল হিদাদ]

মাসআলা: মাথা ব্যথার কারণে এমন তৈল ব্যবহার করতে পারবে, যার মধ্যে কোন সুগন্ধী নেই। তদ্রূপ ঔষধ হিসাবে সুরমা

deeniyat

লাগানোও জায়েয আছে এবং প্রয়োজনের সময় হালকা ভাবে চুল আঁচড়ানোতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন- মাথার উকুনের জন্য অথবা মাথার চুল এলোমেলো হওয়ার কারণে, সাজ-সজ্জা উদ্দেশ্য নয়। [শামী: ১২/৪৩৫, ফাসলুন ফিল হিদাদ]

মাসআলা: যে মহিলাকে তালাকে রজয়ী দেওয়া হয়েছে (যার মধ্যে স্বামী তাকে পূন:রায় ফিরে আনার অধিকার রয়েছে) তার জন্য সাজ-সজ্জা করার অনুমতি আছে।
[বাদা ইউস সানায়ে: ৩/২০৯, ফাসলুন ওয়া আম্মা আহকামুল ইদ্দাতি]

প্রশ্নাবলী

(১) ইদ্দত কাকে বলে? (২) তালাকের ইদ্দতের পরিমাণ কত?
(৩) মৃত্যুর ইদ্দতের পরিমাণ কত?
(৪) স্ত্রী ইদ্দত কোথায় পালন করবে?
(৫) ইদ্দতের মধ্যে কোন কোন জিনিস না-জায়েয?
(৬) শোক কাকে বলে?

৯ নবম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ২৮ মাতা-পিতার অধিকার

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ- তোমাদের পালনকর্তা এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। এবং মাতা-পিতার সাথে সৎ ব্যবহার কর। যদি মাতা-পিতার মধ্য থেকে কোন একজন বা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে "উহ" শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমকও দিওনা, বরং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা, এবং তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও। তাদের জন্য এই দুআ কর, হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের

প্রতি রহম করুন, যেমন- তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। [সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩,২৪]

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কতটা হক রয়েছে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, উনারা তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম।
[ইবনে মাজাহ: ৩৬৬২]

নবী কারীম (অৎনর) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টিতে নিহিত এবং আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি পিতার অসুন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে। [তিরমিযী: ১৮৯৯]

নিম্নে পিতা-মাতার হক্ব সমূহ-

(১) তাদেরকে ভালোবাসা। (২) আদব ও সম্মান করা।
(৩) আনুগত্য ও অনুসরণ করা। (৩) আরাম পৌঁছানো।
(৫) সেবা যত্ন করা। (৬) প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করা।
(৭) দু:খ কষ্ট না দেওয়া। (৮) জোর গলায় চেঁচিয়ে কথা না বলা।
(৯) সন্তুষ্ট রাখা, অসুন্তুষ্ট না করা।
(১০) সব সময় রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করা।
(১১) মাতা-পিতার বন্ধুদের সঙ্গেও উত্তম ব্যবহার করা।
(১২) মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য ইবাদত এবং দান খায়রাতের নেকী পৌঁছাতে থাকা।
(১৩) মাতা-পিতার দায়িত্বে যদি কোন ঋণ অথবা কোন বৈধ ওসিয়াত থাকে তাহলে তা আদায় করা।

প্রশ্নাবলী

(১) মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে কোন আয়াত বা হাদীসের অর্থ শুনাও।
(২) মাতা-পিতার অধিকার বর্ণনা করুন।

১০ দশম মাসে পড়াবে

deeniyat

সবক নং- ২৯ আত্মীয়দের অধিকার

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় “রাহিমুন” শব্দ (যার অর্থ আত্মীয়তা) আল্লাহ তা’আলার নাম “রহমান” থেকে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ - এই আত্মীয়তা রহমানের রহমতের একটি শাখা, (এই সম্পর্কেই) আল্লাহ তা’আলা বলেন, যে তোমাকে মিলাবে আমি তাকে মিলাবো, এবং যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমি তাকে ছিন্ন করবো। [বুখারী শরীফ: ৫৯৮৮]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি চায় যে, তার রুজিতে বৃদ্ধি (বরকত) হোক এবং তার হায়াতও বৃদ্ধি পাক, তাহলে সে যেন আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করে। [বুখারী শরীফ: ২০৬৭]

নিম্নে আত্মীয়দের হক্বসমূহ-

(১) আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করা, যদিও তারা খারাপ ব্যবহার করে।

(২) আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাদের খোজ খবর নেওয়া।

(৩) নিজের সাধ্যানুযায়ী আত্মীয়দের উপর খরচ করা।

(৪) প্রয়োজনের সময় আত্মীয়দেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা।

প্রশ্নাবলী

(১) আত্মীয়দের হক সম্পর্কে একটি হাদীসের অনুবাদ শুনান।

(২) আত্মীয়দের অধিকার বর্ণনা করুন।

১০ দশম মাসে পড়াবে

deeniyat

সবক নং- ৩০ প্রতিবেশীর অধিকার

আল্লাহ তা'আলার রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়! আল্লাহ তা'আলার শপথ ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়! আল্লাহ তা'আলার শপথ ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়! এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি মু'মিন নয়? রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি যার অনিষ্ট এবং অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। [বুখারী শরীফ: ৬০১৬]

নিম্নে প্রতিবেশীর হক্বসমূহ-

(১) প্রতিবেশীর সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা, তাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া।

(২) মসিবতের সময় তাকে সান্তনা দেওয়া এবং তার সাহায্য করা।

(৩) দ্বীন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তাকে দিক নির্দেশনা দেয়া।

(৪) খাবার ও পানীয়দ্রব্য এবং আরো অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস হাদিয়া দেওয়া।

(৫) যদি কোন জিনিস, যেমন- লবন, পানি, পাত্র ইত্যাদি চায় তাহলে দিয়ে দেওয়া।

(৬) প্রতিবেশীর থেকে কোন কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ করা।

প্রশ্নাবলী

(১) প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে একটি হাদীসের অর্থ শুনান।

(২) প্রতিবেশীর অধিকার বর্ণনা করুন।

১০ দশম মাসে পড়াবে

deeniyat

সবক নং- ৩১ মুসলমানের অধিকার

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ৬-টি হক রয়েছে–

(১) যখন সাক্ষাত হবে তখন তাকে সালাম করবে। (২) যখন দাওয়াত দিবে তখন তার দাওয়াত গ্রহণ করবে। (৩) যখন তার হাঁচি আসবে (এবং আলহামদুলিল্লাহ বলবে) তখন তার উত্তরে ইয়ারহামু কাল্লাহ বলবে। (৪) যখন অসুস্থ হবে তখন তার সেবা যত্ন করবে। (৫) যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন তার জানাযার সঙ্গে যাবে। (৬) এবং তার জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করবে, যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করবে। [ইবনে মাজা: ১৪৩৩]

রসূলুল্লাহ (অৎনর) বলেছেন, তোমরা একে অপরের সঙ্গে হিংসা করো না ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছাড়া শুধু ধোকা দেওয়ার জন্য জিনিসের দাম বেশী করে বলবে না। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। একে অন্যের সাথে অমানবিক ব্যবহার করবে না। অন্যের দামের উপর জিনিসের দাম করবে না। এবং তোমরা সকলে আল্লাহ তা'আলার বান্দা হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, তার উপর অত্যাচার করবে না এবং (যদি তার উপর অন্য কেউ অত্যাচার করে) তাহলে তাকে অসহায় এবং একাকী ছেড়ে দিবে না। এবং তাকে ছোট ও নিম্ন মনে করবে না। ঐ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পবিত্র বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) এখানে হয়। মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের মুসলমান ভাইকে নিম্ন মনে করবে। একজন মুসলমানের রক্ত, তার সম্পদ এবং তার সম্মান ও ইজ্জত অন্য মুসলমানের উপর হারাম। [মুসলিম শরীফ: ৬৭০৬]

deeniyat

সুতরাং আমাদের নিজের মুসলমান ভাইয়ের হক আদায় করার চেষ্টা করা দরকার। সহজের জন্য মুসলমানদের অধিকার গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) ভালো ব্যবহার করা, হিংসা ও বিদ্বেষ না রাখা।

(২) ভালো ব্যবহার করা এবং নম্রতার সাথে সামনে আসা, কষ্ট না দেওয়া।

(৩) ছোটদের উপর রহম করা, বড়দের ইজ্জত করা এবং উলামাদের সম্মান করা।

(৪) সহানুভূতি দেখানো, কখনও তার খারাপ কামনা না করা।

(৫) সাক্ষাতের সময় সালাম করা এবং সালাম করলে তার উত্তর দেওয়া।

(৬) দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত গ্রহণ করা।

(৭) অসুস্থ হলে তার সেবা যত্ন করা।

(৮) হাঁচি আসলে সে যদি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তার উত্তরে 'ইয়ার হামুকাল্লাহ' বলা।

(৯) প্রয়োজনের সময় সাহায্য করা, কেউ অত্যাচার করলে তাকে অত্যাচার থেকে বাচানো।

(১০) ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং খারাপ কাজের নিষেধ করা।

(১১) ঝগড়া হলে মীমাংসা এবং ক্ষমা করে দেওয়া এবং তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ না করা।

(১২) দোষত্রুটি গোপন করা এবং পরনিন্দা না করা।

(১৩) হেদায়াত এবং মাগফিরাতের দু'আ করা।

(১৪) মারা গেলে তার জানাযাতে এবং কাফন দাফনে অংশ গ্রহণ করা।

প্রশ্নাবলী

(১) মুসলমানদের অধিকারের উপর একটি হাদীসের অর্থ শুনাও।

(২) মুসলমানদের অধিকার বর্ণনা করুন।

১০ দশম মাসে পড়াবে

deeniyat

সবক নং- ৩২ মানুষের অধিকার

ইসলামের দয়া ও করুণা কোন বিশেষ জাতি বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সারা বিশ্বের মানবতার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, সমস্ত সৃষ্টিজীব আল্লাহ তা'আলার আত্মীয় স্বজন (এবং তারা সকলে এক ঘরের মানুষের ন্যায় স্থান রাখে)। আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচাইতে বেশী পছন্দনীয় ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলার আহলের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং অনুগ্রহ করে। [শুআ'বুল ঈমান: ৮৪৪৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, বাস্তবতা হল ইহা যে, আমি আদম সন্তান (মানুষ) কে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, এবং তাদেরকে পবিত্র জিনিস রিযিক হিসাবে দান করেছি, এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্টিজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রদান্যতা দান করেছি। [সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত- ৭০]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, অথচ তার হত্যা করাটা অন্য কারো প্রাণের বিনিময়ের জন্য ছিল না, এবং কেউ জমিনে বিবাদ সৃষ্টি করার কারণেও ছিল না, তাহলে তার হত্যাকান্ড এমন যে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল, আর যে ব্যক্তি কোন একজনের প্রাণ বাচাইল, সে যেন সমস্ত মানুষকে বাচাইল। [সূরা মায়েদাহ: আয়াত-৩২]

রসূলুল্লাহ (অৎনর) বলেছেন, তোমরা জমিনের মানুষদের উপর রহম কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রহম করবেন। [আবু দাউদ: ৪৯৪১]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এবং তোমরা মানুষদের সাথে ভালো কথা বল। [সূরা বাকারা: আয়াত-৮৪]

অত:এব আমাদের সকলকে মানব জাতীর হক আদায় করার চেষ্টা করার উচিত। সহজের জন্য মানুষের কিছু অধিকার নিম্নে বর্ণনা করা হলো ।

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

৮

deeniyat

৩-আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

৮

(১) প্রত্যেকটি মানুষের সাথে উত্তম চরিত্রে এবং মিষ্টি ভাষায় কথা বলা। কষ্টদায়ক কথা এবং গাল-মন্দ থেকে বিরত থাকা।

(২) ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কথা থেকে বাধা দেওয়া।

(৩) প্রত্যেকটি মানুষের সাথে ন্যায় বিচার করা।

(৪) প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি রহম করা, অত্যাচার ও নির্যাতন না করা।

(৫) ভুল ও অন্যায়কে ক্ষমা করা।

(৬) মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন- খানা-পানাহার, পরিধান করার ও থাকার জিনিস সমূহ এবং চিকিৎসা ইত্যাদিতে সাহায্য করা, লেনদেনের ক্ষেত্রে নম্র ব্যবহার করা। (ধর্মীয় জিনিসে সাহায্য করার অনুমতি নেই) অর্থাৎ- অন্য ধর্মের কোন কাজে তাদের সাহায্য করা, যেমন- হিন্দু, খৃষ্টান ইত্যাদির কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা তাদেরকে ধন দৌলত দিয়ে সাহায্য করা জায়েয নেই।

(৭) ইসলামের বৈশিষ্টগুলো বর্ণনা করে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া এবং হেদায়েতের দু'আ করা।

(৮) সমস্ত মানুষ এক পিতা-মাতা; আদম ও হাওয়া (আঃ) এর সন্তান। তাই কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে ঘৃণা না করা।

(৯) আত্মীয়তা এবং এলাকার হওয়ার কারণে কোন বিষয়ে তারতম্য না করা।

প্রশ্নাবলী

(১) মানুষের অধিকারের উপর একটি হাদীসের অর্থ শুনান।

(২) মানুষের অধিকার বর্ণনা করুন।

১০	দশম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত
[সীরাত]

সীরাত সংজ্ঞা

সীরাত : আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবনকে "সীরাত" বলে।

উপদেশ মূলক কথা

কুরআন : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

[সূরা আহযাব : আয়াত-২১]

নিশ্চয় তোমাদের জন্য রসূল ﷺ-এর সত্তার মধ্যে (জীবন অতিবাহিত করার জন্য) উত্তম আদর্শ রয়েছে।

হুযুর এর জীবনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষদের জন্য একটি আ'মলী এবং আদর্শিক নমুনা স্বরুপ। এবং তাতে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের দিক নির্দেশনা ও পথ প্রদর্শণ বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের জীবনের এমন কোন অধ্যায় নেই, যেখানে রসূল ﷺ পথ প্রদর্শন করেন-নি।

রসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে সকল মানবজাতী লাঞ্ছিত ও অধ:পতনের শিকার ছিল। সারা পৃথিবীতে এমন কোন সম্প্রদায় ছিল-না যে, তারা চরিত্রের দিক থেকে ভালো আদর্শবান। এবং এমন কোন সংগঠন ও সমাজ ব্যবস্থাপনাও ছিলনা যে, তারা সম্মান ও চরিত্রের দিক দিয়ে উচ্চ স্তরের হবে। এবং এমন কোন শাসকও ছিলনা যে, যার শাসন ব্যবস্থপনা ন্যায়, ইনসাফ দ্বারা তৈরী ছিল। এবং এমন কোন সঠিক ধর্মও ছিল-না, যে ধর্ম মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

হুযুর ﷺ এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মাত্র তেইশ বছরে মানুষ-কে সকল প্রকার অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বের করেছেন। হুযুর ﷺ সকল মানব জাতীকে নতুন আলোর পথ ও নতুন জীবন যাপর করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। এবং নতুন শিষ্টাচার, আদর্শ সমাজ ও ন্যায় বিচারের উপর আদর্শবান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহর হক ও বান্দার হক সম্পর্কে মানুষদেরকে জানিয়েছেন। নামায, রোযা, পানাহার করা, শয়ন করা, জাগ্রত হওয়া, বিবাহ-শাদী, জীবন-মৃত্যু, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদির উত্তম পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। মোট কথা- জীবনের প্রত্যেক অধ্যায়ের ব্যাপারে হুযুর ﷺ সমস্ত মানুষকে পরিপূর্ণ ভাবে পথ প্রদর্শণ করেছেন। হুযুর ﷺ এর পবিত্র জীবন অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মাধ্যমেই মানুষ বাস্তবিক ভাবে আদর্শবান মানুষ হতে পারবে। আর এর দ্বারাই আল্লাহ এবং তার রসূলের পূর্ণ ভালোবাসা অর্জন করা যাবে। এবং দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকৃত সফলতা অর্জন করা যাবে। হুযুর ﷺ এর পবিত্র জীবনি অনুসরণ ছাড়া অন্যদের অনুসরণ গ্রহণ করা মারত্মক দুর্ভাগা ও হতাশার বিষয়। কারণ অন্যদের অনুসরণ পৃথিবীতে ধ্বংসপ্রাপ্ততা ও বিনষ্টতা এবং আখেরাতে অসফলতার কারণ হবে। এই জন্যই অপরিহার্য যে, আমরা হুযুর ﷺ এর পবিত্র জীবন এবং হুযুর ﷺ এর উচ্চ চরিত্র ও উচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হব, এবং সে অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে সর্বদা তার উপর আমল করার চেষ্টা করবো।

deeniyat

শিক্ষিকার প্রতি উপদেশ

এ বছর হুযুর ﷺ এর "মদীনার জীবনের" সবক এবং নবী ﷺ এর পবিত্র জীবনের কিছু গুণাবলী ও "আমাদের নবী ﷺ এর চরিত্র ও অভ্যাস" শিরোনামে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনে এ সব বাস্তবায়ণ করে সফল ও আদর্শবাণ হতে পারে। তা ছাড়া খুলাফায়ে রাশেদীনের সংক্ষিপ্ত জীবনিও দেওয়া হয়েছে। সীরাতের সবকসমূহ শিক্ষার্থীদেরকে সুন্দর করে বুঝাবেন। এবং প্রত্যেক সবকের সাথে দেওয়া প্রশ্নের মাধ্যমে সবকসমূহ ব্রেনে বসিয়ে দিবেন।

মাদানী জীবন

প্রিয় রসূল ﷺ নবী হওয়ার পর ১৩-বছর মক্কা মুকাররমায় ছিলেন। সেখানে সর্বদা দ্বীনের কাজ করতেন, এবং বিভিন্ন ধরণের কষ্ট সহ্য করতেন। ঐ সময়-কে "মক্কী জীবন" বলা হয়। এরপর হুযুর ﷺ হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন, এবং ১০-বছর মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলেন, ঐ সময়-কে "মাদানী জীবন" বলা হয়।

সবক নং- ১ আমাদের নবী ﷺ মদীনায়

যখন থেকে মদীনার মানুষেরা শুনতে পেল যে, আমাদের নবী মদীনায় আসবেন, ঐ সময় থেকে তারা দৈনন্দিন মদীনার বাহিরে এসে হুযুর ﷺ এর আসার অপেক্ষা করতেন। তারা অত্যন্তই অনন্দিত ছিল যে, এমনকি মদীনার ছোট ছোট বাচ্চারা খুশীতে গলী গলী ঘুরে ঘুরে বেড়াতো আর বলতো যে, আমাদের প্রিয় নবী

deeniyat

আসছেন, আমাদে প্রিয় নবী আসছেন, আমাদের প্রিয় নবী আসছেন। ছোট ছোট মেয়েরা নিজেদের ঘরের ছাদের উপর বসে নবী صلى الله عليه وسلم এর আগমনের খুশীতে পদ্য বলত। যখন নবী صلى الله عليه وسلم আসলেন, তখন লোকেরা রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে হুযুর صلى الله عليه وسلم -কে স্বাগত জানিয়ে ছিল। প্রত্যেকেরই আকাঙ্খা ছিল যে, হুযুর صلى الله عليه وسلم যেন আমার বাড়ীতে অবস্থান করেন। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবীজি صلى الله عليه وسلم এর উটনী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه এর বাড়ীর সামনে বসে পড়ল, তাই নবীজি صلى الله عليه وسلم হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه বাড়ীতেই অবস্থান করলেন।

প্রশ্নাবলী

(১) মক্কী ও মাদানী যুগ কাকে বলে?

(২) মদীনার লোকেরা আমাদের নবীজি صلى الله عليه وسلم-কে কিভাবে স্বাগত জানিয়ে ছিল?

(৩) নবীজি صلى الله عليه وسلم কার বাড়ীতে অবস্থান করে ছিলেন?

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং- ২ মুহাজির ও আনসারীদের মাঝে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে

মক্কা থেকে যারা হিজরত করে মদীনায় গিয়েছেন তাদেরকে "মুহাজির" বলা হয়। মুহাজিরগণ আসবাবপত্র বিহীন ছিলেন। মদীনার মুসলমানগণ তাদেরকে সর্বদিক থেকে সাহায্য করেছিলেন; এই জন্য মদীনার এই সমস্ত লোকদেরকে "আনসার" বলা হয়। প্রিয় রসূল صلى الله عليه وسلم মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গড়ে তুলে ছিলেন। অর্থাৎ-

deeniyat

আনসার এবং মুহাজিরগণকে পরস্পর ভাই ভাই বানিয়ে ছিলেন। অত:পর আনসারীগণ মুহাজিরগণের থাকার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। বিবাহ শাদীরও ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যেও অংশীদার করেছেন। প্রত্যেক কথা ও কাজে নিজেদের থেকে তাদেরকে বেশী প্রধান্য দিতেন। আল্লাহ তা'আলাও কুরআনে আনসারী সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন।

প্রশ্নাবলী

(১) মুহাজির কাকে বলে?

(২) ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের উদ্দেশ্য কি?

(৩) আনসারী সাহাবীগণ মুহাজিরদের সাথে কী ধরণের আচরণ করেছেন?

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং- ৩ মদীনা মুনাওয়ারার অবস্থা

আমাদের নবীজি ﷺ মদীনায় পৌঁছে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এবং নামাযের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন, যাকে "মসজিদে নববী" বলা হয়। আমাদের প্রিয় নবীজি ﷺ মদীনায় পৌঁছার পূর্বে আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধে লেগে থাকত। দৈনন্দিন যুদ্ধ লেগে থাকার কারণে তারাও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এই যুদ্ধ শেষ করার জন্য তারাও চেয়ে ছিল যে, তারা কোন ব্যক্তিকে নিজেদের বাদশাহ বানিয়ে নিবে, এর জন্য তারা একজন "মুনাফিক" আব্দুল্লাহ বিন উবাইর নাম ঠিক করল; কিন্তু আমাদের নবীজি ﷺ মদীনায়

deeniyat

আসার পর সে আর বাদশাহ হতে পারেনি। নবীজি ﷺ মদীনার এই পরিস্থিতি দেখে ইয়াহুদীদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। প্রকাশ্যে তো ইয়াহুদীরা সন্ধি করে নিল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, সবচাইতে বেশী ষড়যন্ত্র করে ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলূল।

প্রশ্নাবলী

(১) আমাদের নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছে সর্ব প্রথম কোন কাজ করে ছিলেন?

(২) আমাদের নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছার পূর্বে মদীনার অবস্থা কেমন ছিল?

(৩) আব্দুল্লাহ বিন উবাই-কে ছিল? এবং নবীজি ﷺ এর সঙ্গে তার ষড়যন্ত্রের কারণ কি ছিল?

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং- ৪ মুসলমানদের তিন শত্রু

মক্কা মুকাররমায় মুসলমানদের শত্রু ছিল শুধু কাফেররা। আর মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পর মুসলমানদের শত্রু ছিল তিন প্রকারের; মক্কার কাফেরগণ, মদীনার ইয়াহুদী এবং মুনাফিকগণ। মদীনার ইয়াহুদীগণ অনেক সম্পদশালী ছিল। রাজ্যের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য তাদের হাতেই ছিল। আরবের লোকদের দ্বারা পারিশ্রমিক, চাষাবাদ ও ঘর বাড়ীর কাজ করিয়ে নিত। তারা সুদের উপর টাকা লাগাতো এবং আরবের উন্নতির বিরোধী ছিল। মুনাফেক ঐ সমস্ত লোক ছিল যারা প্রকাশ্যে কালিমা পড়ে

deeniyat

মুসলমান হয়েছিল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা মুসলমানদের কট্টর বিরোধী ও শত্রু ছিল।

আব্দুল্লাহ বিন উবাই ঐ সকল মুনাফেকদের সরদার ছিল। মুনাফেকরা বহুবার আমাদের নবীজি ﷺ এর সাঙ্গে প্রতারণা করেছিল। তারা সব সময় ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল।

প্রশ্নাবলী

(১) মদীনায় মুসলমানদের কয় প্রকারের শত্রু ছিল?

(২) মদীনায় ইয়াহুদীরা কেমন ছিল?

(৩) মুনাফিক কারা ছিল? এবং তারা কি করত?

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং- ৫ বদর এবং উহুদের যুদ্ধ

মদীনার মুসলমানদের হিজরতের দ্বিতীয় বছর একটি বড় যুদ্ধ করতে হয়েছিল, এটাই ছিল ইসলামের সর্ব প্রথম যুদ্ধ। সেই যুদ্ধকে "বদরের যুদ্ধ" বলা হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩-জন । আর মক্কার কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১-হাজার। কাফেরদের নিকট যুদ্ধের সব ধরণের সরাঞ্জামাদি ছিল।

কিন্তু সেই যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে মুসলমানরাই জয় লাভ করেন এবং কাফেররা পরাজয় বরন করে। এই যুদ্ধে আবু জেহেল এবং উতবার মত বড় বড় নেতারা মারা গিয়ে ছিল। বদরের যুদ্ধের এক বছর পর উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

deeniyat

উহুদের যুদ্ধ অত্যান্ত কঠিন ছিল। ঐ যুদ্ধে প্রথমে মুসলমানগণ জয় লাভ করেছিল। কাফেরগণ পরাজয় বরন করে ছিল। খুশীর আত্মহারায় মুসলমানগণ নির্দিষ্ট পাহারার স্থান থেকে সরে গিয়েছিল; যার কারণে মুসলমানদের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়। তাতে আমাদের নবীজি ﷺ এর দুটি দাঁতও শহীদ হয়ে ছিল। পুন:রায় মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে দ্বিতীয়বার আক্রমন করল। আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে কাফেররা পলায়ন করতে বাধ্য হলো। আল্লাহ তা'আলা এভাবো মুসলমানদেরকে জয় দান করেন। এই যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন।

প্রশ্নাবলী

(১) বদর যুদ্ধে মুসলমান ও কাফেরদের সংখ্যা কত ছিল?
(২) বদর যুদ্ধে কাফেরদের কোন কোন বড় নেতাকে মারা হয়েছে?
(৩) উহুদ যুদ্ধে আমাদের নবী ﷺ এর কি পরিমাণ কষ্ট হয়েছে এবং কতজন সাহাবী শহীদ হয়েছেন?

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং- ৬ খন্দক

হিজরতের পঞ্চম বছর আরো একটি বড় যুদ্ধ হয়ে ছিল। তাকে "খন্দকের যুদ্ধ" বলা হয়। কিছু ইহুদী মক্কা গিয়ে কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করল, এভাবে আরবের অন্যান্য গোত্র গুলোকেও উত্তোজিত করল। সকলে মিলে ১০-হাজারের একটি বিশাল সৈন্য দল তৈরী করল এবং তার প্রধান আবু সুফিয়ান-কে নির্ধারণ করল। যখন আমাদের নবীজি ﷺ এর

নিকট এই সংবাদ আসল, তখন হুযূর ﷺ হযরত সালমান ফারসী رضي الله عنه এর পরামর্শ অনুযায়ী মদীনার চতুর্দিকে গর্ত খোঁড়ার আদেশ দিলেন। গর্ত খোঁড়ার সময় নবীজি ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে শরীক ছিলেন। কাফেরদের সৈন্য বাহিনী যখন মদীনায় এসে পৌঁছল, তখন তারা খন্দক দেখে অত্যান্ত আশ্চর্য হল; কেননা এটা এমন একটি উপায় ছিল, যার সম্পর্কে আরবের লোকেরা অবগত ছিল না। খন্দক এত গভীর ও লম্বা চওড়া ছিল যে, শত্রুরা তা পার হতে সক্ষম ছিল না। কাফেরগণ একমাস পর্যন্ত মদীনাকে ঘেরাও করে রেখে ছিল। একদিন অত্যান্ত বড় আকারের তুফান এলো যার দ্বারা কাফেরদের তাবু ইত্যাদি উপড়ে গেল ফলে তারা পলায়ন করতে বাধ্য হল।

প্রশ্নাবলী

(১) খন্দকের যুদ্ধ কবে হয়েছে?

(২) খন্দকের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করুন।

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং- ৭ হুদায়বিয়ার সন্ধি

আমাদের নবী ﷺ ও মুহাজিরগণ মদীনায় আসার পর থেকে ছয় বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। মক্কা শরীফ তাদের বার বার স্মরণ আসতো, তাদের মনে বড় ইচ্ছা জেগেছিল যে, তারা মক্কা শরীফে গিয়ে কাবা ঘরের তাওয়াফ করবে। এই জন্য নবী ﷺ ১৪-শত সাহাবীদের নিয়ে উমরা করার ইচ্ছা করলেন, এবং মদীনা থেকে সফর করে মক্কার নিকটে হুদায়বিয়া নামক

deeniyat

কুপের দ্বারে অবস্থান করলেন। কাফেররা এই খবর শুনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া আরম্ভ করল। আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم হযরত উসমান رضي الله عنه এর মাধ্যমে মক্কার লোকদের নিকট এই চিঠি পাঠালেন যে, আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি, আমরা শুধু উমরা করার জন্য এসেছি। কিন্তু কাফেররা সে কথা মেনে নেয়-নি, এবং বিভিন্ন ধরনের শর্ত দিয়ে সন্ধি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। যার মধ্যে একটি শর্ত এই ছিল যে, এই বছর মুসলমানেরা মদীনায় ফিরে যাবে, আগামী বছর এসে উমরা করবে, দ্বিতীয় শর্ত ইহা ছিল যে, যদি কোন মুসলমান মক্কা থেকে মদীনায় চলে যায় তাহলে মদীনাবাসী মক্কার লোকটিকে ফিরিয়ে দিবে। আর যদি কেউ মদীনা থেকে মক্কায় চলে আসে তাহলে মক্কাবাসী তাকে ফিরিয়ে দিবে না। এই অবস্থায় কাফেররা যত শর্ত লাগিয়েছে নবীজি صلى الله عليه وسلم সমস্ত শর্তকে মেনে নিয়েছেন এবং সন্ধি করেছেন। প্রথমে মুসলমানগণ এ-অবস্থায় সন্ধি করতে পছন্দ করেন-নি; কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা ইহাকে মুসলমানদের জন্য জয় বলে ঘোষণা দিলেন তখন মুসলমানদের অন্তরে শান্তি আসল।

প্রশ্নাবলী

(১) আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم উমরা করার ইচ্ছা কেন করলেন?
(২) এই সন্ধির নাম কি?
(৩) কি শর্তের উপর এই সন্ধি হয়েছে?

deeniyat

সবক নং- ৮ মক্কা বিজয়

হুদায়বিয়া সন্ধির পর মুসলমানগণ একটু শান্তির শ্বাস নিচ্ছিলেন। ইসলাম প্রচারের জন্য রাস্তা উম্মুক্ত ছিল এবং অনেক মানুষ মুসলমান হতে লাগল। আমাদের নবী ﷺ ঐ সময় অনেক বাদাশাহদের নামে চিঠিও লিখলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। মক্কার কাফেরগণ অনেক দিন পর্যন্ত এই সন্ধির উপর অটল থাকতে পারেনি এবং তারা সন্ধি ভেঙ্গে দিল, অত:এব আমাদের নবী ﷺ ৮-হিজরীতে ১০-হাজার মুসলমানদেরকে নিয়ে কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ করার জন্য মক্কায় রওয়ানা হল। মক্কার কাফেরগণ মুসলমানদের জাঁক জমক দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং যুদ্ধ করার সাহস করেনি। আমাদের নবী ﷺ মক্কায় বিজয় বেশে সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন। এরা ঐ-সব কাফের যারা মুসলমানদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার করেছিল, এবং মক্কায় হিজরত করার জন্য বাধ্য করেছিল। যদি হুযুর ﷺ ইচ্ছা করতেন তাহলে প্রত্যেকের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন; কিন্তু হুযুর ﷺ তাদের থেকে প্রতিশোধ নেন-নি; বরং সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। এবং ঘোষণা দিলেন যে, আজ দয়া এবং মার্জনার দিন। মক্কার কাফেরগণ নবী ﷺ এর নিকট এসে ক্ষমা চাইতে লাগলো। যে কেউ নবী ﷺ এর কাছে ক্ষমা চাইতো নবীজি ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিতেন। ঐ দিন আমাদের নবী ﷺ আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ-কে মূর্তিপূজা থেকে পবিত্র করেছেন এবং প্রত্যেক জায়গায় একাত্ববাদের স্লোগান দিয়েছেন।

deeniyat

প্রশ্নাবলী

(১) আমাদের নবীজি ﷺ কতজন মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হলেন?

(২) আমাদের নবীজি ﷺ বাদশাহদের নামে কখন চিঠি লিখেছেন?

(৩) যারা আমাদের নবীজি ﷺ ও মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়েছিল তাদের সঙ্গে নবীজি ﷺ কিরূপ আচারণ করেছেন?

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং- ৯ বিদায় হজ্ব

মক্কা বিজয়ের পর আরবের মধ্যে ইসলামের প্রচার- প্রসার শুরু হয়ে গেল এবং অনেক লোক কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো, মুসলমানদের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলছে। আমাদের নবী ﷺ ১০-হিজরীতে নিজের এক লক্ষরও বেশী সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ করেছেন, ইহা আমাদের নবী ﷺ এর শেষ হজ্ব। এই হজ্বকেই “হুজ্জাতুল বিদা’” বলা হয়। এই হজ্বের মধ্যে নবীজি ﷺ আরাফার ময়দানে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করলেন এবং একটি মর্মস্পর্শী বক্তব্য দিলেন। এরপর সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়েছি? সকল সাহাবায়ে কেরামগণ উত্তরে বললেন যে, হ্যাঁ- অবশ্যই! আপনি আমাদের নিকট আল্লাহ

পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন এবং আপনার দায়িত্ব আদায় করেছেন। এরপর হুযুর ﷺ হজ্বের রুকনগুলো আদায় করে কাফেলার সঙ্গে মদীনা তায়্যেবায় ফিরে আসেন।

প্রশ্নাবলী

(১) আমাদের নবীজি ﷺ কবে হজ্ব করেছেন ?

(২) আমাদের নবীজি ﷺ এর শেষ হজ্বকে কি বলা হয়?

(৩) এই শেষ হজ্বে নবীজি ﷺ এর সঙ্গে কতজন সাহাবা ছিলেন?

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং- ১০ আমাদের নবীজি ﷺ এর মৃত্যু

যখন আমাদের নবী ﷺ আল্লাহর পয়গাম আল্লাহর বান্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং চতুর্দিকে ইসলামের প্রচার- প্রসার হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী ﷺ -কে নিজের নিকট ডাকার ইচ্ছা করলেন। অত:এব হজ্বের সফর থেকে আসার তিন মাস পর আমাদের নবী ﷺ এর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। যতক্ষণ পর্যন্ত নবী ﷺ এর মাঝে চলা-ফেরার শক্তি ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন; কিন্তু যখন চলা- ফেরার শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেললেন, رضي الله عنه তখন হুযুর হযরত আবু বকর رضي الله عنه -কে নামায পড়ানোর হুকুম দিলেন। হুযুর ﷺ এর অসুস্থতা কম-বেশী হতে লাগলো। সোমবার দিন সকালে হুযুর (অৎনর) এর অসুস্থতা কিছু কমে গেল এবং নবী ﷺ নিজের কামরার পর্দা উঠিয়ে সাহাবায়ে

কেরামদেরকে দেখে মৃদু হাসলেন, অত:পর হঠাৎ অনেক অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং হুযুর ﷺ বার বার অজ্ঞান হতে লাগলেন। এই অবস্থার মধ্যেও তিনি বলে ছিলেন যে, তোমরা কখনও নামায ছেড়ে দিও-না এবং অধিনস্তদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর। অবশেষে ১২-ই রবিউল আওয়াল ১১-হিজরীতে সোমবার দিন হুযুর ﷺ এর বরকতময় রুহ পবিত্র শরীর থেকে বের হয়ে গেল।

প্রশ্নাবলী

(১) হুযুর ﷺ এর অসুস্থতার অবস্থা বর্ণনা করুন।
(২) হুযুর ﷺ শেষ সময়ে কি বলেছেন?
(৩) হুযুর ﷺ মৃত্যু কবে হয়েছে?

১ প্রথম মাসে পড়াবে

সবক নং- ১১ আমাদের নবী ﷺ এর সন্তান সন্ততি

আমাদের নবী ﷺ এর তিনজন ছেলে ছিল; কাসেম رضي الله عنه, ইব্রাহিম رضي الله عنه, আব্দুল্লাহ رضي الله عنه, এবং চারজন মেয়ে ছিল ; যয়নাব رضي الله عنها, উম্মেকুলসুম رضي الله عنها, রুকাইয়া رضي الله عنها, এবং ফাতিমা رضي الله عنها।

আমাদের নবী ﷺ এর পুত্রগণ ছোট বেলায় ইন্তেকাল করেন, এবং কন্যাগণ জীবিত ছিলেন। আমাদের নবী ﷺ নিজের প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা رضي الله عنها কে অনেক ভালবাসতেন, তার বিবাহ হযরত আলী رضي الله عنه এর সাঙ্গে ।

হয়েছে এবং তাঁর থেকে হযরত হাসান رضي الله عنه ও হযরত হুসাইন رضي الله عنه এর জন্ম হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

(১) আমাদেন নবী صلى الله عليه وسلم এর কতজন সন্তান ছিল? এবং তারা কে কে?

(২) হযরত ফাতেমা رضي الله عنها এর বিবাহ করা সঙ্গে হয়েছে? এবং তাঁর থেকে কে কে জন্ম নেন?

১ প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ১২ আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم এর চরিত্র ও অভ্যাস

- আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم সকলের সঙ্গে মুহাব্বতের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তিনি কাউকে খারাপ বলতেন না।
- আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم অনেক সাহসী এবং শক্তিশালী ছিলেন।
- আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم দৃঢ় ইচ্ছার অধিকারী ও অনেক সাহসী ছিলেন।
- আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم অনেক দানশীল ছিলেন, কখনও কাউকে খালি হাতে ফিরাতেন না।
- আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم কখনও নিজ সত্ত্বার জন্য কাহারো থেকে প্রতিশোধ নিতেন না।
- আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم -কে যারা কষ্ট দিয়ে ছিল তাদের জন্যও তিনি মঙ্গলের দু'আ করতেন।
- আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم এর নিকট অলসতা অনেক অপছন্দনীয় ছিল।
- আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم ধনী, গরীব, মালিক ও চাকর সকলের সাথে সমান ব্যবহার করতেন।
- আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم নিজের উপর অত্যাচারীদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।

deeniyat

- আমাদের নবী ﷺ অনেক লজ্জ্যাশীলছিলেন, সর্বদা দৃষ্টি নিচে রাখতেন।
- আমাদের নবী ﷺ খাওয়া, পান করা ও পরিধানের ক্ষেত্রে সাবাবিকতা অবলম্বন করতেন।
- আমাদের নবী ﷺ মেহমানদেরকে অনেক আপ্যায়ণ করতেন।
- আমাদের নবী ﷺ মসিবত ও পেরেশানীতে ধৈর্য ধারন করতেন।
- আমাদের নবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার অনেক বেশী ইবাদত করতেন।
- আমাদের নবী ﷺ বাড়ীর ছোট খাট কাজ নিজেই করতেন।
- আমাদের নবী ﷺ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করতেন এবং ময়লা আবর্জনাকে অপছন্দ করতেন।

প্রশ্নাবলী

(১) আমাদের নবী ﷺ মসিবত ও পেরেশানীর সময় কি করতেন?

(২) আমাদের নবী ﷺ ধনী, গরীব, মালিক ও চাকরদের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?

(৩) আমাদের নবী ﷺ এর কিছু চরিত্র ও অভ্যাস বর্ণনা করুন।

১	প্রথম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ১৩ কথাবার্তা

প্রিয় রসূল ﷺ স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। শ্রবনকারী ব্যক্তি হুযুর ﷺ এর কথা ভালো ভাবে বুঝতেন। হুযুর ﷺ কোন ব্যক্তির কথার মধ্যে কথা বলতেন না, এবং কাউকে কথার মধ্যে

deeniyat

বলতেও দিতেন না। যে কথা গুলো তিনি অপছন্দ করতেন তার দিকে শুধু দৃষ্টি দিতেন অথবা ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন এবং কথা বলার পদ্ধতি শিখিয়ে দিতেন। হুযুর ﷺ প্রত্যেকের কথা মনযোগ দিয়ে শুনতেন। তিনি আরো বলতেন যে, যার কোন প্রয়োজন হয়, সে যেন অবশ্যই আমাকে বলে। আর যারা আমার নিকট আসতে পারবে না, অন্য ব্যক্তিরা যেন তাদের ভালো মন্দ আমাকে জানায়।

হুযুর ﷺ এর আদেশ ছিল যে, তোমরা বাদশাহদের সাম্মানার্থে যেরকম ভাবে দাঁড়াও আমাকে দেখে যেন কেউ সেরকম না দাঁড়ায়। তিনি একথাও বলতেন যে, যে ব্যক্তি নিজের সামনে মানুষদেরকে এ ভাবে দাঁড়ানো দেখে এবং সে তা পছন্দও করে, তাহলে এমন ব্যক্তি যেন তার স্থান জাহান্নামে খুঁজে নেয়।

এমনও হতো যে, প্রিয় রসূল ﷺ যখন নিজের প্রিয় ব্যক্তিদেরকে দেখতেন, তখন মুহাব্বতের খাতিরে তার জন্য দাঁড়িয়ে কপালে চুমু দিতেন। নবী ﷺ এর দুধমাতা হালিমা ﷺ যখন আসতেন, তখন নবী ﷺ নিজের চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং তাঁকে সামনে বসাতেন। প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা رضي الله عنها যখন আসতেন তখন নবীজি ﷺ উঠে গিয়ে তাঁর কপালে চুমু দিতেন।

প্রিয় সাহাবায়ে কেরামদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে ছিলেন যে, কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি আমার সামনে বলবে না। আমি প্রত্যেকের সাথে পরিস্কার অন্তরে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চাই। কথাবার্ত বলার সময় ইসলামী সভ্যতার উপর অনেক গুরুত্ব দিতেন এবং এরজন্য অন্যদেরকেও উৎসাহ দিতেন, এ ব্যাপারে ধনী-গরীব সকলকে সতর্ক করতেন।

একবার হুযুর ﷺ এর সামনে এক ধনী ব্যক্তির হাঁচি আসল, তিনি আল-হামদুলিল্লাহ বললেন না। অত:পর একজন গরীব ব্যক্তির হাঁচি আসল, তখন সে আল-হামদুলিল্লাহ বলল, হুযুর ﷺ তার উত্তরে ইয়ার হামুকাল্লাহ বললেন (অর্থাৎ- তোমার উপর আল্লাহর করুনা হোক)। এখন ঐ ধনী ব্যক্তি অভিযোগ করল যে, হুযুর ﷺ আমার জন্য রহমাতের দু'আ করে-নি। হুযুর ﷺ তাকে উত্তর দিলেন যে, তুমি আল্লাহর প্রশংসা কর-নি, তাই আমিও তোমার জন্য দু'আ করি-নি। ঐ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেছে আমিও তার জন্য দু'আ করেছি।

প্রশ্নাবলী

(১) নবী ﷺ এর কথা বলার পদ্ধতি কেমন ছিল?

(২) হুযুর ﷺ প্রিয়জনদের সঙ্গে কিভাবে সাক্ষাৎ করতেন?

(৩) হাঁচি সম্পর্কে কি ঘটনা ঘটে ছিল?

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৪ অতিথী পরায়ণতা

নবী ﷺ নিজের সঙ্গী-সাথীদের সুখ-শান্তি ও আরামের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। প্রিয় নবী ﷺ এর বাড়ীতে বাহির থেকে যে-কোন ব্যক্তি আসলে, চাই সে মুসলমান হোক বা অন্য ধর্মের তা তিনি দেখতেন-না, বরং তিনি তারও সুখ শান্তির ও আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

হুযুর ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য, হুযুর থেকে দ্বীনের কথা শিক্ষার জন্য, হুযুর ﷺ -কে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য,

deeniyat

হুযুর ﷺ-কে কিছু বলার জন্য, হুযুর ﷺ-কে দেখার জন্য, এছাড়াও আরো অনেক কাজের জন্য হুযুর ﷺ এর নিকট মানুষ আসতেই থাকতো। একজন একজন দুইজন দুইজন অথবা এর চাইতে বেশী মানুষও আসতো। হুযুর ﷺ তাদের অনেক আপ্যায়ন করতেন, তাদেরকে ভালো জায়গায় রাখতেন, তাদেরকে ভালো খাবার খাওয়াতেন, আরামের সাথে থাকার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি রাত্রে উঠে দেখতেন যে, মেহমানের কোন কষ্ট হচ্ছে কি না?, এমনও হতো যে, হুযুর ﷺ এর বাড়ীতে মেহমান আসতো অথচ হুযুর ﷺ এর ঘরে খাবারের কোন কিছুই থাকত না। এরপরও অত্যান্ত খুশির সাথে মেহমানদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতেন।

একদা একজন ইয়াহুদী হুযুর ﷺ এর বাড়ীতে এসে অবস্থান করল। ঐ দিন হুযুর ﷺ এর ঘরে খাবারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। হুযুর ﷺ তাকে একটি বকরীর দুধ পান করালেন, সে তা পান করল; কিন্তু তার ক্ষুধা মেটেনি। তারপর আরো একটি বকরীর দুধ পান করালেন, সে তাও পান করে নিল; কিন্তু তার ক্ষুধা মিটেনি। এরকম ভাবে এক এক করে তাকে সাতটি বকরীর দুধ পান করালেন।

একদা এক ব্যক্তি হুযুর ﷺ এর বাড়ীতে এসে রাত্রী যাপন করল, খাবার খেয়ে ঘুমাইল, রাত্রে তার পেট খারাপ হয়ে গেল, হুযুর ﷺ তাকে যে বিছানা দিয়ে ছিল, সে ঐ বিছানাকে খারাপ করে দিল এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই সে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল। হুযুর ﷺ সকালে নিজ হাতে বিছানা পরিস্কার করলেন।

ঐ ব্যক্তি পালানোর সময় ভুলে নিজের তরবারি রেখে গিয়ে ছিল, ভীত অবস্থায় তরবারীর লোভে এসে সে দেখতে পেল যে, হুযুর ﷺ তার নোংরা করা বিছানা-পত্র পরিস্কার করছেন। তখন হুযুর ﷺ তাকে লজ্জিত করেন-নি; বরং তার তরবারি তাকে দিয়ে দিলেন এবং তাকে সান্তনা দিলেন। ঐ ব্যক্তি হুযুর ﷺ এর এই ব্যবহার দেখে মুসলমান হয়ে গেল।

প্রিয় রসূল ﷺ এর কিছু প্রিয় সাথী-সঙ্গী এমন ছিলেন, যারা দ্বীনের কথা শিখার লালসায় সর্বদা হুযুর ﷺ এর আশ-পাশে একত্রিত হয়ে থাকতেন। তাদের দ্বীনের কথা শিখার প্রতি এত আকাঙ্খা ছিল যে, তারা কাজ কর্ম করার জন্যও যেতেন না। মসজিদে নববীর পাশে চত্বর ছিল। তারা সবাই ঐ চত্বরে উঠা-বসা করতেন এবং ঘুমাতেন। এবং সর্বদা প্রিয় নবী ﷺ এর বর্ণনাকৃত হাদীস গুলোকে মুখস্থ করার মধ্যে লেগে থাকতেন। তাদের খাবারের দায়িত্ব হুযুর ﷺ নিজেই নিয়েছেন। তাদের সবাইকে আসহাবে সুফ্ফাহ বলা হয়।

একদিন আসহাবে সুফ্ফাহদের ভীষণ ক্ষুধা লেগে ছিল। প্রিয় রসূল ﷺ তাদের অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন, এবং নিজের প্রিয় স্ত্রী হযরত আয়েশা ﷺ এর ঘরে গিয়ে বললেন, "খাবারের যা কিছু আছে দাও"। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ﷺ মোটা আটার তৈরী রুটি দিলেন, এবং কিছু খেজুর দিলেন, এরপর বড় এক পেয়ালা দুধ দিলেন। হুযুর ﷺ এই সমস্ত জিনিস আসহাবে সুফ্ফাহর জন্য নিয়ে আসলেন।

একবার হুযুর ﷺ এর কিছু মেহমান এসেছে, হুযুর ﷺ একজন স্ত্রীর ঘরে বলে পাঠালেন যেন মেহমানদের জন্য খাবার পাঠানো

হয়, অথচ তিনার স্ত্রীর ঘরের লোকেরাই ক্ষুধার্ত ছিল। তারপর দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে বলে পাঠালেন, সেখানেও আল্লাহর নাম ছাড়া কিছুই ছিল না। এভাবে তিনি তিনার সমস্ত স্ত্রীদের ঘরে বলে পাঠালেন; কিন্তু সকল স্ত্রীরাই ক্ষুধার্ত অবস্থায় আল্লাহ আল্লাহ করছিলেন। এবং কোন স্ত্রীর ঘরে খাবারের একটি দানাও ছিলনা। তখন নবী ﷺ নিজের প্রিয় সাথীদেরকে বললেন, এই মেহমানদেরকে কে খানা খাওয়াবে? একজন সাহাবী উঠে বললেন, আমি, এবং মেহমানদেরকে নিজের ঘরে নিয়ে আসলেন।

এরকমতো অনেকবার হয়েছে যে, হুযুর ﷺ এর ঘরে খানা তৈরী করা হয়েছে; কিন্তু এসময়ে মেহমান এসে হাজির, তখন হুযুর ﷺ মেহমানদেরকে খানা খাওয়ালেন আর ঘরের সকল ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে রইল। কেমন অতিথী পরায়ণতা ছিলেন প্রিয় রসূল ﷺ।

প্রশ্নাবলী

(১) যে সমস্ত লোক হুযুর ﷺ এর নিকট আসত তিনি তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?

(২) ইয়াহুদী লোকটিকে হুযুর ﷺ কতটি বকরীর দুধ পান করালেন?

(৩) আসহাবে সুফ্‌ফাহ কারা ছিলেন? এবং তাদের খাবারের কি ব্যবস্থা ছিল?

(৪) হুযুর ﷺ এর নিকট যখন অতিথী আসতেন তখন তিনি তাদের খাবারের ব্যবস্থা কিভাবে করতেন?

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবে

deeniyat

সবক নং- ১৫ সবার সাথে সমান ব্যবহার

প্রিয় নবীজি ﷺ কোন ব্যক্তি-কে ছোট ও নগন্য মনে করতেন না। ধনী অথবা গরীব, বাচ্চা অথবা বৃদ্ধ, কোন দাস অথবা দাসী-কে, বড় বংশের অথবা ছোট বংশের, কালো অথাব ফর্সা। মোট কথা- হুযুর ﷺ সকলকে একরকম মনে করতেন, এবং সকলকেই সম্মান করতেন।

একদিন নবী ﷺ সাহাবাদের সাথে বসে ছিলেন, এমতাবস্থায় কোথায় থেকে দুধ আসল, নবী ﷺ এর অভ্যাস ছিল যে, প্রত্যেক জিনিস ডান দিক থেকে বণ্টন করতেন। হুযুর ﷺ সামান্য দুধ পান করলেন, অত:পর ডান দিকে তাকালেন, ঐ দিন হুযুর ﷺ এর ডান দিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বসা ছিলেন। হুযুর ﷺ বাম দিকে তাকালেন তখন অনেক বয়স্ক সাহাবীদেরকে বসা দেখলেন। হুযুর ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه -কে বললেন, মিয়া! তুমিই তো অধিক হকদার; কিন্তু তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে সর্ব প্রথম বড় বয়সের সাহাবীদেরকে দুধ দিবো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه ছিলেন অল্প বয়সের; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক বেশী জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه অন্তরে ভাবলেন যে, পাত্রের যে জায়গায় প্রিয় নবীজি ﷺ এর ঠোঁট লেগেছে ঐ জায়গায় সর্ব প্রথম নিজের ঠোঁট লাগাটা বড় বরকতের বিষয়। এই ভেবে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বললেন, "এই বরকত আমার হাত থেকে যেতে দিব না" (অর্থাৎ আমিই আগে পান করব) এই কথাটি নবী ﷺ শুনে দুধের

deeniyat

পাত্রটি তাকেই দিলেন। তিনি ঐ জায়গায় মুখ লাগিয়ে দুই এক ঢোক দুধ পান করলেন, যেখান থেকে হুযুর صلى الله عليه وسلم মুখ লাগিয়ে পান করে ছিলেন, এরপর অন্যদেরকে দিলেন।

এরকম ভাবে একদা হুযুর صلى الله عليه وسلم এর ডান পাশে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি বসা ছিল। হুযুর صلى الله عليه وسلم হযরত আনাস رضي الله عنه এর কাছে পান করার পানি চাইলেন, হযরত আনাস رضي الله عنه নবী صلى الله عليه وسلم -কে দুধ দিলেন। হুযুর صلى الله عليه وسلم কিছু দুধ পান করলেন এবং হযরত আনাস رضي الله عنه -কে দিয়া বললেন, এখন ডান দিকের ব্যক্তি দুধ পান করার বেশী অধিকারী, এভাবে হুযুর صلى الله عليه وسلم এরপর গ্রাম্য ব্যক্তি দুধ পান করল।

সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنه যখন কোন কাজ এক সঙ্গে মিলে মিশে করতেন তখন নবী صلى الله عليه وسلم ও তাদের সঙ্গে কাজে শরীক হয়ে যেতেন। মসজিদে নববী তৈরীর সময় নবী صلى الله عليه وسلم ও সাহাবাদের সাথে কাজ করে ছিলেন। সাহাবাগণ رضي الله عنه বাধা দিতেন যে, আমাদের জান আপনার উপর উৎসর্গিত হোক, আপনি কষ্ট করবেন না; কিন্তু হুযুর صلى الله عليه وسلم বাধ মানতেন-না। হুযুর صلى الله عليه وسلم এই জায়গায় সব চাইতে বেশী কষ্টের সাথে কাজ করেছেন, বড় বড় ওজনের পাথর নিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করতেন। এরকম ভাবে একবার একটি খন্দক খোঁড়ার সময় নবী صلى الله عليه وسلم সব চাইতে বেশী কষ্টের কাজ করেছেন।

একবার হুযুর صلى الله عليه وسلم কোথাও যাচ্ছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম ও صلى الله عليه وسلم সঙ্গে ছিলেন। সকলে এক জায়াগায় অবস্থান করলেন। খাবার রান্নার আসবাবপত্রের ব্যাপারে প্রত্যেকে এক একটি কাজ

ভাগ করে নিল। হুযুর ﷺ জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহের কাজ নিজের দায়িত্বে নিলেন। সাহাবায়ে কেরাম নিষেধ করলেন যে, আমরা তো আছি; কিন্তু নিষেধ মানলেন না; বরং তিনি বললেন, আমার নিকট এটা পছন্দ নয় যে, আমি তোমাদের সামনে নবাব হয়ে বসে থাকব। আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দাকে ভালোবাসেন না, যে নিজের সঙ্গিদের থেকে নিজেকে আলাদা ভাবে, অর্থাৎ নিজেকে নবাব মনে করে।

একবার কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছে। ঐ যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট যুদ্ধের আসবাবপত্র কম ছিল, উঁটও কম ছিল। মুসলমানগণ যখন রওয়ানা হলেন তখন সাওয়ারীর জন্য এক একটি উঁট তিনজন মুসলমানদের ভাগে পড়ে। সবাই পালাক্রমে উঁটে চড়তো ও নামতো। হুযুর ﷺ ও নিজের পালাতে এরকম করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم অনেক বার বললেন যে, হুযুর আপনি সাওয়ার হয়ে যান; কিন্তু হুযুর কাহারো পালার সময় বসেন নাই।। কতই-না ভালো ছিলেন আমাদের নবী ﷺ।

প্রশ্নাবলী

(১) হুযুর ﷺ প্রত্যেক জিনিস কোন দিক থেকে বণ্টন করতেন?

(২) হুযুর ﷺ দুধ পান করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ কে কি বললেন? পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করুন।

(৩) হুযুর ﷺ এর সমকক্ষতার উপর যে কোন একটি ঘটনা বর্ণনা করুন।

২	দ্বিতীয় মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

deeniyat

সবক নং- ১৬ লাজ-লজ্জা

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ অত্যন্ত লাজ্জাশীল ছিলেন। রাস্তা ঘাটে ও বাজারে চুপ চাপ চলতেন। শরীরের যে-সব অংশ কাপড়ে ঢাঁকা রাখা প্রয়োজন তার উপর অত্যন্ত খেয়াল রাখতেন। অট্টহাসি হাসতেন না। প্রয়োজন থেকে অবসর হওয়ার জন্য (অর্থাৎ ইস্তিঞ্জার জন্য) এতো দূর চলে যেতেন, যেন কেউ না দেখতে পায়। কখনও কখনও তিন তিন মাইল দূরে চলে যেতেন। ঐ সময় আরবে ঘরের ভিতর বাথরুম বনানোর প্রথা ছিল না।

হুযুর ﷺ এর বাল্য কালের কথা সকলে জানে। যখন কাবা শরীফের সংস্কার হচ্ছিল তখন নবী ﷺ ও ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে পাথর বহন করছিলেন। পাথর বহন করার কারণে হুযুর (অৎনর) এর কাঁধের চামড়া ছিলে গিয়েছিল। হুযুর ﷺ এর চাচা আব্বাস رضي الله عنه দেখে হুযুর ﷺ এর লুঙ্গি খুলে কাঁধের উপর বেঁধে দিলেন। যখনই নবী ﷺ নিজেকে উলঙ্গ দেখলেন তখন লজ্জায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ঐ সময় ছোট তো ছোট, বড়দের মধ্যেও এরকম লজ্জা ছিল না। অনেক ব্যক্তি তো উলঙ্গ হয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করতো। কেউ বুঝতে পারে -নি যে, মুহাম্মাদ ﷺ কেন অজ্ঞান হয়ে পড়ল? প্রত্যেকে হুযুর ﷺ এর জ্ঞান ফিরানোর চেষ্টা-প্রচেষ্টায় ব্যাস্ত ছিলেন। হুযুর ﷺ এর যখন একটু জ্ঞান ফিরল তখন হুযুর ﷺ এর মুখ থেকে এ-কথা বের হল, "আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি" এখন সমস্ত মানুষ বুঝতে পারল যে, হুযুর কেন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। যখন হুযুর ﷺ এর লুঙ্গি

deeniyat

পরানো হলো তখন হুযুর ﷺ চোখ খুললেন এবং মাটি থেকে উঠে পূন:রায় কাজ শুরু করলেন। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ কতই-না লজ্জাশীল ছিলেন।

প্রশ্নাবলী

(১) ইস্তিঞ্জা করার জন্য হুযুর ﷺ কত দূর যেতেন?

(২) হুযুর ﷺ এর বাল্যকালে লজ্জাশীলতার ব্যাপারে কি ঘটনা ঘটে ছিল?

২ দ্বিতীয় মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৭ আত্মগৌরব ছিল না

আল্লাহ তা’আলা হুযুর ﷺ -কে শেষ নবী বানিয়েছেন। সকল নবীদের মাঝে সব চাইতে নবী ﷺ -কে বেশী সম্মান দিয়েছেন। আল্লাহ তা’আলা হুযুর ﷺ -কে সারা আরবের রাজত্ব দান করেছেন; কিন্তু হুযুর ﷺ এর মধ্যে সমান্যতম পরিমাণ অহংকার ও আত্মগৌরব ছিল না। হুযুর ﷺ ঘরের কাজ কর্ম নিজেই করতেন, বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র কিনে নিয়ে আসতেন, অন্যদের জিনিস পত্রও নিয়ে আসতেন, দুধ নিজেই দহন করতেন, গরীব ও দাসদের সাথে বসে খাবার খেতেন।

একদিন তিনি ঘর থেকে বের হলেন, মানুষ সকল তিনাকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি দাঁড়াতে নিষেধ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন, যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, মানুষ তার সম্মার্থে দাঁড়ায়, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে খুঁজে নেয়।

একদা কিছু লোক হুযুর ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য

deeniyat

আসল, তারা বলল, আপনি তো আমাদের মালিক। হুযুর ﷺ বললেন , "মালিক তো শুধু মাত্র আল্লাহ তা'আলাই"

একজন পাগল মহিলা এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার সাথে আমার কাজ আছে। হুযুর ﷺ উঠে দাঁড়ালেন, ঐ মহিলাটি হুযুর ﷺ -কে একটি গলীর মধ্যে নিয়ে গেল, ঐ মহিলাটি মাটির উপর বসে পড়লো, হুযুর ﷺ ও মাটির উপর বসে পড়লেন। মহিলাটি হুযুর ﷺ -কে যা কিছু বলল, হুযুর ﷺ তা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং তিনি তার প্রয়োজন পুরা করলেন, তারপর যখন মহিলাটি মাটি থেকে উঠল তখন হুযুর ﷺ ও মাটি থেকে উঠলেন।

হুযুর ﷺ মক্কা বিজয় করলেন, যখন শহরে প্রবেশ করলেন তখন খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন। যার লাগাম খেজুরের ছাল দ্বারা বাঁধা ছিল এবং তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

একদা হুযুর ﷺ এক সাহাবীর বাড়ীতে গেলেন। তিনাকে দেখে কিছু ছোট ছোট মেয়ে আসল, তাদের মধ্য থেকে একজনে একটি পদ্য পড়ল, যার উদ্দেশ্য ছিল ইহা "আমাদের মাঝে এমন একজন রসূল আছেন, যিনি আগামী কাল কি হবে তাও জানেন"। নবী ﷺ যখন এই পদ্যটি শুনলেন তখন তাকে পড়তে নিষেধ করলেন; কেননা আগামী কাল কি হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন-না।

হুযুর ﷺ এর প্রিয় ছেলে যে-দিন আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হলেন (অর্থাৎ মৃত্যুবরন করেছেন) ঐ দিন সূর্য গ্রহণ ছিল। কেউ এমন কিছু কথা বলেছে যে, নবীজি ﷺ এর ছেলের শোকে সূর্য গ্রহণ

লেগেছে। তিনি একথা শুনে বললেন, "এই কথা ভুল। সূর্য গ্রহণ এবং চন্দ্র গ্রহণ আল্লাহর হুকুমে হয়ে থাকে। কাহারো মৃত্যু ও জীবিত হওয়ার দ্বারা এরকম হয় না।"

একবার হুযুর ﷺ উযু করছিলেন, কিছু সাহাবী হুযুর ﷺ এর উযুর পানি হাতে নিল এবং নিজের মুখমন্ডলে লাগাতে লাগলেন। হুযুর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন "তোমরা এই কাজ কেন করতেছ"? তারা সকলে বললেন, আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের ভালোবাসায় এরকম করছি। হুযুর ﷺ এই কথা শুনে বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলকে ভালোবাসতে চায়, তার জন্য উচিৎ সে যেন সত্য কথা বলে, আমানতদার হয় এবং প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করে।

একদা এক ব্যক্তি কথা বলতে বলতে একথা বলে ফেললো যে, যা আল্লাহ চান এবং নবী ﷺ চান (তাই হয়), এ-কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি আমাকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য করে দিলে? বরং বল আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয়"।

হুযুর ﷺ কত সুন্দর কথা বলতেন এবং তিনার মধ্যে সামান্য পরিমাণও আত্মগৌরব ছিল না।

প্রশ্নাবলী

(১) কোন কোন কাজ হুযুর ﷺ নিজে করতেন?

(২) হুযুর ﷺ এর একটি নম্র ও ভদ্রতার একটি ঘটনা বর্ণনা করুন।

(৩) আল্লাহর রসূলের সঙ্গে মুহাব্বত কারীগণের কি কি করা উচিৎ?

deeniyat

সবক নং- ১৮ বীরত্বতা

হযরত আনাস رضي الله عنه বলেন যে, হুযুর صلى الله عليه وسلم থেকে অধিক সাহসী কেউ ছিল না। একবার মদীনায় শোরগোল হল যে, শত্রুদল এসে গেছে। সেই সময় শত্রুর (গস্সানী গোত্রের বাদশাহর) আক্রমনের অনেক চর্চা ছিল। এবং এই ভয় সদা সর্বদা লেগেই থাকত। চিৎকার শুনিয়া আমরা আক্রমনের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। কেউ নিজের ঘোড়ার দিকে দৌঁড়াতে লাগল, কেউ নিজের অস্ত্র ধারণ করল; কিন্তু সর্ব প্রথম হুযুর صلى الله عليه وسلم নিজের ঘর থেকে বের হলেন, এবং তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠের গদিও লাগান-নি। হুযুর صلى الله عليه وسلم মদীনার আশ-পাশে ঘুরে আসলেন এবং বললেন "পেরেশানি নেই, ভয়ের কোন আশঙ্কা নেই"।

সাহাবাদের মধ্যে একজন থেকে এক একজন বীর পুরুষ সাহাবী ছিলেন; কিন্তু সমস্ত সাহাবীগণ বলতেন যে, যখন আমরা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতাম এবং তাদের আক্রমনটা আমাদের উপর বেড়ে যেতো, তখন আমরা সবাই প্রিয় নবী صلى الله عليه وسلم এর আশ্রয় নিতাম।

বদর এবং উহুদের যুদ্ধ অনেক প্রসিদ্ধ। উভয় যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থায় হয়েছিল; কিন্ত হুযুর صلى الله عليه وسلم শত্রুদের অনেক নিকটে ছিল। উহুদের যুদ্ধে হুযুর صلى الله عليه وسلم অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন; কিন্তু মুকাবেলা থেকে একটুও পিছনে সরে দাড়ান-নি।

হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুরা মুসলমানদের উপর এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করেছিল যে, মুসলমানদের পা জমিনে স্থির রাখতে পারিনি এবং তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু হুযুর صلى الله عليه وسلم

deeniyat

নিজের খচ্চরকে পদাঘাত লাগিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রিয় সাহাবীগণ খচ্চরের লাগাম টেনে ধরে খচ্চরকে সামনে যেতে বাধা দিলেন এবং বললেন যে, হে আল্লাহ রসূল ﷺ শত্রুরা তো আপনাকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। তারপরও হুযুর ﷺ সামনের দিকে যাচ্ছেন। হযরত বারা رضي الله عنه একজন বীর পুরুষ সাহাবী ছিলেন। তিনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করল "তোমরা কি হুনাইন যুদ্ধে পালিয়ে গিয়েছিলে?" তিনি বললেন , "হ্যাঁ- ইহা সত্য; কিন্তু আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, নবী ﷺ পেরেশান হন নাই, এবং পিছনেও সরে যান নাই। আল্লাহর তা'আলার শপথ! যখন যুদ্ধের ভয়াবহতা বেড়ে যেতো তখন আমরা সবাই হুযুর ﷺ এর নিকট এসে আশ্রয় নিতাম। যুদ্ধে ঐ ব্যক্তিকে সবচাইতে বীর পুরুষ হিসাবে মনে করা হতো যে, হুযুর ﷺ এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো"।

হাওয়াজীনের যুদ্ধে মুসলমানদের পদস্খলন হয়েছে এবং হুযুর ﷺ একাই ছিলেন, তখন হুযুর ﷺ তাকবীর দিয়ে বললেন "আমি সত্য নবী এবং আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর"। অত:পর আব্বাস رضي الله عنه -কে বললেন, "তীর নিক্ষেপকারী বাহিনীকে ডাক"। হযরত আব্বাস رضي الله عنه হুযুর ﷺ এর ঘোড়ার লাগাম ধরে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াচ্ছিলেন। উনার আওয়ায অনেক বিকট ছিল, তিনি মুসলমানদের ডাকলেন, মুসলমানগণ ফিরে আসলেন এবং এই যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করলেন।

উবাই বিন খালফ হুযুর ﷺ এর আসল শত্রু ছিল। সে বড় বীর পুরুষ ও উৎফুল্ল সৈনিকও ছিল। তাকে হাজার বীর পুরুষের

deeniyat

সমান মনে করা হতো। উহুদের যুদ্ধে সে নিজের শক্তিশালী ঘোড়ার উপর আরোহিত হয়ে আসল, এবং হুযুর ﷺ -কে টার্গেট বানিয়ে ছিল। যুদ্ধের ময়দানে সে দ্রুত গতিতে ঘোড়া নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, যে তার সামনে আসতো তাকে সে সামনে থেকে সরিয়ে দিত, এভাবে সোজা সে হুযুর ﷺ এর উপর আক্রমন করার জন্য এগিয়ে আসল। মুসলমানগণ এই অবস্থা দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল, এবং সবাই এগিয়ে আসল যে, তাকে যেভাবে হোক বাধা দিবে। হুযুর ﷺ বললেন, "তাকে আসতে দাও"। এরপর সাহাবায়ে কেরাম দূরে সরে গেলেন। হুযুর ﷺ বল্লম নিয়ে এগিয়ে গেলেন এবং তার সামনে এসে পৌঁছলেন। (বল্লম মারার সাথে সাথে) বল্লমের তীক্ষ্ণপ্রান্ত তার গরদানে বিদ্ধ হল। এতটুকুর মধ্যেই সে চিৎকার করে পালিয়ে গেল, তাকে চিৎকার করতে দেখে তার সাঙ্গীরা বলল আরে তুমি এমন বীর পুরুষ, এই সামন্যতম আঘাতে এ-ভাবে চিৎকার করছো? সে উত্তর দিল "হ্যাঁ- তোমরা সত্য বলছো; কিন্তু ইহা মুহাম্মাদের হাতের আঘাত ছিল"। এমন বীর পুরুষ ছিলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ।

প্রশ্নাবলী

(১) হুযুর ﷺ বীরত্বের একটি ঘটনা বর্ণনা করুন।

(২) উবাই ইবনে খালফ কে ছিল?

(৩) উবাই ইবনে খালফ-কে হুযুর ﷺ কোন জিনিস দ্বারা মেরে ছিল?

৩	তৃতীয় মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ১৯ হুযুর ﷺ সত্যবাদী ছিলেন

প্রিয় নবীজি ﷺ অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন, হুযুর ﷺ কখনও মিথ্যা কথা মুখ থেকে বের করেন-নি। তিনি নবী হওয়ার পূর্বেই আরবের লোকেরা উনাকে সত্যবাদী বলে ডাকতো। ইহা আরবের মধ্যে সবচাইতে বড় উপাধী ছিল। যখন হুযুর ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন এবং ইসলামের প্রচার প্রসার আরম্ভ করলেন, তখন অনেক লোক তিনার শত্রু হয়ে গেল। শত্রুরা-তো সর্বদাই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে যে, যদি সামন্যতম কথার সুযোগও পেত তাহলে উনার নামে বদনাম ছড়িয়ে দিত যে, তিনি এরকম, এরকম মানুষ। যদি তারা এমন কোন বিষয় না পেত তারপরও নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যা বানিয়ে হুযুর এর নামে ছড়িয়ে দিত; কিন্তু হুযুর ﷺ এর কঠোর শত্রুতা শর্তেও উনাকে মিথ্যুক বলতে পারেন-নি। হুযুর ﷺ -কে বিভিন্ন ভাবে উপহাস করতো, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি! আল্লাহর নিকট তাওবা করি! এমনকি তারা হুযুর ﷺ -কে পাগল এবং কবিও বলত। আবার কেই কেউ প্রাণ নাশের হুমকিও দিয়ে ছিল; কিন্তু কেউ ইহা বলে নাই যে, মুহাম্মাদ ﷺ মিথ্যাবাদী।

হুযুর ﷺ এর চির শত্রু ছিল আবু জাহেল। সে বলে ছিল যে, "হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছিনা, তবে হ্যাঁ- তুমি যা-কিছু বলছ আমি তা ভালোভাবে বুঝতে পারছিনা"। (তার উদ্দেশ্য ইসলামের মৌলিক আক্বীদা গুলোর সাথে ছিল যা কুরআন মাজীদের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছিল)। বদর যুদ্ধে যখন মুসলামানদের মুকাবিলা মক্কার কাফেরদের সাথে হয়েছে তখন

deeniyat

কুরাইশী সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন সরদার আবুল বাখতারী হুযুর صلى الله عليه وسلم এর দিকে ইঙ্গিত করে আবু জাহেলকে জিজ্ঞাসা করল, "সত্য করে বল! এই ব্যক্তি কেমন?" আবু জাহেল উত্তরে বললো, "এই ব্যক্তি বড় সত্যবাদী"। এই উত্তর শুনে আবুল বাখতারী বলল, "তাহলে মুসলমান কেন হচ্ছ না, এবং মুসলমানদের সাথে কেন যুদ্ধ করছ?" আবু জাহেল উত্তর দিল, "এটা হতেই পারে না যে, আমি বেলালদের মত গোলামদের সঙ্গে বসব। (হযরত বেলাল رضي الله عنه দাস ছিলেন এবং সেই সময়ে দাসদেরকে অনেক লাঞ্ছিত মনে করা হতো)।

আবু জাহেলের পরের স্থান ছিল আবু সুফিয়ানের। সে একবার রোমের বাদশাহ হেরাকলের সামনে গিয়েছে। তিনি আবু সুফিয়ানকে হুযুর صلى الله عليه وسلم -এর সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন এটা ছিল যে, "তোমাদের এখানে যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছে, সে কখনও কি মিথ্যা কথা বলেছে?" আবু সুফিয়ান উত্তরে বললো "না, মুহাম্মাদ মিথ্যুক নন" এই কথা শুনে বাদশাহ বলল, "আমার বিশ্বাস যে যদি ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলত তবে সাধারণ মানুষকে মিথ্যা বলতে দ্বিধাবোধ করত না। অবশ্যই হযরত মুহাম্মাদ (অৎনর) বড় ধরণের সত্যবাদী ছিলেন।

প্রশ্নাবলী

(১) আরবের লোকেরা নবী صلى الله عليه وسلم -কে কি বলে ডাকত?

(২) ইসলামের শত্রু আবু জাহেল নবী صلى الله عليه وسلم -কে কি বলেছিল?

(৩) হেরেকলের রাজদরবারে আবু-সুফিয়ান কি বলেছিল?

deeniyat

সবক নং- ২০ আমানত দারী

প্রিয় রসূল صلى الله عليه وسلم অত্যন্ত আমানতদার ছিলেন। যে-কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট টাকা-পয়সা অথবা জিনিসপত্র রাখার জন্য নিয়ে আসতেন, তিনি ঐ আসবাবপত্র অথবা টাকা-পয়সাকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে রাখতেন। সেই জিনিস গুলোকে ব্যবহারের কাজে লাগাতেন না এবং তার মধ্যে কোন পরিবর্তনও করতেন না। লোকেরা যখন বাহিরে যেতেন তখন নিজস্ব জিনিসপত্র হুযুর صلى الله عليه وسلم এর নিকট রেখে যেতেন এবং সফর থেকে ফিরে এসে নিজের মাল তাঁর থেকে ঐ রকমই ফিরে পেত যেমন সে রেখে ছিল।

হুযুর صلى الله عليه وسلم এর আমানতদারী এমন প্রসিদ্ধ ছিল যে, নবুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব থেকেই লোকেরা তাঁকে "আমীন" বলে ডাকত। অর্থাৎ অনেক বড় আমানতদার । যে ব্যক্তি হুযুর صلى الله عليه وسلم এর জীবনের শত্রু ছিল, সেও তাঁকে বড় আমানতদার মনে করত। হুযুর صلى الله عليه وسلم যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যাচ্ছিলেন তখন অনেক কাফেরদের আমানত হুযুর صلى الله عليه وسلم এর নিকট ছিল। যাওয়ার সময় হযরত আলী رضي الله عنه -কে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন এবং বললেন, যার যার আমানত আছে, সে যেন তার আমানত তাকে পৌঁছে দেয়।

প্রিয় নবী صلى الله عليه وسلم এক হাদীসে বলেছেন, যে ব্যক্তি এটি চাই যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল তার সাথে ভালোবাসা রাখবে, তার জন্য উচিৎ যখন সে কথা বলবে যেন সত্য বলে। আর যখন তার নিকট আমানত রাখা হবে যেন সে তা সংরক্ষণ করে এবং পূর্ণরুপে ফিরিয়ে দেয়।

deeniyat

প্রিয় নবী ﷺ একথাও বলেছেন যে, আমানতে খেয়ানতকারী মুনাফিক। অর্থাৎ- যদিও সে মুখে নিজেকে মুসলমান বলে; কিন্তু সে প্রকৃত পক্ষে মুসলমান থাকতে পারে না।

প্রশ্নাবলী

(১) যে ব্যক্তি টাকা-পয়সা ও জিনিসপত্র রাখতে দিতেন, হুযুর ﷺ ঐ জিনিসপত্রকে কিভাবে রাখতেন?

(২) হিজরতের সময় হুযুর ﷺ আমানত গুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কাকে জিম্মাদারী দিয়ে ছিলেন?

(৩) আমানতে খিয়ানত কারী-কে?

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবে

সবক নং- ২১ ওয়াদার সত্যতা

প্রিয় নবী ﷺ কোন ব্যক্তির সঙ্গে ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পুরা করতেন, যখন হুযুর ﷺ নবী ছিলেন- না, ঐ সময়ের কথা। এক ব্যক্তি ছিল তার নাম আব্দুল্লাহ, সে এক জায়গায় রসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করে সেখানে লেনদেনের বিষয়ে আলোচনা হয়, আব্দুল্লাহ বলল, "আপনি এই জায়গাতে অবস্থান করুন, আমি এসে হিসাব করে দিব"। এই কথা বলে আব্দুল্লাহ চলে গেল; কিন্তু আব্দুল্লাহ ফিরে আসার কথা ভুলে গিয়েছে, তৃতীয় দিন আব্দুল্লাহ ঐ রাস্তা দিয়ে বের হয়ে দেখতে পেল যে, হুযুর ﷺ ঐ জায়গাতেই বসে আছেন, এতে আব্দুল্লাহ অত্যন্ত লজ্জিত হল।

প্রিয় নবী ﷺ ওয়াদার দিক দিয়ে এমন সত্যবাদী ছিলেন যে, শত্রুও তা মেনে নিত। একবার রোমের বাদশাহ আবু সুফিয়ানকে

deeniyat

একথাটিও জিজ্ঞেস করে ছিল যে, তোমাদের এখানে যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছে, সে কি অঙ্গিকারের দিক দিয়েও সত্য? আবু সুফিয়ান ঐ-সময় হুযুর ﷺ এর জীবনের শত্রু ছিল; কিন্তু সে বাদাশাহর সামনে স্বীকার করল যে, মুহাম্মাদ ﷺ অঙ্গিকারের দিক দিয়েও সত্য।

বদরের ময়দানে মুসলমানদের সঙ্গে মক্কার কাফেরদের ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩-জন আর কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। ঐ সময়ে কিছু মুসলমান মক্কায় আসতে ছিল, মক্কার কাফেরগণ তাদেরকে বাধা দিল এবং বলল যে, তোমরা মুহাম্মাদের নিকট যাচ্ছো, তারা অস্বীকার করল। কাফেরগণ এই ওয়াদার উপর ছেড়ে দিল যে, তারা যুদ্ধের সময় মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথে শরীক থাকবে না। তারা মেনে নিল, অত:পর হুযুর ﷺ এর নিকট এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। হুযুর ﷺ তাদেরকে বললেন , "যখন তোমরা যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অঙ্গিকার করেছ তোমরা যাও। আমি শুধু আল্লাহ তা'আলারই সাহায্য চাই"।

যখন হুযুর ﷺ মক্কা বিজয় করলেন তখন অনেক লোক মুসলমান হয়েছে। আবার অনেক লোক পালিয়েও গিয়েছে। যারা মুসলমান হয়েছে, তারা আপন লোকদের ক্ষমার জন্য বললেন, হুযুর ﷺ ওয়াদা করলেন, অত:পর যখন পালায়নকারীরা ফিরে আসল তখন হুযুর ﷺ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। অথচ তারা হুযুর ﷺ এর বড় বড় শত্রু ছিল। সাফওয়ান বিন উমাইয়া, ইকরিমা বিন আবী জাহাল এবং আরো অনেক লোক ছিল,

যারা হুযুর ﷺ এর এই ক্ষমার দ্বারা সকলে মুসলমান হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ যেন তাদের উপর খুশি হন।

প্রশ্নাবলী

(১) হুযুর ﷺ এর ওয়াদার সত্যতার উপর আব্দুল্লাহর সাথে কি ঘটনা হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

(২) আবু সুফিয়ান বাদশাহর সামনে কোন কথা-টি স্বীকার করল?

(৩) মক্কা বিজয়ের সময় হুযুর ﷺ কি অঙ্গিকার করেছেন?

৪ চতুর্থ মাসে পড়াবে

সবক নং- ২২ খারাপের পরিবর্তে ভালো ব্যবহার

প্রিয় নবী ﷺ এর সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে হুযুর ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিতেন। শুধু ক্ষমা করাই নয়; বরং খারাপের বিনিময় ভালো ব্যবহার দ্বারাই দিতেন। এমনই ব্যবহার হুযুর ﷺ এর সারা জীবনই ছিল। প্রতি নিয়তই হুযুর ﷺ নিজের শত্রুদের ক্ষমা করে দিতেন।

হুযুর ﷺ যখন মক্কায় ছিলেন তখন একবার তায়েফ গিয়েছেন। তিনি সেখানে লোকদেরকে বললেন, "আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করো এবং আমাকে আল্লাহর রসূল হিসেবে মেনে নাও। আখেরাতের আযাব-কে ভয় কর। মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও। খারাপ বিষয়গুলো পরিহার করে, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী কর। এই কথাগুলে শুনে তায়েফ বাসীরা রেগে গেল এবং হুযুর ﷺ - কে অকথ্য ভাষায় খারাপ ব্যবহার করলো। তায়েফের দুষ্ট ছেলেদেরকে হুযুর ﷺ এর পিছনে লেলিয়ে দিল। তারা

deeniyat

হুযুর ﷺ এর উপর পাথর নিক্ষেপ করেছে; যার কারণে তাঁর শরীর রক্তেরঞ্জিত হয়ে গেল, এবং আঘাত সইতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। হুযুর ﷺ এর খাদেম যায়েদ বিন হারেসাহ হুযুর ﷺ -কে উঠিয়ে একটি বাগানে নিয়ে গেলেন। তিনি হুযুর ﷺ -কে বললেন, হুযুর! আপনি তায়েফ বাসীদের জন্য বদ দু'আ করছেন-না কেন? হুযুর ﷺ হাত উঠালেন এবং তায়েফ বাসীদের জন্য বদ দু'আর পরিবর্তে দু'আ করলেন। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তারা কিছুই জানে না। তারা পরকালকে অস্বীকার করে। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

এই দু'আর প্রভাবে তায়েফ বাসী মুসলমান হয়েছে এবং তাদের মধ্যে বড় বড় বীর পুরুষ জন্ম নিয়েছে। অত:পর তারা ইসলামের অনেক প্রচার প্রসার করেছে।

যায়েদ বিন সায়ানাহ একজন ইয়াহুদী ছিল, একবার হুযুর ﷺ তার থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়েছেন এবং ঋণ আদায় করার একটি তারিখও নির্ধরণ করেছেন; কিন্তু সে- ঐ তারিখের আগেই টাকা চাইতে আসল। সে সাহাবাদের মজলিসে হুযুর ﷺ এর জামার কলার ধরে তাঁকে মন্দ কথা বলতে লাগল যে, তুমি টাল-বাহানা করে আমার টাকা মেরে দিবে। একথা শুনে হযরত উমর ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, “হে আল্লাহর দুশমন! তুমি আল্লাহর রসূলের ব্যাপারে এরকম খারাপ কথা বলছ?”

নবী কারীম ﷺ মৃদু হাসলেন, এবং হযরত উমর رضي الله عنه -কে বললেন , হে উমর! তোমার উচিত ছিল যে, আমাকে বলতে যে, আপনি তার ঋণ পরিশোধ করে দিন। এবং তাকে বলতে যে, তুমি

deeniyat

ভদ্রভাবে টাকা চাও, হে উমর! তাকে নিয়ে যাও এবং যতটুকু সে পাবে তা দিয়ে দাও। এবং তুমি তাকে যে ধমক দিয়েছ তার বিনিময়ে অতিরিক্ত বিশ “স’” (স’ একটি ওজনের পরিমাণ) খেজুর দিয়ে দাও।

একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসল, সে মসজিদে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। লোকেরা তাকে মারার জন্য তার কাছে দৌঁড়ে আসল। হুযুর ﷺ বললেন, “তাকে প্রেশাব করতে দাও, প্রেশাব করা শেষ হলে তার উপর পানি প্রবাহিত করে দাও। অত:পর সাহাদেরকে বললেন, দেখ! আল্লাহ তোমাদেরকে নম্র-ভদ্র ব্যবহারের জন্য পাঠিয়েছেন, কঠোরতা করার জন্য পাঠান-নি।

একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসেই হুযুর ﷺ এর চাদর এমন জোরে টান দিয়েছে যে, প্রিয় রসূল ﷺ এর গলা লাল হয়ে গেল এবং কর্কষ ভাষায় বলল, আল্লাহ তা’আলা আপনাকে যে মাল দিয়েছে তার থেকে আমাকেও কিছু দিন। হুযুর ﷺ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন এবং মৃদু হেসে বললেন, তাকে কিছু দিয়ে দাও।

একবার মক্কা বাসীরা হুযুর ﷺ -কে বয়কট করল। কোন জিনিস খাওয়ার জন্য দিত না, এবং কোন প্রয়োজনীয় জিনিসও আসতে দিত না। হুযুর ﷺ এর সাথে ছোট ছোট বাচ্চা, মহিলা ও বৃদ্ধগণ ক্ষুধায় কাতরাচ্ছেন। তিন বছর যাবত এই বয়কট ছিল।

যখন হুযুর ﷺ মদীনায় আসলেন তখন ইয়ামামার বাদশা সুমামা মুসলমান হয়ে গেলেন। তিনি একদা কসম খেয়েছেন যে, প্রিয় রসূল ﷺ এর অনুমতি ব্যতীত মক্কা বাসীদেরকে একটি শস্যের

deeniyat

দানাও দেওয়া হবে না। তখন ইয়ামামা থেকে মক্কায় শস্য- খাদ্য ইত্যাদি আসত। যখন মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন মক্কা বাসীরা নিরাশ হয়ে হুযুর صلى الله عليه وسلم এর নিকট আবেদন করল, এবং সুমামাকে বলে পাঠালেন যে, সুমামা! তুমি মক্কা বাসীদের জন্য শস্য-খাদ্য ইত্যাদি পাঠিয়ে দাও।

মক্কার কাফেরগণ মুসলমানদেরকে কতভাবে যে- কষ্ট দিত। দ্বিপ্রহরের সময় গরম বালির উপর শুইয়ে দিত। পানিতে ডুবিয়ে দিত। মার-পিট করত। হত্যা করত। হযরত খাব্বাব رضي الله عنه -কে জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে দিয়েছে; যার কারণে তাঁর পিঠ পুড়ে গিয়েছে, এবং চর্বি গলে বের হয়ে যমিনে পড়েছে। তিনি রাগান্বিত হয়ে এসে হুযুর صلى الله عليه وسلم কে বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আপনি তাদের জন্য বদ দু’আ করুন।

এই কথা শুনে হুযুর صلى الله عليه وسلم এর মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল এবং কিছু মুসলমানও বদ দু’আ করার জন্য আবেদন করলেন। হুযুর صلى الله عليه وسلم বললেন, আমি পৃথিবীতে দয়াশীল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, অভিশাপ হিসাবে প্রেরিত হই নাই।

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه এর মা মুসলমান হয় নাই। সে মহিলা সর্বদা হুযুর صلى الله عليه وسلم কে গালি দিত, এই গালি শুনে হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه অত্যন্ত কষ্ট পেতেন। তিনি এসে হুযুর صلى الله عليه وسلم -কে বললেন, “আমার মায়ের জন্য দু’আ করুন” হুযুর صلى الله عليه وسلم তার মা মুসলমান হওয়ার জন্য দু’আ করলেন, এ- কারণে হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه আনন্দিত হলেন, এবং দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে

deeniyat

বাড়ীতে গেলেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার মা গোসল করছেন, গোসল করার পর সে নিজেই মুসলমান হয়ে গেলেন, তিনি কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন।

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

প্রশ্নাবলী

(১) তায়েফ বাসীরা নবী কারীম ﷺ এর সাথে কিরূপ আচরণ করেছে?

(২) হুযুর ﷺ তায়েফ বাসীদের জন্য কি দু'আ করেছেন?

(৩) যায়েদ বিন সা'নাহর ঘটনা বর্ণনা করুন।

৪	চতুর্থ মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ২৩ ছোট বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা

প্রিয় রসূল ﷺ ছোট বাচ্চাদের অনেক ভালোবাসতেন। যখন তিনি কোথাও যেতেন রাস্তায় ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাদেরকে নিজের সাথে যানবাহনে কাউকে আগে কাউকে পিছনে বসিয়ে নিতেন। তাদের সাথে ভালো ভালো কথা বলতেন। খেজুর অথবা দেওয়ার উপযুক্ত অন্য কোন জিনিস থাকলে তা তাদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। তাদেরকে ভালোবাসতেন। একবার একজন গ্রাম্য লোক দেখে বলল, "আপনি ছোট বাচ্চাদের ভালোবাসেন? আমার দশটি বাচ্চা আছে আমি কখনও কোন বাচ্চাকে ভালোবাসি নাই"। নবী কারীম ﷺ বললেন, "যদি আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নেই তাহলে আমি কি করব"।

deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

একদিন হুযুর صلى الله عليه وسلم এর নিকট একজন সাহাবী হযরত খালিদ বিন সাঈদ رضي الله عنه আসলেন। তার সাথে তার ছোট মেয়েও ছিল। ঐ মেয়েটির নাম উম্মে খালিদ ছিল, মেয়েটি হুযুর صلى الله عليه وسلم এর কাঁদের কাছে এসে খেলতে লাগল, হযরত খালিদ رضي الله عنه ধমক দিলেন, কিন্তু হুযুর صلى الله عليه وسلم তাকে ধমক দিতে নিষেধ করলেন।

নবী কারীম صلى الله عليه وسلم এর একজন গোলাম ছিল, যার নাম যায়েদ, তিনি তাকে লালন পালন করেছেন। যায়েদ رضي الله عنه এর ছেলে ছিল উসামা رضي الله عنه। উসামাকে رضي الله عنه রসূল صلى الله عليه وسلم ভালোবাসতেন, তিনি বলতেন, উসামা যদি কন্যা সন্তান হতো তাহলে আমি তাকে অলংকার পরাতাম, এবং তিনি নিজের হাত দিয়ে নাক পরিস্কার করতেন।

একবার ঈদের দিন নবী صلى الله عليه وسلم মুখ ঢেকে শুয়ে ছিলেন। কিছু ছোট মেয়েরা হুযুর صلى الله عليه وسلم এর ঘরে এসে ধপ বাজাচ্ছে, এমন সময় হযরত আবু বকর رضي الله عنه আসলেন এবং তাদেরকে ভয় দেখালেন, হুযুর صلى الله عليه وسلم শুনলেন, তিনি মুখের চাদর সরালেন এবং বললেন হে আবু বকর! "তাদেরকে খুশি করতে দাও, আজ তাদের খুশির দিন"।

প্রশ্নাবলী

(১) হুযুর صلى الله عليه وسلم ছোট বাচ্চাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন?

(২) ঈদের দিন কি ঘটনা ঘটেছিল?

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবে

deeniyat

সবক নং - ২৪ নরম অন্তর

প্রিয় নবী ﷺ এর অন্তর অত্যন্ত নরম ছিল। দুঃখের বিষয়ে নবী ﷺ এর অন্তর ব্যথিত হত ও চোখ থেকে অশ্রু পড়ত।

একবার এক সাহাবী মুসলমান হওয়ার পূর্বের ঘটনা শুনাল যে, আমার একটি কন্যা সন্তান ছিল। আমাদের বংশে মেয়েদের মেরে ফেলার প্রচলন ছিল, তাই আমিও আমার কন্যাকে জীবন্ত দাফন করে ছিলাম। সে সময় আমার কন্যা আমাকে আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করছিল, আর আমি তার উপর মাটি ফেলতে ছিলাম।

প্রিয় রসূল ﷺ ইহা শুনে কেঁদে দিলেন। হুযুর তাকে বললেন, পূণ:রায় শুনাও তারপরে সে আবার শুনাল রসূলুল্লা ﷺ আবারও কেঁদে দিলেন। এত বেশী ক্রন্দন করলেন যে, তার মুখমন্ডল অশ্রুতে ভেজে গেল।

এক যুদ্ধে কিছু লোক বন্দি হয়ে এসে ছিল তখন নবী ﷺ সাহাবীদের বললেন, বন্দিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।

একবার হযরত সা'আদ বিন উবাদা ﷺ অসুস্থ হয়ে ছিলেন। নবী ﷺ তাকে দেখে তাঁর অন্তর ব্যথিত হল এবং তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন, তাঁকে ক্রন্দন করতে দেখে অন্যান্য সাহাগণও ক্রন্দন করতে আরম্ভ করলেন।

হযরত মুসআ'ব বিন উমায়ের মক্কার একজন প্রধানের ছেলে ছিল। সে অত্যন্ত আদর ও সুখ শান্তিতে লালিত পালিত হয়ে ছিল। যুবক হওয়ার সাথে সাথে সে মুসলমান হয়েছেন। তার পিতা-মাতা শত্রু হয়ে গেল। তাকে নির্যাতন করে বন্দি করে দিল। ঘর থেকে বের করে দিল। একদিন হযরত মুসআ'ব বিন উমায়ের হুযুর ﷺ এর

deeniyat

কাছে এসেছেন তখন সবাই দেখল যে, তিনি রেশমের কাপড়ের পরিবর্তে শরীর-কে একটি কম্বল দিয়ে আবৃত করেছেন, তাও কিন্তু ছেঁড়া ফাটা ছিল। এই অবস্থা দেখে হুযুর ﷺ বড় দু:খের সাথে মাথা নিচু করে নিলেন।

একদা এক সাহাবী আসলেন, সে তার চাদরের নীচে পাখির বাচ্চা লুকিয়ে ছিল, হুযুর ﷺ হুকুম দিলেন, যাও! এই বাচ্চা যেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেখানেই রেখে আস।

একদা নবী কারীম ﷺ সফরে ছিলেন। রাস্তায় অবস্থান কালে দেখেন যে, এক ব্যক্তি একটি পাখির বাসা থেকে ডিম বের করে নিল, আর পাখিটি ডিমের উপর পাখা দিয়ে মার ছিল, হুযুর ﷺ দেখে বললেন, ডিমগুলো ওখানেই রেখে দাও।

একবার একটি ক্ষুধার্ত উট দেখে তিনি বললেন, “এই ভাষাহীন পশুদের ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় কর”। কোন পশুর উপর যদি কেউ বেশী বোঝা দিত তখন হুযুর ﷺ নিষেধ করতেন।

একবার হুযুর ﷺ এর ঘরে কিছু মহিলা একত্রিত হয়েছিল। এই সমস্ত মহিলা হুযুর ﷺ এর আত্মীয়-স্বজন ছিল, এবং তারা উচ্চ স্বরে কথা বলছিল। এমতাবস্থায় হযরত উমর رضي الله عنه আসলেন তখন সবাই উঠে চলে গেল, এই দেখে রসূল ﷺ মৃদু হাসলেন। হযরত উমর رضي الله عنه বললেন, “আল্লাহ আপনাকে সর্বদা হাসা অবস্থায় রাখুক! আপনি কেন হাসছেন?” তিনি বললেন, “আমার ঐ সমস্ত মহিলার উপর হাসি আসল যে, তারা তোমার আওয়ায শুনামাত্রই ভিতরে চলে গেল”। অত:পর হযরত উমর رضي الله عنه মহিলাদেরকে বললেন, “হে

মহিলাগণ তোমরা আমাকে ভয় কর অথচ হুযুর ﷺ -কে ভয় কর না?” মহিলাগণ উত্তর দিল “প্রিয় নবী ﷺ আপনার চেয়ে নরম অন্তরের”।

প্রশ্নাবলী

(১) সাহাবী কি ঘটনা শুনালেন যার কারণে হুযুর ﷺ ক্রন্দন করলেন?

(২) হযরত মুসআ'ব বিন উমায়ের رضي الله عنه -কে দেখে হুযুর ﷺ কেন দুঃখ পেলেন?

(৩) পাখির ব্যাপারে হুযুর ﷺ কি বলেছেন?

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবে

সবক নং- ২৫ ক্ষমা ও মার্জনা

আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রচারের কারণে কাফেরগণ নবী কারীম ﷺ -কে গালি দিয়েছে। তাঁকে উপহাস কারেছে। তাঁকে খারাপ কথা বলেছে। তাঁকে মেরেছে। তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। হত্যা করার চেষ্টা করেছে। যখন আল্লাহ তা'আলা হুযুর ﷺ -কে শক্তি ও বিজয় দান করেছেন, তখন তিনি কাহারো থেকে প্রতিশোধ নেন-নি। এরকম অনেক ঘটনা রয়েছে তার মধ্য থেকে কিছু শুনুন।

হযরত হামজাহ رضي الله عنه নবী ﷺ এর প্রিয় চাচা ছিলেন। একজন বীর পুরুষ ছিলেন। ইসলামের স্বার্থে কাফেরদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছেন। তার সামনে নবী ﷺ -কে কেউ অশ্লীল কথা বললে তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। কাফেরদের বড় বড়

deeniyat

সরদাররা তার হাতে মারা গেছে। এক যুদ্ধে ওয়াহ্শী চুপে চুপে এসে হযরত হামাজাহ رضي الله عنه শহীদ করে দিয়েছে। হযরত হামজাহ رضي الله عنه এর মৃত্যুতে নবী صلى الله عليه وسلم সারা জীবন পেরেশানী ছিলেন। যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেল তখন ওয়াহ্শী হুযুর এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাইল, ওয়াহ্শীকে দেখে নবী صلى الله عليه وسلم এর চাচার কথা স্মরণ হয়ে গেল। হুযুর صلى الله عليه وسلم তাকে শুধু এতটুকু বললেন, “যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম; কিন্তু তুমি আমার সামনে আসবে না; কেননা তোমাকে দেখলেই চাচা হামজাহ رضي الله عنه এর কথা স্মরণ এসে যায়” ।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামজাহ رضي الله عنه এর বুক চিরে রেগে কলিজা চিবিয়ে ছিল এবং নাক কান কেটে হার বানিয়েছে; কিন্তু যখন হিন্দা এসে ক্ষমা চাইল তাকেও নবী صلى الله عليه وسلم ক্ষমা করে দিলেন।

হুবার বিন আসওয়াদ নবী صلى الله عليه وسلم এর কট্টর শত্রু ছিল। হুযুর صلى الله عليه وسلم এর প্রিয় কন্যা হযরত যয়নাব মক্কা থেকে মদীনার দিকে হিজরত করে যাচ্ছিলেন, তখন হুবার দৌঁড়ে গিয়ে হযরত যয়নাব رضي الله عنها -কে উটের উপর থেকে ফেলে দিয়েছে, হযরত যয়নাব رضي الله عنها এর শরীরে এমন আঘাত হয়েছিল, যার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু যখন সে এসে ক্ষমা চাইল তখন তাকেও নবী صلى الله عليه وسلم ক্ষমা করে দিয়েছেন।

হুযুর صلى الله عليه وسلم হিজরতের জন্য মক্কা থেকে বের হলেন, তখন মক্কার কাফেরগণ এই ঘোষণা দিল যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم এর মাথা কেটে এনে দিবে তাকে একশত লাল উট পুরস্কার হিসাবে

দেওয়া হবে। লোভী কাফেররা হুযুর ﷺ এর মাথা কাটার জন্য ছুটা ছুটি করতে লাগল। একজন কাফের ছিল যার নাম "সুরাকা" সে ঘোড়ায় চড়ে নবী ﷺ এর খোঁজে বের হয়ে হুযুর ﷺ নর এর কাছে পৌঁছে গেল। সুরাকা চেয়ে ছিল যে, সে নবী ﷺ এর উপর আঘাত করবে; কিন্তু তার ঘোড়া হাটু পর্যন্ত বালুতে ধ্বসে গেছে। সে ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম টান দিল। ঘোড়াকে বালু থেকে বের করল, সুরাকা দ্বিতীয়বার আঘাত করার চেষ্টা করল; কিন্তু আবারও তার ঘোড়ার পা বালুতে ধ্বসে গেল। এভাবে তিনবার হয়েছে, সুরাকা এতে ভয় পেয়ে। অত:পর সুরাকা হুযুর ﷺ এর কাছে ক্ষমা চাইল নবী ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

প্রশ্নাবলী

(১) যখন আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে শক্তি ও বিজয় দান করেছেন তখন তিনি কি করেছেন?

(২) ওয়াহ্শী এবং হিন্দা কে ছিল?

(৩) সুরাকার ঘটনাটি শুনাও।

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবে

সবক নং- ২৬ শরীর মুবারক

প্রিয় নবী ﷺ না অধিক লম্বা না খাটো ছিলেন। না অধিক পাতলা না মোটা ছিলেন। তাঁর মাথা ছিল বড়, কপাল ছিল গোলাকার। নাক ছিল লাম্বা। পলক ঘনঘন ও ভ্রু লাম্বা ছিল। চোখ বড় বড় ছিল। দাড়ি মুখে পরিপূর্ণ ছিল। ঘাড় উঁচু এবং চেহারা ছিল আকর্ষণীয়।

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

হুযুর ﷺ এর মুখমন্ডলে বেশী গোশ্‌ত ছিল না। হুযুর ﷺ এর মাথার চুল অত্যাধিক কোঁকড়ানো ও একেবারে সোজাও ছিল না। জীবনের শেষ পর্যন্ত চুল কালো ছিল। হুযুর ﷺ চুলে অধিক তেল দিতেন, চিরুনী করতেন এবং সিঁতে করতেন।

হুযুর ﷺ এর উভয় কাঁধের মাঝামাঝি কবুতরের মত লাল উঁচু গোশ্‌ত পিন্ড ছিল। যার উপরে তিল ও চুল ছিল। উভয় কাঁধ গোশ্‌তে ভরা ছিল, এবং ঘাড়ের হাঁড় গুলো বড় ছিল। উভয় হাত লম্বা ও নরম ছিল। হাতের বাহু লম্বা ও চিকন ছিল। পায়ের গোড়ালী হাল্কা ছিল। পায়ের তলার মাঝের অংশ সামান্য খালি ছিল। পায়ের তলার মধ্যখান দিয়ে পানি বের হয়ে যেত। হুযুর ﷺ শরীর মুবারকের চামড়া অতি নরম ও মোলায়েম ছিল।

নবী কারীম ﷺ এর রং ফর্সা সাদা লালে চমকাতো। দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন। যে ব্যক্তি দেখত তার অন্তরে হুযুর ﷺ এর ভালোবাসা সৃষ্টি হত। তাঁর ঘাম মুতির মত চমকাতো এবং সেই ঘাম থেকে অত্যন্ত ভালো সুগন্ধি আসত। হুযুর ﷺ অনেক দ্রুত গতিতে চলতেন, চলার সময় এমন মনে হতো যে, যেন তিনি ঢালো বিশিষ্ট যমিন থেকে নিচে নামতেছেন।

deeniyat

প্রশ্নাবলী

(১) নবী ﷺ এর চুল মুবারক কেমন ছিল?

(২) নবী ﷺ ঘাম কেমন ছিল?

(৩) নবী ﷺ কেমন ভাবে চলতেন?

৫ পঞ্চম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

৪-ইসলামী তারবিয়াত

সহজ দ্বীন

সংজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় জীবন যাপন করাকে 'দ্বীন' বলা হয়।

উপদেশ-বাণি

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম। এবং (চিরস্থায়ী)ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। [সুরা: মায়িদা: ৩]

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামের নির্দেশনা হল মনে-প্রাণে আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসেবে মেনে নেয়া। পরকাল বিশ্বাস করা। যত্নসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। রমযান মাসে পাবন্দিসহ রোযা রাখা। যাকাত দেয়া। এবং হজ আদায় করা।

সেই সঙ্গে লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আমানাতদারী ও সততা রক্ষা করার নির্দেশও ইসলাম দিয়ে থাকে। ইসলামের নির্দেশ ধোকা-প্রতারণা ও মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা। নিজের চরিত্র ও কর্মকে সুন্দর করারও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ইসলাম ধর্মে। আর একারণেই তো ইসলামের প্রসিদ্ধ শাখা পাঁচটি।

deeniyat

যথাঃ-

১. ঈমান-আকীদাঃ

ঈমানিয়াত বলতে বোঝায় একজন মুসলমানকে মনে-প্রাণে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন আল্লাহ তা'আলাকে এক বলে স্বীকার করা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসেবে মেনে নেয়া।

২. ইবাদাত আমলঃ

ইবাদাত বলতে ঐসব নেক আমল বোঝায় যা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়। যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ, কুরআন শরীফের তেলাওয়াত এবং দ্বীনি ইলম হাসিল করা ইত্যাদি।

৩. মু'আমালাত ও লেনদেনঃ

মু'আমালাত এর মর্মার্থ হল বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারস্পরিক লেন-দেন এবং উত্তরাধিকারী ইত্যাদি বিধি-বিধানগুলোকে শরীয়ত সম্মত পন্থায় পালন করা। যেমন- মাপে কম না দেয়া। আমানতের খেয়ানত না করা। মিরাসের সম্পত্তি সকল হকদারদেরকে বুঝিয়ে দেয়া ইত্যাদি।

৪. মুয়াশারাত ও সামাজিকতাঃ

মুয়াশারাত হল যাদের সঙ্গে আমরা বসবাস করি তাদের সঙ্গে আমাদের কী ধরনের আচরণ করা উচিৎ ? এবং আমাদের ওপর তাদের কি কি অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে সে-সব বিষয়। যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য হওয়া, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া ইত্যাদি।

deeniyat

৫. আখলাকিয়াত ও আচার-আচরণঃ

আখলাকিয়াত বলতে বোঝায় ভাল আচরণ ও সদ্ব্যবহার। মানবীক সকল ভাল গুণাগুণ। যেমন- সততা, বিশ্বস্ততা, অঙ্গীকার রক্ষা করা, হিংসা-বিদ্বেষ না করা এবং পরনিন্দা ও গীবত থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি।

পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ মুসলমান তো সেই, যার গোটা জীবন শরীয়ত সম্মত হয়। যার ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অভ্যাস-চরিত্র সব-কিছু শরীয়তের অনুগত হয় সেই পরিপূর্ণ মুসলমান। কেউ যদি দ্বীনের কোনো এক শাখায় ইসলামী বিধি-বিধান মেনে না চলে, তবে তিনি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারেন না। উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যাক্তির আকীদা-বিশ্বাস ঠিক আছে। খুব বেশি ইবাদত-বন্দেগীও করে। কিন্তু লোকদেরকে ধোকা দেয়, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, অন্যদেরকে কষ্ট দেয় এবং অভ্যাস-চরিত্র ভাল না তবে এমন কেউ আল্লাহর নিকট সুপ্রিয় ও পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে পারে না। বরং কেয়ামতের দিন এসব ইবাদত তার কোনো কাজে দেবে না। উপরন্তু সে তার এসব পাপ কর্মের কারণে আল্লাহর আযাবে নিপতিত হবে। আর একারণেই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন নিজেদেরকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের অনুগত বানায় এবং সে মতে তাদের জীবন পরিচালনা করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরাশাদ করেন,

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوْاادْخُلُوافِي السِّلْمِ كَافَّةً

হে ঈমানদারগণ! ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর!

[সুরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২০৮]

অন্য জায়গায় বলেন : وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

[সূরা আল ইমরান : আয়াত-১০২]

অর্থ : তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করিও না।

সুতরাং আমরা আমাদের আক্বীদা, ইবাদত, লেনদেন, সামাজিকতা, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি জীবনের সমস্ত শাখা প্রশাখায় ইসলামের আদেশ অনুযায়ী করা উচিত। তাতেই রয়েছে আমাদের সফলতা ও পরিত্রান। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইসলামকেই আমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পছন্দ করেছেন। এতেই আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। ইসলাম ব্যতীত যত ধর্ম রয়েছে সকল ধর্ম আল্লাহর নিকট বাতিল ও রহিত। এখন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইসলামই থাকবে। প্রত্যেক মানুষের মুক্তি এবং সফলতা ইসলামের মধ্যেই রয়েছে। ইসলামকে গ্রহণ করার মাধ্যমে পবিত্র জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশের ও হিসাবহীন রিজিকের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা

সহজ দ্বীনের বিষয়ের দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য বাচ্চাদের মানসিক ভাবে তারবিয়ত এবং ঈমান ও ইবাদতের সাথে সাথে জীবনের প্রত্যেক অধ্যায়ে পরিপূর্ণ দ্বীন অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। সুতরাং সহজ দ্বীনের শিরোনামের অধীনে প্রসিদ্ধ পাঁচটি শাখা সম্পর্কে পৃথক পৃথক শিরোনামের মাধ্যমে বিষয় বস্তু দেওয়া হয়েছে।

সহজ দ্বীনের সবকসমূহ নিজে পড়ে শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে পড়িয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন এবং এ বিষয়ে দেওয়া উপদেশসমূহ অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করার প্রতিও উৎসাহ দিবেন।

সবক নং- ১ ঈমান সম্পর্কে
আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা কর।

আল্লাহ তা'আলা সারা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। সারা পৃথিবীর নিয়ম কানুন নিজেই পরিচালনা করেন। এই জগতে মানুষ যাহা কিছু পাচ্ছে সবই তার হুকুমে ও তার ফয়সালায় পাচ্ছে। যদি তিনি কাউকে কোন জিনিস দিতে চান, আর সারা পৃথিবীর মানুষ মিলেও তাকে বঞ্চিত করতে চায় তাহলে তারা তাকে কখনও বঞ্চিত করতে পারবে না। আর যদি তিনি কাউকে বঞ্চিত করতে চান, আর সারা পৃথিবীর মানুষ মিলে তাকে আরাম দিতে চায় তাহলে তারা তাকে কখনও আরাম দিতে পারবে না। বুঝা গেল যে, আসল আরামদাতা সত্ত্বা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এবং আসল বঞ্চিতকারী সত্ত্বা আল্লাহ তা'আলাই। হ্যাঁ- দুনিয়াতে আমাদেরকে যাহা কিছু দেখানো হচ্ছে এবং অনুভব হচ্ছে ঐ সমস্ত জিনিসের সাহায্যে আমাদের প্রয়োজন পুরা হয়, সে গুলো মূলত উপায় ও মাধ্যম। সে গুলোর ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কিছুই নয়। ঐ সকল জিনিস আমাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্টকৃত শুধু-মাত্র মাধ্যম । যে- ভাবে ঘরের মধ্যে পাইবের দ্বারা পানি পৌঁছে, সে পাইব পানি পৌঁছানোর জন্য শুধু-মাত্র মাধ্যম ও উপায়। পানি বন্টনের ক্ষেত্রে পাইবের কোন দখল ও ক্ষমতা নেই। এমনইভাবে এই পৃথিবীর অস্তিত্ত্বে বাস্তব কার্যকারক কোন মাধ্যম নয়; বরং কার্যকারক শুধু-মাত্র আল্লাহ তা'আলারই সত্ত্বা এবং তার হুকুম।

এই বাস্তবতা অন্তরে বিশ্বাস করে নিজের সমস্ত উদ্দেশ্যে এবং কর্মে

শুধু-মাত্র আল্লাহর সত্ত্বার উপর আস্থা এবং ভরসা করা, তারই নিকট কাকুতি মিনতি করা, তাঁর শক্তি এবং অনুগ্রহের উপর দৃষ্টি রাখা, তাঁর থেকেই আশা এবং তাকেই ভয় করা, তাঁর থেকে চাওয়া, দু'আ করা ইত্যাদির নামই ভরসা। বাহ্যিক মাধ্যম ও ব্যবস্থাপনাকে ছেড়ে দেওয়া ভরসার জন্য অপরিহার্য নয়। বরং উপায় বা মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর উপর ভরসা এবং বিশ্বাস রাখা উচিত। আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থার ব্যাপারে হাদীসে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তার মর্যাদাও বর্ণনা করা হয়েছে। এমন কি রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তারা ঐ সকল ব্যক্তি যারা মন্তরের দ্বারা রুগীর চিকিৎসা করত না, কুলক্ষণা বের করত না এবং তারা শুধু নিজের প্রভূর উপর ভরসা করত। [বুখারী : ৬৪৭২]

অন্য আরেকটা হাদীসের মধ্যে ভরসার উপর উৎসাহ দিতে গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, যদি তোমরা আল্লাহর উপর এমন ভরসা ও আস্থা রাখ যেরকম ভাবে তিনি ভরসার অধিকারী, তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমন ভাবে রিযিক দিবেন যেমনি ভাবে পশু-পাখিকে রিযিক দিয়ে থাকেন। পাখি সকাল বেলা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধার সময় পেট ভরে বাসায় ফিরে আসে। [তিরমিযী: ২৩৪৪]

সবক নং- ২ ইবাদত সম্পর্কে
ভালো কাজে অগ্রসর হওয়া

নেককার লোকেরা সর্বদা বেশী থেকে বেশী নেকী অর্জনের জন্য এবং ভালো কাজে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। তারা সর্বদা এই চিন্তা করে যে, কিভাবে আল্লাহর ইবাদত, তাঁর স্মরণ, তাকওয়া ও সংযমীলতা, সৃষ্টিকুলের সেবা, এবং দান ও সদকার মাধ্যমে আগে বেড়ে অংশ নিবে। এবং জান্নাতের উঁচু উঁচু স্থান অর্জন করে নিবে, কাহারো থেকে পিছিনে থাকা তারা পছন্দ করে না। এটা একটি ভালো গুণ, প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে এই আকাঙ্খা ও ইচ্ছা থাকা দরকার। কুরআন, হাদীসে নেক কাজে অগ্রসর হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন , তোমরা নেক কাজে একে অপরের আগে বাড়ার চেষ্টা কর।

[সূরা বাকারাহ : আয়াত-১৪৮]

রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা ব্যস্ত হওয়ার পূর্বে নেক কাজে তাড়াতাড়ি কর। [ইবনে মাজাহ : ১০৮১]

সকল সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে অধিক থেকে অধিক নেকী অর্জনের আকাঙ্খা ও ইচ্ছা পরিপূর্ণ ছিল। তারা নেক কাজে অংশ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হতেন। একবারের ঘটনা, কিছু দারিদ্র সাহাবী প্রিয় নবী ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! ধনী লোকেরা জান্নাতের উঁচু উঁচু স্থান অর্জন করে নিচ্ছে (এবং আমরা দরিদ্র হওয়ার কারণে ঐ সব মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি)। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কিভাবে? তারা উত্তরে বলল যে, আমরা নামায পড়ি তারাও

নামায পড়ে, আমরা রোযা রাখি তারাও রোযা রাখে; কিন্তু তারা দান - সদকা করে আর আমরা ঐ নেক কাজ থেকে বঞ্চিত থেকে যাই, তারা গোলাম আযাদ করে আর আমরা গোলাম আযাদ করতে পারি না। (এরকমভাবে তাদের নেকী আমাদের থেকে বেশী হয়ে যায়) হুযূর ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলব না, যার উপর তোমরা আমল করলে ধনীদের নেকীর মত নেকী পাবে, যে ধনীরা তোমাদের থেকে নেকী অর্জনে আগে চলে গেছে । এবং নেকী অর্জনে ঐ সকল ব্যক্তিদের থেকেও অগ্রসর হবে যারা তোমাদের পিছনে আছে। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম ভীষণ আনন্দিত হলেন, তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! অবশ্যই বলে দিন, হুযুর ﷺ বললেন, তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩- বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩-বার আল হামদুলিল্লাহ, ৩৪-বার আল্লাহু আকবার ও ১০-বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে। ঐ দরিদ্র সাহাবীগণ প্রত্যেক নামাযের পর গুরুত্বের সাথে পড়া শুরু করল। যখন ঐ ধনী সাহাবীগণ এ ব্যাপারে জানতে পারল তখন ধনী সাহাবীগণও এই কালিমাগুলো প্রত্যেক নামাযের পর গুরুত্বের সাথে পড়তে লাগল, আর ধনীদেরও অধিক থেকে অধিক নেকী অর্জনের আশা আকাঙ্খা ছিল।

যখন দরিদ্র সাহাবীগণ জানতে পারলেন যে, ধনীরাও এই আমল পড়তে আরম্ভ করলেন, তখন দরিদ্ররা চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, এখন তাদের সওয়াব আমাদের থেকে বেড়ে গেল, এমন কি দরিদ্র সাহাবীগণ হুযুর ﷺ এর খেদমতে আবারও উপস্থিত হলেন এবং আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এই কালিমা গুলো ধনীরাও

পড়তে আরম্ভ করল, এখন-তো তারা নেকীতে আগে বেড়ে যাচ্ছে, হুযুর ﷺ বললেন, ইহা তো আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ তিনি যাকে চান তাকে দান করেন। [মুসলিম : ১৩৭৫]

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবে

সবক নং- ৩ লেনদেন সম্পর্কে
ঘুষ গৃহীতা ও ঘুষদাতা

ধন সম্পদ আল্লাহ তা'আলার বড় অনুগ্রহ। সেই সম্পদ আল্লাহর তা'আলার আদেশ অনুযায়ী উপার্জন করা ও ব্যয় করা উচিত, ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সম্পদ কোথায় থেকে উপার্জন করেছে এবং কোথায় খরচ করেছে? এজন্য সম্পদ উপার্জন করা ও ব্যয় করার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধি বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত এবং শরীয়তের বিধি বিধান অমান্য করা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। যদি সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে উপার্জন করা হয় অথবা অবৈধ জায়গায় ব্যয় করা হয় তাহলে এই সম্পদ পার্থিব জগতে অশান্তি ও পরকালে কঠিন মসিবতের কারণ হবে।

ধন সম্পদ উপার্জনের অনেক পদ্ধতি এবং তা খরচ করার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে; কিন্তু সব গুলোই বৈধ ও অপন্দনীয় নয়। মূল কথা হল অবৈধ পদ্ধতি থেকে একটি হল ঘুষ গ্রহণ করা ও ঘুষ দেওয়া। ঘুষ গ্রহণ করা ও ঘুষ দেওয়া একটি বড় ধরণের পাপ এবং আল্লাহ তা'আলার অভিশাপের কারণ। যেরকম ভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষ গৃহীতা ও ঘুষদাতা উভয়ের জন্য অভিশাপ করেছেন। [আবু দাউদ : ৩৫৮০]

deeniyat

উদ্দেশ্য ইহা যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষ গৃহীতা ও ঘুষদাতার উপর অত্যন্ত অসুন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তাদের জন্য বদ দু'আ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে নিজ রহমত থেকে বঞ্চিত করেন। আল্লাহর আশ্রয় সারা পৃথিবীর জন্য রহমত, গুণাহগারদের জন্য সুপারিশকারী মুহাম্মাদ ﷺ যিনি দুর্ভাগাদের জন্য অসুন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত করার জন্য বদ দু'আ করেছেন ঐ হতভাগার স্থান কোথায় হতে পারে?

সুতরাং আমাদের জন্য উচিত ঘুষের লেনদেন থেকে দূরে থাকা এবং সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের আঁচল ধরে রাখা। এবং ঘুষের কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে সাক্ষী বা কার্যক্রম করা থেকেও দূরে থাকা উচিত; কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষদাতা ও ঘুষ গৃহীতা ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি (দালাল) এর উপরও অভিশাপ করেছেন, যে ঘুষের লেনদেনের উপায় ও মাধ্যম হয়।

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবে

সবক নং - ৪ সামাজিকতা সম্পর্কে
মহিলাদের পোশাক কেমন হওয়া উচিত

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পোশাকের মত উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন নেয়ামত দান করেছেন, পোশাকের দ্বারা আমরা নিজের শরীর আবৃত করি, সাজ-সজ্জা করি, ঠান্ড ইত্যাদি থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করি। ইসলাম পোশাকের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রকার অথবা বিশেষ কোন আকৃতি এবং রং নির্ধারণ করে নাই; বরং তাকে মানুষের চাহিদা এবং পছন্দের উপর ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্যয় পোশাকের

ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলাদেরকে কিছু কথা বলা হয়েছে এবং কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এখানে মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত উপদেশ গুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম যে-ভাবে অন্যান্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তাদের স্বভাব, অভ্যাস, তাদের আবেগ এবং তাদের মর্যাদার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য করেছে, এবং তাদের উপর ঐ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যা তাদের স্বভাব সম্মত এবং যাকে তারা সুন্দর ভাবে আদায় করতে সক্ষম। এরকম ভাবে ইসলাম এখানেও তাদের ইজ্জত ও সম্মান, এবং তাদের পবিত্রতা ও সতীত্ব সংরক্ষণের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখার সাথে সাথে এমন কিছু নির্দেশ দিয়েছে, যা মেনে চলার মাধ্যমে মহিলাগণ ভদ্রতা ও ইজ্জতের সাথে পবিত্র জীবন-যাপন করতে পারবে। সমাজে উত্তম স্বভাব-চরিত্র ও নেক কাজের প্রতীক হতে পারবে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

মহিলাদেরকে পোশাক সম্পর্কে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মূল কথা হল ইহা যে, পোশাক পরিধানের পর পূর্ণ শরীর যেন ঢেকে ফেলে; কেননা মহিলাদের পূর্ণ শরীরটাই পর্দা। এই জন্য শরীরের কোন অংশ খোলা রাখা বৈধ নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামীদের দুটি দল এমন হবে যাদেরকে আমি এখনও দেখি নাই, অর্থাৎ তাদের আবির্ভাব পরে হবে। একটি দল ঐ সমস্ত মানুষের যাদের হাতে লেজের মত চাবুক হবে, যার দ্বারা তারা মানুষদেরকে অন্যায় ভাবে মারবে এবং দ্বিতীয় দল ঐ সমস্ত মহিলাগণ যারা বাহ্যিক ভাবে কাপড় পরবে; কিন্তু প্রকৃত তারা উলঙ্গ হবে, পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুল বড়

উটের পৃষ্ঠের উঁচু হাঁড়ের মত হবে, এই ধরণের মহিলাগণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর অর্থাৎ অনেক দূর থেকে অনুভব করা যাবে। [মুসলিম : ৫৭০৪]

একজন মহিলা পোশাক পরিধান করার পরও উলঙ্গ হয়ে থাকে, তার কয়েকটি প্রকার হতে পারে। এক- পোশাক এত পাতলা যে, শরীরের ভিতরের অংশও দেখা যাবে। দ্বিতীয়- পোশাক এত সংকীর্ণ যে, শরীরের লৌকিকতা (অর্থাৎ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফুটে উঠা) প্রকাশ পাবে। তৃতীয়- শরীরের কিছু অংশে কাপড় হবে এবং কিছু অংশ খোলা থাকবে। হাদীসে বর্ণনাকৃত ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে এই তিনটি পদ্ধতিই অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য প্রত্যেক পদ্ধতি থেকে সমস্ত মহিলাকে বিরত থাকা উচিত।

এমনি ভাবে মহিলাগণ পোশাকের ক্ষেত্রে বিধর্মী কাফের এবং ফাসেকদের অনুকরণ এবং তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এবং পুরুষদের মত পোশাক পরিধান করা থেকেও বিরত থাকবে। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ এই ধরণের মহিলাদের উপর অভিশাপ করেছেন যারা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। [বুখারী : ৫৮৮৫]

এমন কি মহিলাদের উচিত, তারা যেন নিজেদের সাধ্যের চেয়ে বেশী মূল্যের পোশাক পরিধান না করে। এবং পরিধান করে অহংকার ও প্রদর্শণী এবং লৌকিকতায় লিপ্ত না হয় । কেননা আল্লাহর রসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারী পোশাক পরিধান করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন অপমাণের পোশাক পরিধান করাবেন। [ইবনে মাজাহ : ৩৬০৬]

সবক নং- ৫ চরিত্র সম্পর্কে
পরনিন্দার পরিণতি

কোন ব্যক্তির এমন কথা অন্যের নিকটে পৌঁছানো যার কারণে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট খারাপ হয়ে যায় এবং পারস্পরিক সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়, তাকে "চুগল খোরী" বলা হয়। পরনিন্দা বড় ধরণের খারাপ অভ্যাস এবং পরনিন্দার ফলাফল অত্যন্ত খারাপ, এই জন্য ইসলাম পরনিন্দা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিয়েছে, পরনিন্দা এমন খারাপ অভ্যাস যে, যার কারণে কোন কোন সময় পুরা সম্প্রদায় মসিবতে পড়ে যায়।

হুযুর ﷺ পরনিন্দার অনেক খারাপি বর্ণনা করেছেন এবং পরনিন্দাকারীদেরকে খারাপ লোকদের মধ্যে গণনা করেছেন। একবার হুযুর ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার উত্তম বান্দা ঐ ব্যক্তি যাকে দেখে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ হয় এবং সবচাইতে খারাপ বান্দা ঐ ব্যক্তি যে পরনিন্দাকারী ও বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতাকারী এবং যে ব্যক্তি সৎ বান্দাদেরকে কোন পাপ অথবা পেরেশানি এবং মসিবতে ফেলানোর চেষ্টা করে।

[মুসনাদে আহমাদ : ১৭৯৯৮]

যে ব্যক্তি গীবতকারী হয় এবং একজনের কথা অন্য জনের নিকট বলে বেড়ায়, যাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি খারাপ ধারণা করে এবং তাদের উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, এই ধরণের খারাপ চরিত্র ব্যক্তির ব্যাপারে হাদীসে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। হুযুর ﷺ বলেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

অর্থাৎ : পরনিন্দাকারী জান্নাতে যাবে না। [বুখারী : ৬০৫৬]

আমাদের গীবত করা থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি কোন মহিলা এই ধরণের খারাপ অভ্যাসে লিপ্ত হয়ে যায় এবং আমাদের মাঝে কাহারো গীবত করে তাহলে তাকে নিষেধ করে দেওয়া উচিত। যদি আমরা এরকম না করি তাহলে আমরাও আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব এবং পরকালের শাস্তিতে পতিত হয়ে যাব। আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে পরচর্চা থেকে হেফাজত রাখ। আমীন।

৬ ষষ্ঠ মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ৬ ঈমান সম্পর্কে
আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা

যতগুলো প্রাণী এই পৃথিবীতে বসবাস করে তাদের রিযিক পৌঁছানোর দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়েছেন। তিনিই সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকারী এবং তিনিই সকলের রিযিকদাতা। আল্লাত তা'আলা এমন নয় যে, কোন প্রাণীকে সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দিবেন, তাদের জন্য রিযিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যবস্থা করবেন না। তিনি তো সমুদ্রে থাকা প্রাণীদের, আকাশে উড়ন্ত পাখীদের এবং জমিনে বিচরণকারী সকল সৃষ্টিকুলকে নিজের গচ্ছিত সম্পদ থেকে রিযিক দান করেন।

আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন, এমন বহু জীব-জন্তু আছে, যারা নিজেদের রিযিক নিজেরা সংগ্রহ করতে সক্ষম নয়, আল্লাহ তাদেরকেও রিযিক দিয়ে থাকেন এবং তোমাদেরকেও রিযিক দিয়ে থাকেন, আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

[সূরা আনকাবুত : আয়াত-৬০]

deeniyat

কিন্তু এটাই আল্লাহ তা'আলার হেকমত ও ব্যবস্থাপনা যে, তিনি কাহারো রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা দান করেন এবং কাহারো রিযিকে সংকুচিত করেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তাকে রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা করেন) রিযিকে সংকুচিত করেন।

[সূরা রাদ: আয়াত-২৬]

এখানে দুটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। এক- যে মানুষই এই পৃথিবীতে আসে, সে তার রিযিক নিয়ে আসে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভান্ডার থেকে তার জন্যও রিযিক নির্ধারণ করে দেন। এবং তার জন্য রিযিক নির্ধারণ করার কারণে অন্য কাহারো রিযিকের মধ্যে কমও করা হয় না। সুতরাং ইহা মনে করা যে, যার পরিবার যত ছোট হবে প্রত্যেকের জীবন অত্যন্ত সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে, আর যার পরিবার যত বড় হবে অত্যন্ত কষ্ট এবং সংকীর্ণতার সাথে জীবন অতিবাহিত হবে। এই ধারণা মারাত্মক ভুল এবং মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। জাহিলিয়্যাতের যুগেও কিছু লোক এই ধারণা করত যে, সন্তান সন্ততি যদি বেশী হয় তাহলে তাদের খাবারের ব্যবস্থা কোথায় থেকে করব। এবং তাদের প্রয়োজন মিটাবো কিভাবে। এই জন্য তারা অত্যন্ত দয়া-মায়াহীন এবং কঠোর অন্তর নিয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করতো। এই নিস্পাপ শিশুদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছিল, ইসলাম এসে সেই অত্যাচার বন্ধ করে দিয়েছে, এবং আল্লাহ তা'আলা পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার

ভয়ে হত্যা কর না। আমি তাদেরকেও রিযিক দিব এবং তোমাদেরকেও রিযিক দিব। নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ! তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক বড় ধরনের গুনাহ।

মূলত এই ধারণা তখনই আসে যখন মানুষ নিজেকে রিযিকদাতা, নিজের সন্তানের জন্য এবং অন্যান্য সম্পর্কীয় লোকদের জন্য রিযিকদাতা মনে করে। এই জন্য সে চিন্তা ভাবনা করে যে, এখন তো নিজের জীবন কষ্টের সঙ্গেই অতিবাহিত হচ্ছে। আর যদি পরিবারের সংখ্যা বেশী হয়ে যায় তাহলে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা কোথায় থেকে হবে। অথচ মানুষের দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, সে শুধু নিজের জন্য এবং নিজের লালিত-পালিত অন্যান্য ব্যক্তির জন্য রিযিক অর্জনের চেষ্টা করতে থাকবে। এবং উপার্জনের উপায় অবলম্বন করতে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাকেও রিযিক দিবেন এবং তাকে উপায় ও মাধ্যম বানিয়ে অন্যদেরকেও রিযিক দিবেন।

দ্বিতীয় কথা এটাও অন্তরে রাখতে হবে যে, একজনের দায়িত্বে যতজন লালিত-পালিত হবে তাদের পরিমাণেও রিযিক দেওয়া হবে। উদাহরণ স্বরূপ একজন ব্যক্তির দায়িত্বে পাঁচজন ব্যক্তি, তাহলে পাঁচজনের পরিমাণেই তার কাছে রিযিক আসবে। আর যদি তার দায়িত্বে দশজন ব্যক্তি থাকে তাহলে তার কাছে ঐ দশজন ব্যক্তির অনুপাতেই রিযিক আসবে। হুযুর ﷺ বলেছেন, বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য বান্দার পরিশ্রম অনুপাতেই আসে। [শুআ'বুল ঈমান : ৯৯৫৬]

সবক নং- ৭ ইবাদত সম্পর্কে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বরকতময় কালাম। তার মধ্যে শরীয়তের আহকাম ও আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি এবং স্বভাব-চরিত্র এবং আদব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে ইহকাল ও পরকালের সফলতার আমল বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই কুরআন মাজীদ সমস্ত মানুষের জন্য পথ পদর্শক। এই কুরআন বরকতময় ও পবিত্র কালাম। তার মধ্যে অগণিত বরকত রয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে সে পরকালে অনেক নেকী ও সওয়াব পাবে এবং কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করলে তা ইহকাল ও পরকালের উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মান ও ইজ্জতের কারণ হবে। ঐ ব্যক্তি বড় সৌভাগ্যবান, যে সদা সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত করে এবং তার শিক্ষা অনুপাতে আমল করে। কুরআন নিজে বুঝে অন্যকে বুঝানোর চেষ্টা করে। এই ধরণের ব্যক্তিকে আল্লাহর রসূল ﷺ ঈর্ষার উপযুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। এমনকি একটি হাদীসে ইরশাদ করেছেন, "শুধু দুই ব্যক্তি ঈর্ষার উপযুক্ত, একজন ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের নেআ'মত দান করেছেন, অত:পর সে দিন-রাত তথা সদা সর্বদা কুরআন চর্চায় লিপ্ত থাকে। এবং দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন সম্পদ দান করেছেন এবং দিন-রাত তথা সদা সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে থাকে।"

[বুখারী : ৭৫২৯]

কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের দ্বারা অন্তর পরিস্কার হয়। আল্লাহ

deeniyat

তা'আলার স্মরণ ও পরকালের প্রতি লক্ষ করে চিন্তাহীনতা ও অলসতা দূর হয়। হাদীসে এসেছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের অন্তরে এমন ভাবে মরিচা লেগে যায় যেরকম ভাবে পানি লাগার কারণে লোহার উপর মরিচা পড়ে যায়। আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! অন্তরের মরিচা পরিস্কার করার পদ্ধতি কি? হুযুর ﷺ বললেন, মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা এবং কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত করা।

[শুআ'বুল ঈমানঃ ২০১৪]

সবক নং- ৮ লেনদেন সম্পর্কে সুদের অবৈধতা

আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে একরকম ও এক ধরণের তৈরী করেন নি। বরং নিজের হিকমত ও মাসলেহাত অনুযায়ী কাউকে ধনী এবং কাউকে দরিদ্র বানিয়েছেন। সম্পদশালী ব্যক্তিগণ দরিদ্রদের থেকে সেবা নিয়ে থাকে এবং দরিদ্র ব্যক্তিগণ সম্পদশালীদের টাকা পয়সার দ্বারা উপকৃত হয়। কখনও এমনও হয় যে, দরিদ্র ব্যক্তিদের পারিশ্রমিকের অর্জিত টাকা পয়সা দ্বারা প্রয়োজন পুরা হয় না, এই জন্য সে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার অনেক সৌভাগ্যবান বান্দা এমন আছে, যারা এ সময়ে নিজের দরিদ্র ভাইদের কাজে আসে এবং তাদেরকে সাহায্য করে; কিন্তু কিছু লোক নিজ ভাইয়ের অক্ষমতার সুযোগে তাকে ঋণ তো দিয়ে দেয়; কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই শর্তও নির্ধারণ করে দেয় যে, সে (মূল টাকার সাথে) অতিরিক্ত টাকা ফিরত দিতে হবে। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় "সুদ" বলা হয়।

deeniyat

শরীয়তে সুদ নেওয়া ও দেওয়া উভয়কে হারাম ও অবৈধ করা হয়েছে এবং অনেক বড় গুণাহ বলা হয়েছে এবং এর উপর ভয়াবহ শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাতটি ধ্বংসাত্বক গুণাহ থেকে বিরত থাক। সাহাবায়ে কেরাম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! ঐ সাতটি গুণাহ কি? হুযুর ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে (তার সত্ত্বায় বা গুণাবলীতে বা কোন কাজের মধ্যে কাউকে) শরীক করা, যাদু করা, অন্যায় ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের মাল খাওয়া, এবং (নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য) জিহাদের মধ্যে ইসলামী সৈন্যবাহিনীকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া, আল্লাহর পাক পবিত্র বান্দীদের উপর যিনা ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।

[বুখারী : ২৭৬৬]

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, সুদের মধ্যে সত্তর স্তরের পাপ আছে, তার মধ্যে থেকে সর্ব নিম্ন ও নগণ্য পাপ নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য।

[ইবনে মাজাহ : ২২৭৪]

অন্য একটি হাদীসের মধ্যে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে রাত্রে আমার মে'রাজ হয়েছে (উর্ধ আকাশে গমন) সে সময় আমি এমন একদল মানুষদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যাদের পেট ঘরের মত, যার মধ্যে সাপে পরিপূর্ণ ছিল, যা বাহির থেকে দেখা যায়, আমি জিব্রাঈল عليه السلام কে জিজ্ঞাসা করলাম এই সমস্ত ব্যক্তি কারা? (যারা এরকম শাস্তিতে নিমজ্জিত) তিনি বললেন, এই সমস্ত ব্যক্তি সুদ খোর। [ইবনে মাজাহ : ২২৭৩]

এই জন্য সুদের মত অভিশপ্ত জিনিসকে নিজেদের সমাজ থেকে নির্মূল করা উচিত এবং এরকম ধ্বংস থেকে নিজেকে বাঁচানো উচিত যে, সুদ দ্বারা বাহ্যিক ভাবে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া তো ঠিক; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কমে যায় এবং একদিন না -একদিন মানুষকে এই সম্পদ কম হওয়ার সম্মুখীন হতে হবে। এবং চিরস্থায়ী শান্তি থেকে বঞ্চিত হবে, সুদী লেনদেন হারাম হওয়া সত্ত্বেও যে সকল ব্যক্তি ফিরে আসছে না এবং আল্লাহ তা'আলার আইন-কানুনের অমাণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের মধ্যে বর্ণিত সুদের হারাম ও অভিশাপ এবং তার উপর ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ এবং তার রসূল ﷺ এর দৃষ্টিতে এই গুণাহটি অন্যান্য সমস্ত গুণাহ থেকে অনেক কঠিন গুণাহ। সমস্ত উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা ইহা থেকে সংরক্ষণ করুন। আমীন।

৭ সপ্তম মাসে পড়াবে

সবক নং- ৯ সামাজিকতা সম্পর্কে সর্বদা অন্যের মঙ্গল কামনা করবে

ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে কল্যাণকামীর শিক্ষা দেয়। ইসলাম এই কথার শিক্ষা দেয় যে, মানুষের জন্য ঐ জিনিসই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করবে। আর যে জিনিসকে নিজের জন্য ভালো মনে করে না, তা অন্য লোকদের জন্যও ভালো মনে না করা। হুযুর ﷺ এর প্রতি অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। হুযুর ﷺ বলেছেন,

কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের মুসলমান ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করবে না, যা নিজের জন্য পছন্দ করে। [বুখারী : ১৩]

ইহা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, আমাদের জন্য এর উপর আমল করা উচিত এবং অন্য লেকদেরকেও এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা চাই যে, অন্য ব্যক্তি আমাদের জন্য সহানুভূতিশীল হোক, ইজ্জত এবং সম্মান করুক, ঋণ নেওয়ার উপর যেন সুযোগ দেয়, আমাদের সঙ্গে ভালো ও নম্র ব্যবহার করে, আমাদের সঙ্গে দয়াহীন ও খারাপ ব্যবহার না করে, তাহলে আমাদের অন্যের সাথে এরকম আচার ব্যবহার করা উচিত, এটাই পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন।

৭ সপ্তম মাসে পড়াবে

সবক নং- ১০ চরিত্র সম্পর্কে
নিজের কাজ নিজেই করা

আমাদের ধর্ম যেখানে আমাদেরকে অনেক কাজ শিক্ষা দেয়, সেই ধর্মই আমাদেরকে নিজের কাজ নিজে করার প্রতিও উৎসাহ দেয়। আর যে ব্যক্তি নিজের কাজ নিজ হাতে করে, তাকে কোন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হতে হয় না। নিজের কাজ নিজ হাতেকারী ব্যক্তিকে সমাজের সকলে সম্মান করে এবং পরিবারের লোকের দৃষ্টিতেও সে পছন্দীয় ব্যক্তি হয়ে যায়। কেননা এটাই ছিল হুযুর ﷺ এর অভ্যাস, তিনি নিজের কাজ নিজ হাতে করতেন। কোন ব্যক্তি হযরত আয়েশা رضی اللہ عنہا -কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হুযুর ﷺ যখন

ঘরে থাকতেন তখন কি করতেন? হযরত আয়েশা رضي الله عنها উত্তর দিলেন, “তোমাদের মত ব্যক্তিরা যেভাবে পারিবারিক কাজ করে (এরকমভাবে হুযুর صلى الله عليه وسلم ও করতেন) যেমন- নিজের জুতা ঠিক করতেন, নিজের কাপড় সেলাই করতেন, এবং নিজের বালতি মেরামত করতেন।” [সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫৬৭৬]

হুযুর رضي الله عنها এর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা رضي الله عنها অনেক নেককার এবং ইবাদত কারীনী ছিলেন। হুযুর صلى الله عليه وسلم তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে, সে জান্নাতী মহিলাদের সরদার হবে। তিনি এমন মর্যাদাবান হওয়া সত্বেও নিজের কাজ নিজেই করতেন। চাক্কী চালাতে চালাতে হাতের মধ্যে ঠোসা পড়ে যেত। পানির পাত্র উঠানোর কারণে গলায় দাগ পড়ে গিয়েছিল, এবং ঘরে ঝাড়ু দেওয়ার কারণে কাপড় অপরিস্কার হয়ে যেত। একবার হুযুর صلى الله عليه وسلم এর নিকট কিছু দাস এসে ছিল, তখন হযরত আলী رضي الله عنه হযরত ফাতিমা رضي الله عنها -কে বললেন, তুমি তোমার পিতার কাছে গিয়ে একটি খাদেম চেয়ে নাও। হযরত ফাতিমা رضي الله عنها হুযুর صلى الله عليه وسلم এর কাছে আসলেন; কিন্তু সেখানে কিছু লোক বসা ছিল, এজন্য তিনি ফিরে আসলেন। দ্বিতীয় দিন হুযুর صلى الله عليه وسلم ফাতিমা رضي الله عنها এর কাছে আসলেন এবং বললেন, গতকাল কি প্রয়োজনে তুমি আমার কাছে এসে ছিলে? তিনি চুপ ছিলেন, হযরত আলী رضي الله عنه সেখানেই ছিলেন, তিনি বললেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আমি বলে ছিলাম, চাক্কী চালানোর কারণে তার হাতে ঠোসা পড়ে গেছে, পানির পাত্র উঠানোর কারণে গলায় দাগ পড়ে গেছে, যখন আপনার নিকট কিছু খাদেম আসবে, তখন আমি

deeniyat

তাকে বললাম, সে যেন গিয়ে আপনার কাছ থেকে একটি খাদেম চেয়ে নিয়ে আসে, যাতে করে সে কষ্ট থেকে মুক্তি পায়। ﷺ হুযুর বললেন, হে ফাতিমা! আল্লাহকে ভয় কর, নিজের প্রভূর ফরয সমূহকে আদায় কর এবং নিজের পরিবারের কাজ কর্ম কর এবং যখন শয়নের জন্য বিছানায় আসবে তখন ৩৩-বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩-বার আল হামদুলিল্লাহ, এবং ৩৪-বার আল্লাহু আকবার পড়ে নিবে, ইহা তোমার জন্য খাদেমের চেয়ে উত্তম। হযরত ফাতিমা বললেন, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উপর সন্তুষ্ট। [আবু দাউদ : ২৯৮৮]

৭ সপ্তম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং - ১১ ঈমান সম্পর্কে
ঈমানের স্বাদ

যেরকম ভাবে খাবারের মধ্যে মজা ও স্বাদ পাওয়া যায় এবং ঐ মজা ও স্বাদকে প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করতে পারে। যার জিহ্বা স্বাদ গ্রহণের যোগ্যতা রাখে এবং কোন প্রকার অসুস্থতার কারণে জিহ্বা স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট হয়নি, আর যদি কোন অসুস্থতার কারণে তার জিহ্বার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বাদ গ্রহণের শক্তি হারিয়ে ফেলে তাহলে সে ভালো খাবারের মধ্যেও সে কোন প্রকার স্বাদ ও মজা অনুভব করতে পারে না।

তদ্রূপ ঈমানের মধ্যেও মজা ও স্বাদ এবং মিষ্টান্নতা পাওয়া যায়; কিন্তু তার ঐ মজা ও স্বাদ প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করতে পারে না। ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টান্নতা ঐ সকল ব্যক্তিদের ভাগ্যেজুটে, যারা

পরিপূর্ণ আনন্দে ও সন্তুষ্টচিত্তে এবং আগ্রহের সাথে আল্লাহ তা'আলাকে নিজের প্রভূ-পালনকর্তা ও উপসনার যোগ্য বলে মেনে নেয়। কুফর ও শিরকের অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকে; বরং তাকে অপছন্দ করে এবং কুফর শিরক অবলম্বন করার ক্ষেত্রে এমন কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভব করে যেরকম দু:খ কষ্ট আগুনে জ্বলার কারণে হয়ে থাকে। এরকম ভাবে ইসলামকে নিজের আদর্শ ধর্ম এবং ইহকাল ও পরকালের সফলতার জন্য নিজের জীবনের নিয়ম-নীতি বানিয়ে নেয়, এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -কে নিজের পথ প্রদর্শক ও আল্লাহ তা'আলার শেষ নবী ও রসূল মেনে নেওয়া। এবং প্রত্যেক জিনিস থেকে তাঁকে অধিক ভালোবাসা, তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা, এবং এই সমস্ত জিনিস শুধু প্রচলন হিসাবে নয় বরং প্রকৃতভাবে অন্তর থেকে সে বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করে মেনে নেওয়া। এবং তার উপর আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়, তাহলে এমন ব্যক্তি নি:সন্দেহে ঈমানের স্বাদ ও মজা অনুভব করতে পারবে। আর যে ব্যক্তির মধ্যে এই অবস্থা থাকবে না, তার ঈমানী শক্তি দুর্বল এবং এরকম ব্যক্তি ঈমানের মজা ও স্বাদ অনুভব করতে পারবে না। হুযুর ﷺ ইরশাদ করেন, ঈমানের মজা ও স্বাদ ঐ ব্যক্তি অনুভব করলো, যে আল্লাহকে নিজের প্রভূ হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে, এবং মুহাম্মাদ ﷺ -কে নিজের রসূল হিসাবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হল। [মুসলিম : ১৬০]

অন্য আরেকটি হাদীসে রসূল ﷺ বলেছেন, ঈমানের মজা ঐ ব্যক্তির ভাগ্যে জুটবে, যার মধ্যে এই জিনিসগুলো থাকবে।

(১) আল্লাহ এবং তার রসূলের প্রতি ভালোবাসা অন্যান্য সকল জিনিস থেকে অধিক হওয়া। (২) যে মানুষের সাথে তার মুহাব্বত হয় যেন শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টের জন্যই হয়। (৩) ঈমানের পরে কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন তার জন্য এমন কষ্টদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক হয় যেরকম আগুনে নিক্ষেপ করার দ্বারা হয়। [বুখারী : ১৬]

৮ অষ্টম মাসে পড়াবে

সবক নং- ১২ ইবাদত সম্পর্কে
দরুদ শরীফ পড়া

দরুদ শরীফ মূলত একটি দু'আ। যে বান্দা রসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট এই দু'আ করে। এটি বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ তা'আলার পর আমাদের উপর অধিক দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন রসূলুল্লাহ ﷺ তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করে আমাদেরকে সঠিক রাস্তার দিকে পথ দেখিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। যদি তিনি এরকম কষ্ট সহ্য না করতেন তাহলে হোদায়েতের আলো আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতো না। এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার পরিবর্তে আমরা কুফর, শিরক ও পথ ভ্রষ্টতার পথে ঘুরে বেড়াতাম। মোট কথা, আমরা ঈমানের মত সবচাইতে বড় সম্পদ এবং হেদায়েতের মত বড় নিয়ামত-যে অর্জন করেছি, তা একমাত্র হুযুর ﷺ এর দ্বারাই অর্জন করেছি। এই জন্য আল্লাহ তা'আলার পর হুযুর ﷺ আমাদের উপর অধিক অনুগ্রহ কারী। আমাদের উপর তার অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

deeniyat

এবং হুযুর ﷺ এর জন্য দু'আ করা উচিত যে, আল্লাত তা'আলা যেন তাঁকে নিজের বিশেষ রহমত ও বরকত দান করেন এবং তাঁর স্থান ও মর্যাদা অধিক থেকে অধিক বৃদ্ধি করে দেন, এই ধরণের দু'আকে "দরুদ" বলা হয়।

দরুদ শরীফ পড়ার অনেক ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে। এক হাদীসে হুযুর ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলার তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন এবং তার দশটি গুণাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তার জন্য দশটি মর্যাদ বৃদ্ধি করে দিবেন। [নাসায়ীঃ ১২৯৭]

অন্য আরেকটি হাদীসে হুযুর ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অনেক ফেরেশ্‌তা রয়েছে, যাদের নির্ধারিত কাজ ইহা যে, তারা জমিনে ঘুরা-ফিরা করতে থাকে এবং যে উম্মত আমার উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করে, ফেরেশ্‌তারা তা আমার নিকট পৌঁছাতে থাকে। [সুনানে নাসায়ী : ১২৮২]

৮ অষ্টম মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৩ লেনদেন সম্পর্কে অপহরণ বা ছিনতায়ের ভয়াবহতা

অন্য কাহারো কোন জিনিস তার সন্তুষ্টি ব্যতীত নেওয়াকে "গসব" বলা হয়। ইহা না-জায়েয এবং হারাম কাজ। গসবের ভয়াবহতা এত কঠিন যে, এর দ্বারা মানুষের জীবনে শান্তি ও আরাম শেষ হয়ে যায়। ইহা পরস্পর ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে; যার কারণে পরস্পর ঝগড়া বিবাদের অবস্থা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এমন হয়

deeniyat

যে, একজন মানুষ অন্য মানুষের ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি, দোকান ইত্যাদি অবৈধ পন্থায় গ্রাস করে নেয়, এতে করে উভয়ের মাঝে বছরের পর বছর ঝগড়া বিবাদ চলতেই থাকে। এমন-কি হত্যা এবং রক্তপাতও হতে থাকে। এবং মামলা মুকাদ্দামা পর্যন্ত হয়ে যায়। আর সেই মামলা মুকাদ্দামার পিছনে পড়ে উভয়ে পেরেশান হয়ে যায়। উভয়কে কোর্টের উকিলদের ধাক্কা খেতে হয় বিনা কারণে অনেক টাকা খরচ করতে হয়।

অপরের মাল ছিনতাই করা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। অপহরণকারী ব্যক্তির অন্তর কখনও শান্তিতে থাকে না। সে সর্বদা পেরেশান ও চিন্তিত থাকে। সে-কেন পেরেশান হবে না? যখন সে অন্যের জিনিস জবরদস্তি নিয়ে এসে তাকে কষ্ট দিল এবং তার উপর অন্যায় ভাবে জুলুম করল, সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য অন্যায় ভাবে দখলকৃত জিনিস ব্যবহার করা হারাম ও অবৈধ হয়েছে। এরকম ব্যক্তির কি কখনও শান্তি অর্জিত হতে পারে? কখনও না। এরকম ব্যক্তি সর্বদা পেরেশান এবং চিন্তিত থাকবে। কেননা জবরদখল কারী ব্যক্তি যখন একটি হারাম জিনিসকে ব্যবহার করে তখন তার নিজের হালাল ও বৈধ জিনিস ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে আরম্ভ হয়। সে এসব বিষয় জানতেও পারে না, তাহলে দেখুন জবরদখলের কত বড় ক্ষতি পৃথিবীতে, আর পরকালেও সে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে মুক্তি পাবে না। এমনকি হুযুর ﷺ ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কোন জমিন অন্যায় ভাবে নিয়ে নিল, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন ঐ জমিনের কারণে (তার শাস্তি হিসাবে) তাকে জমিনের সাত স্তর নিচে ধসিয়ে দেওয়া হবে। [বুখারী : ৩১৯৬]

অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি

অন্য কাহারো কোন জিনিস ছিনিয়ে নিল, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। [তিরমিযী : ১১২৩]

যদি জবরদখল কারী ব্যক্তির অন্তরে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকে তাহলে তার জন্য এই ভীতি প্রদর্শন অত্যন্ত কঠিন যে, সে রসূলুল্লাহ ﷺ এর দলের অন্তর্ভুক্ত এবং তার অনুসরণ কারীদের মধ্য থেকে নয়। প্রকাশ্য কথা হল যে, হুযুর ﷺ তাকে নিজের দল থেকে পৃথক এবং দুর করে দিয়েছেন, সে বড় বঞ্চিত এবং হতভাগা।

৮ অষ্টম মাসে পড়াবে

সবক নং - ১৪ সামাজিকতা সম্পর্কে
মহিলাদের জন্য চুল কাটানো

মহিলাদের জন্য চুল সুন্দর্যের নিদর্শন। এই জন্য সাধারণ ভাবে মহিলারা লম্বা এবং ঘন চুলকে পছন্দ করে; কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু মহিলা চুল কেটে ছোট করা আরম্ভ করল। এবং তাতেও বিভিন্ন ধরণের আকৃতি তৈরী করে, কিছু মহিলা কপাল থেকে উপরের চুল কেটে ফেলে, আবার কিছু মহিলা পুরুষের মত ছোট করে রাখার চেষ্টা করে। এই সব ইসলামী কালচার ও চরিত্রের পরিপন্থী এবং বিধর্মীদের অনুকরণ। যার কারণে কোন ভদ্র, নেককার, লজ্জাশীল, দ্বীনদার মহিলারাও ঐ-সব পদ্ধতিকে পছন্দ করে না।

বাস্তবতা হল, এ-সব অনুকরণের কারণে মহিলা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণকারী হয়ে যায়। এবং এটা খুবই ভয়ংকর এবং ধ্বংসের কারণ। হুযুর ﷺ এমন মহিলাদের উপর অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষের

deeniyat

সাদৃশ্য গ্রহণ করে। এমন কি তাতে ফাসেক ও পাপাচার লোকদের সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। এবং এই ধরণের লোকদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকেও বিরত থাকা আবশ্যক। এই জন্য যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করল, সে তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত হবে । [আবু দাউদ: ৪০৩১]

এ বিষয়-টিও স্মরণ রাখা উচিত যে, ভ্রূ গুলো কাটা বা উঠানো, দাঁত গুলো ঘষে পাতলা করা এবং তা কেটে কেটে সরু বানানো, যা বর্তমান যুগে কিছু মহিলারা করে থাকে, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এটাও ঠিক নয়। কারণ সাজ-সজ্জার এ-সব পদ্ধতি প্রকৃতি ও সীমাঅতিক্রম করে গেছে। যা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকৃত আকৃতির মধ্যে এক প্রকারের পরিবর্তন করা। আর আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন করা এক প্রকারের শয়তানী কাজ। কুরআনে কারীমের মধ্যে আছে যে, শয়তান বলে ছিল, "আমি মানুষদেরকে আদেশ দিব তখন তারা আল্লাহ তা'আলা তৈরীকৃত সৃষ্টিতে পরিবর্তন করবে। [সূরা নিসা : আয়াত- ১১৯]

এখানে এ-বিষয়টি জেনে রাখা উচিত যে, ইসলাম মহিলাদেরকে সাজ-সজ্জা করতে নিষেধ করে নাই। বরং তার অনুমতি দিয়েছে এবং কিছু সময় তো সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু এই মর্মে কিছু উপদেশ দিয়েছে, যার মধ্যে ভদ্রতা ও অভিজাত্য আছে, লজ্জা-শরম আছে এবং মধ্যম পন্থা আছে, যাকে অবলম্বন করে একজন মহিলা সম্ভ্রান্ত, নেককার ও দ্বীনদার হয়ে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে প্রিয় হতে পারে। এই কারণে সমস্ত মহিলার জন্য ইসলামী নিয়ম পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত এবং অন্যদের নিয়ম পদ্ধতি থেকে বিরত থাকার পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা করা উচিত।

সবক নং- ১৫ চরিত্র সম্পর্কে পবিত্রতা ও সতীত্ব সংরক্ষণ করা

পবিত্রতা ও সতীত্ব লজ্জা ও শরম এবং নিষ্কুলষতা মহিলাদের জন্য একটি মূল্যবান অলঙ্কার, যার সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলারা তার সংরক্ষণ করবে, পুরা বংশ এমন-কি পুরা সমাজ পবিত্র থাকবে এবং আল্লাহর রহমত ও সাহায্য তার সঙ্গে থাকবে। এবং বংশের মধ্যে তাকে ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে।

পবিত্র কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের মধ্যে পবিত্রতা ও সতীত্ব সংরক্ষণ করা এবং নিষ্কুলষতা গ্রহণ করার উপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঈমানদার মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নিচে রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। [সূরা নূর : আয়াত-৩১]

এছাড়া অন্যান্য আয়াতের মধ্যেও পবিত্রতা ও সতীত্ব সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের মহিলাদের গুণাহসমূহ ক্ষমা করার এবং অনেক নেকী দেওয়ার অঙ্গিকার করা হয়েছে। এই জন্য প্রত্যেকের পবিত্রতা ও সতীত্ব পূর্ণ সংরক্ষণ অপরিহার্য, এবং নিষ্কুলষতা গ্রহণ করা উচিত। ইসলাম মহিলাদেরকে এই উপদেশ দিয়েছে যে, তারা যেন পর্দার প্রতি পরিপূর্ণ গুরুত্ব দেয়। পোশাক পরিচ্ছেদ শরীয়ত অনুযায়ী পরিধান করে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া যেন ঘর থেকে বের না হয়। যদি কোন প্রয়োজনে বের হয় তাহলে দৃষ্টি নিচে রাখবে। এবং যাদের সাথে বিবাহ বৈধ এমন ব্যক্তিদের-কে কখনও না দেখে। এই সমস্ত উপদেশ এই জন্য যে, যাতে করে মহিলাদের সতীত্ব সংরক্ষণ থাকে, শয়তানী দৃষ্টি যেন

deeniyat

তাদের দিকে না উঠে। পুরা সমাজের মানুষ যেন পবিত্র ও দ্বীনদার হয়ে যায়। শরীয়তের এই সমস্ত বিধানের উপর আমল করলেই মহিলারা নিজেদের সতীত্ব সংরক্ষণ রাখতে পারবে। এবং সৎ-চরিত্র ও নিষ্কুলষ হতে পারবে। এই জন্য সমস্ত মহিলাদেরকে অন্তর দিয়ে শরীয়তের বিধি-বিধানের উপর আমল করা অপরিহার্য। এবং তা অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করা উচিত ।

৮ অষ্টম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং- ১৬ ঈমান সম্পর্কে
পূর্ণাঙ্গ ঈমানের পরিচয়

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -কে রসূল বলে মান্য করা ঈমানের অঙ্গ। সুতরাং হুযুর ﷺ এর রেসালাত স্বীকার করে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপনের অনুসরণ করা অপরিহার্য হয়ে যায়। তিনি যে জিনিস করার আদেশ দিয়েছেন তার উপর আমল করা, অন্তরে তা গ্রহণ করুক বা না করুক। এবং হুযুর ﷺ যে জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন তা ছেড়ে দেওয়া অপরিহার্য । যদিও তা ছেড়ে দেওয়া অন্তরের চাহিদার পরিপন্থি। প্রত্যেক মু'মিনের উপর অপরিহার্য যে, নিজের অন্তরের চাহিদা যেন হুযুর ﷺ এর কথা এবং কাজের অনুসরণ মোতাবেক হয়, এবং এটাই একজন ঈমানদার ব্যক্তির বৈশিষ্ট ও পরিচয়।

হযরত উবাদা বিন সামিত ﷺ বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এই কথার উপর বাইয়াত করেছি যে, আমরা আপনার কথা শুনবো, আপনার হুকুম মানবো, আনন্দের মুহুর্ত হোক বা পেরেশানীর মুহুর্ত, আমাদের অন্তর গ্রহণ করুক বা না করুক। [বুখারী: ৭১৯৯]

deeniyat

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, হুযুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি যা নিয়ে এসেছি তার অন্তর আমার আনীত দ্বীনের অনুগত না হবে। [শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাবী-১৪]

সুতরাং জীবনের সমস্ত পর্যায়ে হুযুর ﷺ এর অনুসরণ করা আবশ্যক। আর যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার রসূলের সঙ্গে প্রকৃত ভালোবাসা রাখবে, তাঁর সমস্ত কথা এবং হুকুম অন্তর দিয়ে আমল করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করবে। সে দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহে সব ধরণের নিয়ামত পাবে এবং পরকালে সফল হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার অনুস্বরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সবক নং- ১৭ ইবাদত সম্পর্কে তাওবা ও ইস্তেগফার

তাওবা ও ইস্তেগফারের উদ্দেশ্য হল যখন কোন বান্দা থেকে কোন ভুল বা গুণাহ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের ভুল স্বীকার করে তার উপর লজ্জিত হওয়া, এবং আল্লাহ তা'আলা কাছে ক্ষমা চেয়ে অঙ্গীকার করা যে, ভবিষ্যতে সে কখনও এরকম গুণাহের কাজ আর করবে না।

আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করাকে অনেক পছন্দ করেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা কারীর উপর অত্যন্ত খুশিও হন। আল্লাহ তা'আলা নিজেই বান্দাদেরকে নিজেদের গুণাহের ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করার হুকুম দিয়েছেন। এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট সুদৃঢ় তাওবা কর, আশা করা

যায় তোমাদের প্রভূ তোমাদের গুণাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচে নদীমালা প্রবাহমান।

[সূরা তাহরীমঃ ৮]

রসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন এবং তার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এই জন্য যখনই কোন ব্যক্তি থেকে কোন গুণাহ হয়ে যাবে, তখন তার জন্য উচিত সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিবে। হুযুর ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে বান্দা! তোমরা রাত্র-দিন গুণাহ করতেছ আর শুধু আমিই তোমাদের গুণাহ ক্ষমা করতে পারি, তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দিব।

[মুসলিম : ৬৭৩৭]

গুণাহ করার পর তাওবা ইস্তেগফার না করার কারণে মারাত্মক ক্ষতি হয়। অন্তর ও মস্তিস্ক অন্ধকারে ছেয়ে যায়। এবং গুণাহের নিকৃষ্টতা অন্তর থেকে দূরে সরে যায়। যেমন- মানুষের কাপড় অপরিচ্ছন্ন হয়ে গেলে তা সাবান দিয়ে পরিস্কার করতে হয়, এরকম ভাবে গুণাহ করার কারণে মানুষের অন্তর ময়লা যুক্ত হয়ে যায়, আর ঐ ময়লা পরিস্কার করা হয় তাওবা ইস্তেগফার দ্বারা। যখন মানুষ আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের গুণাহ স্বীকার করে সু-দৃঢ় তাওবা করবে তখন সে-গুণাহ থেকে পরিপূর্ণ পরিস্কার হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন মু'মিন ব্যক্তি কোন গুণাহ করে তখন গুণাহর কারণে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়, অত:পর যখন সে গুণাহ থেকে ফিরে আসে এবং তাওবা ইস্তেগফার করে থাকে তখন (ঐ কালো দাগ মুচে যায়) এবং

অন্তর পরিপূর্ণ পরিস্কার হয়ে যায়। (আর যদি সে তাওবা ইস্তেগফার না করে) বরং গুণাহের কাজ করতেই থাকে তাহলে অন্তরে সেই কালো দাগ বাড়তেই থাকে, এমন কি পুরা অন্তর কালো দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। [তিরমিযী : ৩৩৩৪]

এই কথা গুলো অন্তরে রাখা আবশ্যক যে, তাওবা কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত - (১) গুণাহের অনুভূতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুণাহ থেকে ফিরে আসা। (২) তার কৃত গুণাহের উপর লজ্জিত হওয়া। (৩) ভবিষ্যতে কখনও গুণাহ না-করার প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। কিন্তু তাওবা ও ইস্তেগফার ঐ সময় কবুল হবে যখন গুণাহের সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত না হবে। আর যদি গুণাহের সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে তা আদায় করা অপরিহার্য, উদাহারণ স্বরূপ কাহারো ব্যাপারে অপবাদ দিল, তখন তার নিকট নিজের ভুলের ক্ষমা চেয়ে নেওয়া, অথবা কহারো মাল জবরদখল করে ছিল, তার মাল তাকে ফিরিয়ে দেওয়া। অন্যথায় তার তাওবা কবুল হবে না।

৯ নবম মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৮ লেনদেন সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষী না দেওয়া

মূলত সাক্ষী ঐ আমানতের নাম যা সাক্ষীদাতার নিকট কোন ঝগড়া বা লেনদেনের বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা থাকা এবং যে বিষয়ে সে সাক্ষী দিচ্ছে তার সত্যতা তার নিকট বিদ্যমান থাকা। যাতে সাক্ষীদাতা নিজের কথার মধ্যে সত্যবাদী হয়। এই জন্য

সাক্ষীদাতার জন্য সত্যতার আঁচল ধরে রাখা অপরিহার্য। এবং নিজের মান-মর্যাদা ঠিক রাখা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে শুধু নবীগণ ও ফেরেশ্তাদের জন্য শাহেদ বা শাহীদ শব্দ ব্যবহার করেন নি; বরং তিনি নিজের জন্যও এই শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। তা-ছাড়া হাদীসে পাকের মধ্যে রসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষীদের সম্মান করার হুকুম দিয়েছেন। কেননা সাক্ষীদের বর্ণনা দ্বারাই হক্ব ও বাতেল, সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য হয়। এই জন্য সাক্ষীদাতা নিজের কথার মধ্যে সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক; কেননা মিথ্যা বলা কবীরা গুণাহ। হাদীস শরীফের মধ্যে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াকে কবীরা গুণাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তার ভয়াবহতা ও খারাপি বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ সকালে নামায পড়েছিলেন, নামায থেকে অবসর হয়েই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শরীক করার সমতুল্য। এই কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন এবং কুরআন মাজীদের সূরা হজ্বের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন। (অৎনর) অর্থ:- মূর্তি পূজা হতে বিরত থাক। মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাক। শুধু এক আল্লাহ হয়ে তার সঙ্গে কাউকে শরীক করিও না।

[আবু দাউদ : ৩৫৯৯]

অন্য একটি হাদীসের মধ্যে আছে যে, একদিন হুযুর ﷺ সাহাবায়ে কেরামদেরকে বললেন, এই কথাটি তিনবার বললেন যে, আমি কি তোমাদেরকে বলব সব চাইতে বড় গুণাহ কি কি? অত:পর তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করা, মাতা-পিতার

অবাধ্য হওয়া, লেনদেনের ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা। হাদীসের বর্ণনা কারী বলেন, প্রথমে রসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দিয়ে বসে ছিলেন; কিন্তু পরক্ষণে সোজা হয়ে বসলেন এবং বার বার কথাগুলো উল্লেখ করলেন, এমনকি আমি বললাম যদি তিনি চুপ থাকতেন। [বুখারী : ২৬৫৪]

অর্থাৎ : ঐ সময় হুযুর ﷺ এর উপর এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এমন জোরালো ভাবে কথা গুলো বলছিলেন যে, আমরা অনুভব করছিলাম তাঁর অন্তরে বড় ধরণের বোঝা আছে; এই জন্য মনে চাচ্ছে যে, যদি তিনি চুপ হয়ে যেতেন এবং নিজের অন্তরের উপর এমন বোঝা না চাপাতেন।

হুযুর ﷺ মিথ্যা সাক্ষীদাতার নিকৃষ্ঠতা যেখানেই নিজেই বর্ণনা করেছেন এবং নিজের কর্মের দ্বারাও তা প্রকাশ করেছেন যে, এটি কত কঠিন এবং খারাপ কাজ, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই নিকৃষ্ঠতা অনুভব করার তৌফিক দান করুন এবং এই গুণাহ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন।

৯ নবম মাসে পড়াবে

সবক নং- ১৯ সামাজিকতা সম্পর্কে
উপঢৌকন-কে নগন্য মনে করা

কোন ব্যক্তিকে নিজের ভালোবাসা এবং সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য কোন কিছু দেওয়াকে “উপঢৌকন” বলে। হাদিয়া নেওয়া দেওয়া সুন্নত। হুযুর ﷺ হাদিয়া নেওয়া ও দেওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। হাদিয়া নেওয়া ও দেওয়াতে পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। হুযুর ﷺ বলেছেন,

تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

অর্থ : পরস্পর হাদিয়া আদান প্রদান কর; কেননা হাদিয়া অন্তরের ময়লা দূর করে দেয়। [তিরমিযী : ২১৩০]

হাদিয়ার আদবঃ যে জিনিস হাদিয়া দেওয়া হয়, চাই তা পরিমাণে যতই কম হোক এবং নগন্য হোক না কেন, তাকে পরিপূর্ণ উৎসার সাথে গ্রহণ করা উচিত, তাকে নগন্য মনে না করা। কিছু মহিলার অভ্যাস আছে যখন তার নিকট কোন জিনিস হাদিয়া হিসাবে পাঠানো হয়, যা পরিমাণে কম বা নগন্য হয় তখন তার শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে তাকে নগন্য মনে করে থাকে, এটা ঠিক নয় এবং ইসলামী নিয়মের পরিপন্থী। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন কোন প্রতিবেশীর হাদিয়াকে নগন্য মনে না করে। [তিরমিযী : ২১৩০]

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য উচিত উৎসাহের সাথে হাদিয়া গ্রহণ করা। হুযুর ﷺ নিজেই মানুষের ভালোবাসার প্রতি অনেক লক্ষ্য রাখতেন। একবার কোন সাহাবী হুযুর ﷺ এর কাছে হাদিয়া স্বরূপ হাতের কাজ করা একটি চাদর পাঠিয়েছেন, হুযুর ﷺ সেই চাদরটি ফিরিয়ে দিলেন, ঐ ব্যক্তির কাছে একটি সাধারণ চাদর ছিল, হুযুর বললেন, তোমার কাজ করা চাদরের পরিবর্তে সাধারণ চাদরটি আমাকে দাও। [বুখারী : ৭৫২]

ফায়েদা : হুযুর ﷺ এটি এ জন্য করেছেন, যাতে করে চাদর ফিরিয়ে দেওয়ার কারণে তার মনোক্ষুন্ন না হয়।

deeniyat

সবক নং- ২০ চরিত্র সম্পর্কে

টিভির ভয়াবহতা

ইসলাম অনেক পবিত্র ও উত্তম ধর্ম। ইসলাম আমাদেরকে সকল মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে এবং প্রত্যেক ঐ জিনিস থেকে নিষেধ করে যা করা গুণাহ্, এবং যাতে আমাদের জন্য ক্ষতি রয়েছে। তার মধ্যে টিভি দেখাও অনেক মারাত্মক গুণাহ। তাতে ইহকাল ও পরকালের ক্ষতি রয়েছে। টিভি দেখলে দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। স্বভাব-চরিত্র ও অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। ঘর-বাড়ী থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। রহমতের ফেরেশ্‌তা চলে যায়, এবং শয়তান ঘরে প্রবেশ করে। টিভি আল্লাহ তা’আলার স্মরণ থেকে অন্যমনস্ক করে দেয় এবং মানুষ পরকালকে ভুলে যায়। আর যে জিনিস আল্লাহ তা’আলার স্মরণ থেকে মানুষকে অন্যমনস্ক করে দেয় এবং পরকালকে ভুলিয়ে দেয়। প্রত্যেক মানুষকে এই ধরণের জিনিস থেকে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ তা’আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

[সূরা লুকমান : আয়াত-৬]

অর্থ : কিছু মানুষ এমন আছে যারা এমন কিছু জিনিস ক্রয় করে যাহা মানুষদেরকে অন্যমনস্ক করে দেয়, যাতে করে সে অজান্তে আল্লাহ তা’আলার রাস্তা থেকে সরে পড়ে, এবং তার হাসি ঠাট্টাও করে, এমন লোকদের জন্য অপমাণ জনক শাস্তি রয়েছে।

টিভি দেখাতে সময়ও নষ্ট হয়, অথচ সময় আল্লাহ তা’আলার অনেক

বড় মূল্যবান নেআ'মত। কখনও তা নষ্ট করা ঠিক নয়। হুযুর ইরশাদ করেছেন: জান্নাতবাসীগণ পৃথিবীর কোন জিনিস হারানোর কারণে আফসোস করবে না; কিন্তু শুধু ঐ সময়টার জন্য আফসোস করবে যাহা আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গেছে ।

[মু'জামে কাবীর: ১৮২]

এই জন্য আমাদের সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং সব চাইতে বড় কথা হল এটা যে, টিভি দেখার কারণে আল্লাহ তা'আলা এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ অত্যন্ত অসুন্তুষ্ট হন; সুতরাং আমরাও টিভি দেখা থেকে বিরত থাকব এবং নিজের সম্পর্কিত মহিলাদেরকেও তা থেকে নিষেধ করব। যদি আমরা এরকম করি তাহলে আল্লাহ তা'আলা এবং আমাদের নবী ﷺ অত্যন্ত খুশি হবেন।

৯ নবম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক নং - ২১ ঈমান সম্পর্কে
হুযুর ﷺ এর ভালোবাসা এবং তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর সঙ্গে ভালোবাসা এবং তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ আমাদের ঈমানের অঙ্গ। যে ব্যক্তি হুযুর ﷺ -কে ভালোবাসবে না এবং তার চাহিদা পূরণ করবে না তাহলে তার ঈমান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই জন্য হুযুর ﷺ বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ۔

অর্থ : তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি ঐ-সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ

ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার মাতা-পিতা, সন্তান সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ থেকে প্রিয় না হব।

[বুখারী : ১৫]

সুতরাং আমরা হুযুর ﷺ কে অধিক পরিমাণে ভালোবাসবো; কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, ভালোবাসা শুধু মুখের দ্বারা প্রিয় ব্যক্তির প্রশংসা করাকে বলে না; বরং তা প্রিয় ব্যক্তির অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে প্রমাণ হয়। তাঁর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখাও ভালোবাসার মৌলিক বিষয়। এজন্য আমরা হুযুর ﷺ এর প্রশংসায় অনেক না'আত পড়বো এবং দরুদ শরীফ পড়ার প্রতিও গুরুত্ব দিব, সঙ্গে সঙ্গে হুযুর ﷺ এর গুণাবলী ও তাঁর স্বভাব-চরিত্র জেনে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করব। যেমন- জেনে নেওয়া যে, হুযুর এর পোশাক কেমন ছিল? অত:পর নিজে ঐ রকম পোশাক পরার চেষ্টা করতে হবে। অত:পর এ বিষয়ে অবগত হওয়া যে, তিনি কোন কোন প্রকারের খাবার পছন্দ করতেন? এবং তিনি কিভাবে খাবার খেতেন, নিজেও ঐ পদ্ধতি গ্রহণ করবে। হুযুর ﷺ এর জীবনের অন্যান্য দিক গুলোও দেখে তা গ্রহণ করবে, তাঁর পবিত্র স্বভাব-চরিত্র, যেমন- সততা, দানশীলতা, সত্যতা, অঙ্গিকার পূরণ এবং দয়া দেখানো ইত্যাদি। এ-সকল গুণাবলী নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা। এর জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করবে, ইনশা আল্লাহ এর দ্বারা আমাদের জীবনে শান্তি, সমাজে নিরাপত্তা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দা বানিয়ে দেন এবং সমস্ত গুণাহ গুলো ক্ষমা করে দেন।

deeniyat

সবক নং - ২২ ইবাদত সম্পর্কে
মিসওয়াকের উপকারিতা

পবিত্র ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে হুযুর ﷺ বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন ও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মধ্য থেকে মিসওয়াকও একটি। মিসওয়াক করাকে তিনি আম্বিয়া কেরামের সুন্নত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরো বলেন, চার-টি জিনিস নবীদের সুন্নতের মধ্য থেকে- লজ্জাশীলতা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা এবং বিবাহ করা। [তিরমিযী : ১০৮০]

মিসওয়াক করার দ্বারা ইহকাল ও পরকাল উভয়ে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর দ্বারা মুখ পরিস্কার হয়, গন্ধ দূর হয়, ক্ষতিকারক পদার্থ মুখ থেকে বের হয়ে যায়। এই গুলো মিসওয়াক কারীর ইহকালীন নগদ উপকারিতা এবং তার পরকালীন উপকারিত ইহা যে, হুযুর ﷺ এর একটি প্রিয় সুন্নতের উপর আমল হয়ে যাবে এবং এটি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। হুযুর ﷺ বলেছেন, ﷺ অর্থ- মিসওয়াক মুখকে অধিক পরিস্কার কারী এবং আল্লাহ তা'আলাকে অধিক সন্তুষ্টের মাধ্যম। আমাদের জন্য আবশ্যক মিসওয়াকের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া। বিশেষ করে উযূ করার সময়, কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের সময় এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মিসওয়াক করা, এটি এমন একটি আমল যাতে কোন প্রকার পরিশ্রম ও কষ্ট নেই, এবং এর দ্বারা ইহকালীন উপকারিতা অর্জন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুযুর ﷺ এর একটি প্রিয় সুন্নতের উপর আমল হয়ে যায়, যার কারণে নেকী বৃদ্ধি হতে থাকে।

deeniyat

১০ দশম মাসে পড়াবে

সবক নং - ২৩ লেনদেন সম্পর্কে অপচয় না করা

কোন সঠিক স্থানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করাকে “ফুযুল খুরচী” বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের কাজের জন্য একটি কলমই যথেষ্ট, কিন্তু আমরা আমাদের বড়ত্ত প্রকাশ করার জন্য তিন চারটি কলম ক্রয় করে নিলাম, আর এটিই হল অপচয়। এটি একটি খারাপ অভ্যাস, অপচয় করলে মানুষের শক্তি এবং সম্পদ উভয়টাই নষ্ট হয়। এবং এমন একটি সময় আসে যে, অপচয়কারী অনেক আফসোস করতে হয়। কোন কোন সময় অপচয় মানুষের সাফল্যতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে মহিলা অপচয় করে সে সাধারণত ভালো কাজ থেকে দূরে সরে যায় এবং খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। কেননা অপচয় মানুষকে তার চাহিদা অনুযায়ী কাজের উপর উৎসাহিত করে, ভুল এবং অনুচিত কাজও করতে বাধ্য হয়। ইসলাম অপচয় করা থেকে নিষেধ করেছে। কুরআনে কারীমের মধ্যে অপচয় কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আত্মীয়-স্বজনদেন হক্ব দেওয়া, মুখাপেক্ষী ও মুসাফির ব্যক্তিদেরকেও দিতে থাকা, সম্পদ অপচয় না করা; কেননা অবশ্যই সম্পদ অপচয়কারী শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রভূর অকৃতজ্ঞ। [সূরা ইসরা : ২৬,২৭]

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন জায়গায় অপচয় করা হয়। ঘর-বাড়ীতে অসংখ্য জিনিস নেওয়া হয়, অথচ তার থেকে কমেও প্রয়োজন পুরা হয়ে যায়। হুযুর ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অপচয় করে

আল্লাহ তা'আলা তাকে গরীব করে দেয়। [মুসনাদে বায্যার : ৯৪৬]
বিয়ে শাদীতে বিশেষ করে অধিক পরিমাণে খরচ করা হয়, অথচ ইসলাম বিবাহ শাদীকে অনেক সহজ করেছে। হুযুর ﷺ বলেছেন, সবচাইতে উত্তম বিবাহ উহা যাতে সবচাইতে কম খরচ হয়।

[শুআ'বুল ঈমান: ৬৫৬৬]

মূল কথা হল প্রত্যেকের জন্য উচিত অপচয় করা থেকে বিরত থাকা, এতেই নিরাপত্তা এবং শান্তি নিহিত আছে। ইহকালেও আরাম ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করা যায়। এবং পরকালেও শান্তি ভাগ্যে জুটবে। ইনশা আল্লাহ।

১০ দশম মাসে পড়াবে

সবক নং- ২৪ সমাজিকতা সম্পর্কে
হাসি-ঠাট্টা করেও কোন ব্যক্তির কোন জিনিস না-নেওয়া

ঠাট্টা দুই প্রকার- (১) কোন ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য এমন ঠাট্টা করা, যাতে মিথ্যা এবং ওয়াদা খেলাফ না হয়, এটা জায়েয আছে। (২) এমন ঠাট্টা করা যাতে অন্য কাহারো অপছন্দ এবং কষ্ট হয়, এই ধরণের ঠাট্টা করা জায়েয নেই।
কিছু মানুষ ঠাট্টা করে অন্য ব্যক্তির জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখে, অথবা তার কোন জিনিসপত্র নিয়ে যায়, এর দ্বারা সে কষ্ট পায়, এরকম করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। ইসলাম আমাদেরকে এই ধরণের কাজ থেকে নিষেধ করেছে। যাতে কেউ কষ্ট পায় অথবা তার কোন প্রকার পেরেশানী হয়। এই জন্য ইসলাম ধর্ম আমাদেরকে কাহারো জিনিসপত্র অনুমতি ছাড়া ধরতে নিষেধ

করেছে, চাই তা-হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে নেওয়া হোক না-কেন। হুযুর ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্য কোন ব্যক্তি নিজের অন্য ভাইয়ের লাকড়ী এবং লাঠিও যেন অনুমতি ছাড়া না ধরে, হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমেও নয় এবং নেওয়ার ইচ্ছায়ও যেন না ধরে, আর যদি কেউ নিয়ে নেয় তাহলে যেন ফেরত দেয়।

[তিরমিযী : ২১৬০]

মূল কথা এটাই যে, লাকড়ী এবং লাঠির মত নগণ্য জিনিসও অনুমতি ব্যতীত নেওয়া উচিত নয়, হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও এরকম না করা। যদি কাহারো কোন জিনিস ভুলক্রমে নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে তা ফিরত দিবে, এটা মনে না করা যে, এটাতো একটা সামান্য জিনিস, তা আবার ফিরত দেওয়ার কি প্রয়োজন ?

সাহাবায়ে কেরামের জমানাতে একবার কিছু লোক হুযুর ﷺ এর নিকট বসে ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে চলে গেলেন এবং জুতা পায়ে পরতে ভুলে গিয়েছিলেন, কোন ব্যক্তি তার জুতা (ঠাট্টা করে) নিজের কাছে লুকিয়ে রাখলেন, কিছুক্ষণ পর ঐ ব্যক্তি ফিরে এসে বললেন আমার জুতা কোথায়? সকলে বললেন জানি-না, ইতি মধ্যে তার জুতা এক ব্যক্তির পিছনে দেখতে পেলেন, এখানে আমার জুতা আছে, এই অবস্থা দেখে হুযুর ﷺ বললেন, মু'মিন ব্যক্তিকে পেরেশান করা কেমন! ঐ ব্যক্তি বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি ঠাট্টা করে এই কাজ করে ছিলাম; কিন্তু হুযুর ﷺ দুইবার অথবা তিনবার বললেন, কোন মু'মিন ব্যক্তিকে পেরেশানী করা কেমন! [মুআজ্জাম কাবীর :৯৮০]

সবক নং- ২৫ চরিত্র সম্পর্কে
মহিলাগণ পর পুরুষকে না দেখা

ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের পবিত্রতা ও সতীত্ব খুবই গুরুত্বপূণ বিষয়। এই জন্য ইসলাম তা সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছে, এবং তার বিভিন্ন ধরণের উপায় বলে দিয়েছে। এর উপর আমল করার মাধ্যমে মহিলাদের সতীত্ব সংরক্ষণ থাকতে পারে এবং ভালো আদর্শ, উত্তম চরিত্র, লজ্জাশীলতা, নিস্কুলষতা এবং সঠিক চরিত্রের মালিক হতে পারে। এর-দ্বারা পুরা সমাজ পবিত্র হতে পারে।

তার মধ্য থেকে একটি এই যে, মহিলারা পর পুরুষকে দেখবে না, যেরকম ভাবে পুরুষদের জন্যও পর নারী-কে বিনা প্রয়োজনে দেখার অনুমতি নেই। এরকম ভাবে মহিলাদের জন্যও অপরিহার্য যে, বিনা প্রয়োজনে যেন পর পুরুষদের-কে না দেখে। কুরআন ও হাদীসে একাধিক স্থানে পুরুষ এবং মহিলা উভয়কে দৃষ্টি নীচে রাখার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ঈমানদার নারীদেরকে বলুন! তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নীচে রাখে। [সূরা নূর : আয়াত-৩১]

হাদীসের মধ্যে এসেছে যে, একবার হযরত উম্মে সালামাহ এবং হযরত মায়মুনা رضي الله عنها হুযুর ﷺ এর নিকট বসে ছিলেন। এই দুইজন হুযুর (অৎনর) এর স্ত্রী ছিলেন, এমন মুহুর্তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম رضي الله عنه সেখানে উপস্থিত হলেন, তিনি একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন। হুযুর رضي الله عنها নিজের দুই স্ত্রীকে হুকুম দিলেন তোমরা দুজন-ই এর থেকে পর্দা কর। তখন উম্মে সালামাহ رضي الله عنها বললেন' হে আল্লাহর রসূল! তিনি কি অন্ধ নন?

deeniyat

তিনি তো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না। এবং আমাদেরকে চিনতেও পারছেন না, হুযুর ﷺ বললেন , তোমরা দুজন-ই কি অন্ধ? যে তোমরা তাকে দেখতে পাচ্ছ না? [তিরমিযী : ২৮৭৮]

এখানে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, একদিকে হুযুর ﷺ এর নেককার এবং পবিত্র স্ত্রী ছিলেন এবং অন্য দিকে অত্যন্ত নেককার সাহাবী ছিলেন, এখানে তো খারাপ নিয়তের সন্দেহও ছিল না; কিন্তু এই অবস্থাতেও আল্লাহর রসূল ﷺ পর্দার হুকুম দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে যখন অবস্থা খুবই খারাপ! চতুর্দিকে অধিক পরিমাণে গুণাহ হচ্ছে, সর্ব দিকে নির্লজ্জতা আর লজ্জাহীনতা পাওয়া যায় এবং শয়তান মানুষদেরকে গুণাহের মধ্যে লিপ্ত করতে পরিপূর্ণ চেষ্টা করছে, তাহলে এই অবস্থায় পর্দা করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, দৃষ্টি নীচে রাখার এবং পর পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া-ই উচিত।

এই যুগে কিছু মহিলাদের অবস্থা এমন যে, তারা পর-পুরুষদের দিকে দেখতেই থাকে। বিবাহ শাদীতে “সালামীর” নাম দিয়ে পাত্রকে ভিতরে ডেকে দেখতে থাকে, এটা অতি নির্লজ্জজনক এবং ইসলামী পরিপন্থী পদ্ধতি। উপরের হাদীসের মধ্যে চিন্তা কর যে, কত কঠোরের সাথে নবী ﷺ অন্ধ সাহাবীকে দেখতে নিষেধ করেছেন। এই জন্য সকল মহিলাদেরকে এর উপর আমল করা অপরিহার্য এবং পর পুরুষদেরকে দেখা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

১০ দশম মাসে পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

৫- ভাষা

[আরবী]

সংজ্ঞা

আরবি : আরবের ভাষাকে “আরবি” বলা হয়।

উৎসাহ মূলক কথা

কুরআন : إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا [সূরা ইউসুফ : আয়াত-২]

অর্থ : অবশ্যই আমি কুরআন-কে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। আরবি ভাষাকে প্রত্যেক মুসলমান মনে প্রাণে ভালোবাসা এবং তা শিখার চেষ্টাও করা উচিত; এই জন্য যে, এটি ইসলামী ভাষা, কুরআনের ভাষা, আল্লাহর রসূলের ভাষা, জান্নাতীদের ভাষা।

শিক্ষিকার প্রতি নির্দেশনা

আরবি অধ্যায়ে বিবিধ বিষয়, যেমন সময়, প্রাকৃতিক বস্তু এবং আরবি কথোপকথন, সাক্ষাতের সময় এবং বিদায় নেওয়ার সময় বলা হয় এমন কথোপকথন সমূহকে একত্রিত করা হয়েছে।

ছাত্রীদের মাঝে আরবি ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষে এই সহজ শব্দাবলী সম্মেলিত ভাবে মুখস্থ করাবেন এবং তার অনুশীলন করানোর সময় সিরিয়াল পরিবর্তন করে অর্থাৎ শব্দকে উল্টে পাল্টে জিজ্ঞাসা করবেন। শব্দের শেষ অক্ষরের হরকত সাকিন করে মুখস্থ করাবেন, যেমন : سمكٌ কে سمكْ পড়াবেন।

৫- ভাষা

[আরবী]

সবক ঃ ১ اَلْأَوْقَاتُ সময়সমূহ

রাত	لَيْلٌ	দিন	نَهَارٌ
উষা	صَادِقٌ، صَبَاحٌ	সকাল	صُبْحٌ
বিকাল	مَسَاءٌ	সূর্যদয়	اَلطُّلُوْعُ
দুপুর	نِصْفُ النَّهَارِ	সুর্যাস্ত	اَلْغُرُوْبُ
সেকেন্ড	ثَانِيَةٌ	মিনিট	دَقِيْقَةٌ
ঘণ্টা	سَاعَةٌ	মাস	شَهْرٌ
বছর	سَنَةٌ	যুগ	دَهْرٌ
শতাব্দী	قَرْنٌ		

সবক ঃ ২ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفٌ সবক বিবিধ

বাড়ি	دَارٌ	দালান	عِمَارَةٌ
কক্ষ	غُرْفَةٌ	দরজা	بَابٌ
জানালা	نَافِذَةٌ	ছাদ	سَقْفٌ
সিঁড়ি	مِعْرَاجٌ	সিন্দুক	صُنْدُوْقٌ
সোফা	أَرِيْكَةٌ	তালা	قُفْلٌ
চাবি	مِفْتَاحٌ	আয়না	مِرْأَةٌ

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবী]

চিরুনী	مُشْطٌ	ছাতা	مِظَلَّةٌ
দাদা/নানা	جَدٌّ	আম্মু	اُمٌّ
দাদী/নানী	جَدَّةٌ	জামাই	خَتَنٌ
মামা	خَالٌ	ভাই	أَخٌ
স্ত্রী	زَوْجَةٌ	বোন	اُخْتٌ
বন্ধু	صَدِيْقٌ	ছেলে	اِبْنٌ
চাচা	عَمٌّ	মেয়ে	بِنْتٌ
ফুফু	عَمَّةٌ	বড় ভাই	اَخٌ كَبِيْرٌ
আব্বু	اَبٌ	ছোট ভাই	اَخٌ صَغِيْرٌ

১	২	মাসে ৩০ দিন পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩ اَلْاُمُوْرُ الْفِطْرِيَّةُ প্রাকৃতিক বস্তু

পৃথিবী	اَرْضٌ	আগুন	نَارٌ
আকাশ	سَمَاءٌ	বাতাস	رِيْحٌ
চন্দ্র	قَمَرٌ	বৃষ্টি	مَطَرٌ
সূর্য	شَمْسٌ	মহাবিশ্ব	عَالَمٌ
তারকা	نَجْمٌ	পুকুর	غَدِيْرٌ
নদী	نَهْرٌ	সাগর	بَحْرٌ

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবী]

সবক ঃ ৪ বিবিধ

রাস্তা	طَرِيْقٌ	খাট	سَرِيْرٌ
গ্রাম	قَرْيَةٌ	ঘর	بَيْتٌ
শহর	مَدِيْنَةٌ	ছাতা	مِظَلَّةٌ
রাজধানী	عَاصِمَةٌ	নতুন	جَدِيْدٌ
বাগান	حَدِيْقَةٌ	পুরাতন	قَدِيْمٌ
কামরা	غُرْفَةٌ	ফার্মেসী	صَيْدَلِيَّةٌ
কম্বল	حِرَامٌ	চেম্বার	عِيَادَةٌ
দেয়াল	جِدَارٌ	সুন্দর	جَمِيْلٌ

২ ৩ মাসে ৩০ দিন পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক ঃ ৫ বিবিধ

বড়	كَبِيْرٌ	মেধাবী	ذَكِيٌّ
ছোট	صَغِيْرٌ	মেধাহীন	غَبِيٌّ
ভালো	جَيِّدٌ	খাঁটি	خَالِصٌ
বালিশ	وِسَادَةٌ	তাজা	طَازَجٌ
জুতা	حِذَاءٌ	বাসি	بَائِتٌ

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবী]

বিছানা	فِرَاشٌ	নষ্ট	فَاسِدٌ
ভদ্র	مُؤَدَّبٌ	দক্ষ	مَاهِرٌ
খোলা	مَفْتُوْحٌ	বন্ধ	مُغْلَقٌ

৪ মাসে ১০ দিন পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সবক ঃ ৬ কথোপকথন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ	
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ	
আপনি কেমন আছেন?	كَيْفَ حَالُكَ؟
আলহামদুলিল্লাহ আমি বালো	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ أَنَا بِخَيْرٍ
আপনার পিতা-মাতা কেমন?	كَيْفَ حَالُ اَبَوَيْكَ؟
আলহামদুলিল্লাহ তাঁরা উভয়ই সুস্থ	بِحَمْدِ اللهِ هُمَا اَيْضًا بِصِحَّةٍ وَّعَافِيَةٍ
আপনি কোথায় থাকেন?	أَيْنَ تَسْكُنُ؟
আমি ঢাকায় থাকি	أَسْكُنُ فِيْ دَاكَا
আপনি কোন ধর্মের	مَادِيْنُكَ؟
আমি মুসলমান	أَنَا مُسْلِمٌ
তোমার নাম কি?	مَا اسْمُكَ

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবী]

আমার নাম খালেদ	اِسْمِىْ خَالِدٌ
তুমি কি ছাত্র?	هَلْ اَنْتَ تِلْمِيْذٌ
হাঁ আমি একজন ছাত্র	نَعَمْ أَنَا تِلْمِيْذٌ
রাশেদ কে?	مَنْ رَاشِدٌ
সে আমার বড় ভাই	هُوَ اَخِىْ الْكَبِيْرُ
তোমার ভাই কি মেধাবী ছাত্র?	هَلْ اَخُوْكَ تِلْمِيْذٌ ذَكِىٌّ
হ্যাঁ সে একজন মেধাবী ছাত্র	نَعَمْ هُوَ تِلْمِيْذٌ ذَكِىٌّ
আয়েশা কে?	مَنْ عَائِشَةٌ
সে আমার ছোট বোন	هِىَ اُخْتِىْ الصَّغِيْرَةُ
সে কি করে?	مَاذَا تَفْعَلُ؟
সে দীনিয়াত মাদারাসায় পড়াশোনা করে।	هِىَ تَقْرَأُ فِىْ مَدْرَسَةٍ دِيْنِيَّةٍ
দীনিয়াত মাদরাসায় কি পড়ে?	مَاذَا تَقْرَأُ فِىْ مَدْرَسَةٍ دِيْنِيَّةٍ
সে সেখানে পড়ে কুরআন, হাদীস, ইসলামি আকাইয়িদ, ইসলামি তারবিয়াত এবং আরবী ভাষা।	هِىَ تَقْرَأُ هُنَا مِنَ الْقُرْاٰن وَالسُّنَّةِ. وَالْعَقَائِدِ الْاِ سْلَامِيَّةِ. وَالتَّرْبِيَّةِ. وَاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

৪ ৫ মাসে ৩০ দিন পড়াবে	তারিখ		শিক্ষিকার স্বাক্ষর

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবী]

সবক ঃ ৭ কথোপকথন

তোমার নাম কি?	مَا اسْمُكَ؟
আমার নাম ওয়াসিম	اِسْمِیْ وَسِیْمٌ
তুমি কোথায় পড়?	أَیْنَ تَتَعَلَّمُ؟
আমি দীনিয়াত মাদরাসায় পড়ি	اَتَعَلَّمُ فِی الْمَدْرَسَةِ الدِّیْنِیَّةِ
দীনিয়াত মাদরাসায় কি পড়	مَاذَا تَقْرَأُ فِی الْمَدْرَسَةِ الدِّیْـنِیَّةِ
দীনিয়াত মাদরাসায় পড়ি কুরআন, হাদীস, ইসলামি আকাইয়িদ, ইসলামি তারবিয়াত ও আরবী ভাষা।	اَتَعَلَّمُ فِی الْمَدْرَسَةِ الدِّیْنِیَّةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ. وَالْعَقَائِدِ الْاِسْلَامِیَّةِ. وَالتَّرْبِیَّةِ. وَاللُّغَةِ الْعَرَبِیَّةِ
দীনিয়াত মাদরাসার পরিবেশ কি তোমার পছন্দ?	هَلْ تَوَدُّ بِیْئَةَ الْمَدْرَسَةِ الدِّیْنِیَّةِ
হ্যাঁ আমার মাদরাসার পরিবেশ পছন্দ	نَعَمْ اَوَدُّ بِیْئَةَ الْمَدْرَسَةِ
তোমার এ পরিবেশ পছন্দ কেন?	لِمَاذَا تُحِبُّ هٰذِهِ الْبِیْئَةَ؟
আমি এটি এইজন্যই পছন্দ করি	اُحِبُّهَا لِاَنَّ الْمُعَلِّمِیْنَ هُنَا یَعْتَا
যে, এখানে শিক্ষকরা সুন্নতে নববীর অনুসারী।	دُوْنَ بِالسُّنَنِ النَّبَوِیَّةِ

৬ মাসে ২০ দিন পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবী]

সবক ঃ ৮ কথোপকথন

তুমি কি তোমার শিক্ষকের কথা মনোযোগ সহকারে শোন?	هَلْ تَسْتَمِعُ إِلٰى اُسْتَاذِكَ؟
হ্যাঁ-আমি আমার শিক্ষকের কথা মনোযোগ সহকারে শুনি।	نَعَمْ اَسْتَمِعُ إِلٰى اُسْتَاذِىْ
তুমি কি প্রতিদিন সবক শিখে নাও?	هَلْ تُذَاكِرُ دَرْسَكَ يَوْمِيًّا؟
হ্যাঁ-আমি প্রতিদিন সবক শিখে নিই।	نَعَمْ اُذَاكِرُ الدَّرْسَ يَوْمِيًّا
তুমি সবক কোথায় শিখ?	أَيْنَ تُذَاكِرُ الدَّرْسَ؟
আমি দীনিয়াত মাদ্রাসায় শিখি।	اُذَاكِرُهٗ فِىْ الْمَدْرَسَةِ الدِّيْنِيَّةِ
কখন শিখ?	مَتٰى
মাগরিবের পরে।	بَعْدَا الْمَغْرِبِ
তোমার কি কাহিনী পড়া পছন্দ?	هَلْ تُحِبُّ قِرَاءَةَ الْقِصَصِ؟
হ্যাঁ-অবসর সময়ে।	نَعَمْ فِىْ اَوْقَاتِ الْفَرَاغِ
তোমাকে ধন্যবাদ।	شُكْرًا لَكَ
আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।	جَزَاكَ اللهُ

deeniyat

৭ মাসে ২০ দিন পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

৫- ভাষা

[আরবী]

সবক ঃ ৯ কথোপকথন

আসসালামু আলাইকুম মাজিদ ভাই!	اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَاجِدُ
	وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ
কেমন আছেন?	كَيْفَ حَالُكَ؟
আল্লাহর শুকর ভাল আছি।	أَنَا بِخَيْرٍ = شُكْرًا
অনেক দিন যাবৎ আপনাকে দেখেনি?	لَمْ أَرَكَ مُنْذُ مُدَّةٍ طَوِيْلَةٍ؟
এক মাস যাবৎ আমি অসুস্থ ছিলাম।	كُنْتُ مَرِيْضًا مُنْذُ شَهْرٍ
আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুক। আপনি কোন রোগে আক্রান্ত ছিলেন।	اللهُ يَشْفِيْكَ، أَيُّ مَرَضٍ أَصَابَكَ؟
আমি সর্দি আর জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম।	أَصَابَتْنِى الْحُمّٰى وَ النَّزْلَةُ
আপনার শারিরিক অবস্থা এখন কেমন?	كَيْفَ صِحَّتُكَ الْآنَ؟
আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া	عَادَتْ صِحَّتِىْ الْآنَ بِحَمْدِ اللهِ
আপনার সুস্থতায় আমি অনেক খুশি	سُرِرْتُ لِعَوْدَةِ صِحَّتِكَ
আল্লাহ আপনার হায়াতকে বাড়িয়ে দিন।	حَيَّاكَ اللهُ

৮ মাসে ১০ দিন পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবী]

সবক ঃ ১০ কথোপকথন

আমাকে কোন ভাল ডাক্তারের সন্ধান দিন।	اِنْصَحْنِىْ بِطَبِيْبٍ جَيِّدٍ
আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি ডাক্তার জিয়া উদ্দিন সাহেবকে দেখান।	اَنْصَحُكَ بِأَنْ تَذْهَبَ اِلَى الدَّكْتُوْرِ ضِيَاءِ الدِّيْنِ
তাঁর চেম্বার কোথায়	اَيْنَ عِيَادَتُهٗ
তার চেম্বার হলো খিদমাহ্ হাসপাতালে	عِيَادَتُهٗ فِىْ مُسْتَشْفَى الْخِدْمَةِ
তার সাথে কিভাবে সাক্ষাত করব।	كَيْفَ اَلْقٰى مَعَهٗ
আপনি ওয়েটিং রুমে আপনার সিরিয়ালের জন্য অপেক্ষ করুন।	اِنْتَظِرْ دَوْرَكَ فِىْ غُرْفَةِ الْاِنْتِظَارِ
কিছুদিনের মধ্যেই আমি বাড়িতে গিয়ে আপনার সাথে সাক্ষাত করব।	سَأَزُوْرُكَ فِى الْبَيْتِ قَرِيْبًا
জী ঠিক আছে।	نَعَمْ طَيِّبٌ
তাহলে আসি।	أَسْتَأْذِنُكَ إِلَى اللِّقَاءِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ	
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ	

৯ মাসে ২০ দিন পড়াবে	তারিখ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর

deeniyat

শিক্ষার্থীদের নামাযের তালিকা

বাৎসরিক নামাযের তালিকা

ফজর-ফ | যোহর-যো | আসর-আ | মাগরিব-ম | ইশা-ই

যদি নামায আদায় করে থাকে তাহলে এই ✔ চিহ্ন লাগিয়ে দিন যেমন। ফ✔

যদি ক্বাযা করে তাহলে এই ○ চিহ্ন লাগিয়ে দিন। আ○

এবং যদি ক্বাযা না করে থাকে তাহলে কোন চিহ্ন লাগাবেন না। ম | ই

তারিখ হিসাবে উপরোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী চিহ্ন লাগাবেন। যে নামাযটি সময় মত পড়েনি তা পড়ার ফযীলত বলে উদ্বুদ্ধ করুন এবং যে নামাযটি আদৌ পড়েনি তার ক্বাযা আদায় করিয়ে নিন। এবং প্রতি মাসের শেষে স্বাক্ষর করে দিন।

হাজিরা চার্টের নিয়ম

শিক্ষার্থীদের হাজিরা করার জন্য একটা ঘর দেওয়া আছে,যদি উপস্থিত থাকে তাহলে ঐ ঘরে ح লাগিয়ে দিন,আর যদি অনু পস্থিত থাকে তাহলে غ লাগিয়ে দিন।

deeniyat

নামাযের তালিকা

জানুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

ফেব্রুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই

মার্চ

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর	**শিক্ষিকার স্বাক্ষর**

নামাযের তালিকা

এপ্রিল

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষিকার স্বাক্ষর

মে

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষিকার স্বাক্ষর

জুন

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষিকার স্বাক্ষর

নামাযের তালিকা

জুলাই

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষিকার স্বাক্ষর

আগস্ট

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষিকার স্বাক্ষর

সেপ্টেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষিকার স্বাক্ষর

deeniyat

নামাযের তালিকা

অক্টোবর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষিকার স্বাক্ষর

নভেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষিকার স্বাক্ষর

ডিসেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষিকার স্বাক্ষর

মাসিক উপঃ / অনুঃ তালিকা

মাস	মোট শিক্ষার দিন	উপস্থিত	অনুপস্থিত	মাসিক বেতন	শিক্ষিকার স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
জানুয়ারী						
ফেব্রুয়ারী						
মার্চ						
এপ্রিল						
মে						
জুন						
জুলাই						
আগস্ট						
সেপ্টেম্বর						
অক্টোবর						
নভেম্বর						
ডিসেম্বর						

deeniyat

নোট বুক

deeniyat

নোট বুক

deeniyat

নোট বুক

deeniyat